নটীর অভিশাপ

পৌরাণিক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ "সত্যম্বর অপেরায়"

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

প্রকাশক—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী,

৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

১৩৩৯

ভূমিকা

—০◯◯০—

কিছু না লিখিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়, তাই কিছু লিখিতে হইল। যাত্রাদলের নাটক লেখার মোহ আমার অনেক দিন হইতেই কাটিয়া গিয়াছে। কাবণ অবশ্য কিছু আছেই এবং সে কথার উল্লেখ করিতে গেলে ধান ভান্‌তে শিবের গীত হইয়া পড়ে। যাহা হউক "হাম ছোড়নে মাংতা, লেকিন কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা" এই প্রবাদ বাক্যটী শেষে আমার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্‌ গোবর্দ্ধন শীলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কোনরূপে এড়াইতে না পারিয়া আবার আমায় পুরাণ-সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এখন সুধা উঠিল কি গরল উঠিল, সে বিষয়ের বিচারের ভার পাঠকেব।

নাটকীয় ঘটনাটি অতি পুরাতন হইলেও আমি তাহাতে নূতনত্বের ছাপ দিয়াছি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সাধ্যমত চেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছি আধুনিক যুগের আবহাওয়া।

অর্জ্জুনের স্বর্গ গমন এবং উর্ব্বশীর অভিশাপ বহন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন আখ্যায়িকার মূল বিষয়—তার সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার ডালপালা কল্পনার কটাহে ফুটাইয়া যে অভিনব ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করিয়াছি, তার পরিবেশনের ভার লইয়াছে শ্রীমান্‌ গোবর্দ্ধন শীল। আশা করি, সহৃদয় সুধী পাঠকবৃন্দ আস্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইবেন। ইতি—

গ্রন্থকার

চরিত্র

—পুরুষ—

নারায়ণ, ইন্দ্র, জয়ন্ত, কার্ত্তিকেয়, শনৈশ্চর।

কলম্বাসুর	...	...	...	দানবপতি।
বজ্রবাহু	...	...	..	ঐ সেনাপতি।
দারুক	...		.	ঐ পারিষদ।
কুবের	...	...	...	যক্ষপতি।
অর্জ্জুন	...	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব।
কশ্যপ	...	...	...	ঋষি।
হিরণ্ময়, মৃন্ময়, কুবলয়	...	...	...	সেনানায়কগণ।

জরাসুর, গন্ধর্ব্বরাজ, চর, দেবগণ, সুখ, দুঃখ, সৈন্যগণ,
নাগরিকগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

লক্ষ্মী, শচী।

দিতি ও অদিতি	...	...	...	কশ্যপ-পত্নী।
মানসী	...	...	...	দানব-সম্রাজ্ঞী।
উর্ব্বশী	...	...	...	অপ্সরা।

জরা, নর্ত্তকীগণ, দেববালাগণ, গন্ধর্ব্বকুমারীগণ,
বৈকুণ্ঠবাসিনীগণ ইত্যাদি।

নটীর অভিশাপ

——০:():০——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

হিরণ্ময় ও মৃন্ময়ের প্রবেশ

হিরণ্ময়। ব্যাপারখানা শুনেছ ভায়া?

মৃন্ময়। কি ব্যাপার? রাজনৈতিক?

হিরণ্ময়। আরে না—না, একেবারে নীতিবিরুদ্ধ!

মৃন্ময়। ত্রিদিবধামে নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার! না—না, তুমি আমায় ঠাট্টা কর্‌ছো!

হিরণ্ময়। না বন্ধু, না; তুমি তো আমার স্ত্রীর সহোদর নও যে, ঠাট্টার পাত্র হবে?

মৃন্ময়। তা হ'লে সত্যি?

হিরণ্ময়। একেবারে নির্জ্জলা সত্যি। এ তো আর মর্ত্ত্যধাম নয় যে কথার পাষাণ ভেঙ্গে নিতে হবে। মর্ত্ত্যবাসী মানব হাঁসের মত বুদ্ধি নিয়ে চলাফেরা করে—জল মেশানো দুধ থেকে হাঁস যেমন দুধটুকু খেয়ে নেয়—মর্ত্ত্যের মানব যারা বুদ্ধির হাঁস, তারাও ঠিক তেমনি বার ক'রে নিতে পারে খাঁটি সত্যটুকু বাক্যের ঝুড়ি থেকে!

স্বর্গের অভিশাপ

যদি এই ত্রিদিবধামে মিথ্যাটার চলন থাকতো—আমরাও হয় তো পারতুম।

মৃন্ময়। বাক্যিছটা বন্ধ কর বন্ধু, আসল ব্যাপারটা খুলে বল।

হিরণ্ময়। ত্রিদিবের তোরণদ্বার রক্ষার ভার পড়েছে আমাদের উপর—

মৃন্ময়। তা তো জানি।

হিরণ্ময়। কিন্তু কেন বল তো?

মৃন্ময়। ঐ 'কেন' টুকুই তলিয়ে বোঝবার তো কোন দিন চেষ্টা করি নি ভাই! হুকুমের চাকর, হুকুম পেয়েছি—অমনি ছুটেছি।

হিরণ্ময়। হুকুম পেলে আর অমনি ছুটলে? একটু ভেবে দেখ্‌লে না?

মৃন্ময়। হুকুম তামিল কর্‌তেই যে আমাদের জন্ম; ভাব্‌তে গেলেই হয় তো উপরওয়ালা মনে কর্‌বেন, আমি ইতস্ততঃ কর্‌ছি তাঁর আদেশ পালন করতে, চাই কি ফলং দণ্ডও তো হ'তে পারে?

হিরণ্ময়। আমার তো হুকুমটা শুনেই সন্দেহ হ'লো।

মৃন্ময়। কেন?

হিরণ্ময়। তোরণদ্বারে প্রহরী আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাক্‌বে। কিন্তু অকস্মাৎ এই উপরি আয়োজন কেন? প্রহরীরা যাতে প্রহরায় শৈথিল্য প্রকাশ না করে, আর প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে রক্ষকের শক্তি বৃদ্ধি কর্‌তে এটা যে উপর-ওয়ালার নূতন বন্দোবস্ত, এ খেয়ালটা চট্ ক'রে মাথায় এসে গেল। একটুখানি গুপ্ত অনুসন্ধান কর্‌তেই ব্যাপারটা জেনে ফেল্‌লুম!

মৃন্ময়। এই জন্যেই তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করি বন্ধু! যাক্, এখন ভূমিকা ছেড়ে আসল কথাটা শুনিয়ে দাও।

হিরণ্ময়। ব্যাপার হ'চ্ছে—তিনি আস্‌ছেন।

মৃন্ময়। তিনি কিনি?

হিরণ্ময়। ভয়ানক তিনি।

মৃন্ময়। ভয়ানক তিনি কি রকম?

হিরণ্ময়। অর্থাৎ মর্ত্ত্যের মানব যার ভয়ে থরহরি কম্পমান!

মৃন্ময়। তুমিও যে ভয়ে কাঁপ্‌তে সুরু করলে?

হিরণ্ময়। কাঁপ্‌তেই হবে। আমি কাঁপ্‌ছি—তুমিও কাঁপ্‌বে, শুধু তাই নয় ভায়া, ত্রিদিববাসীরও হৃৎকম্প সুরু হবে।

মৃন্ময়। [হিরণ্ময়কে জড়াইয়া ধরিয়া] এ্যাঁ! বল কি বন্ধু? আমার যে এখন থেকেই কাঁপুনী সুরু হ'লো!

হিরণ্ময়। ঠ্যালা বোঝ! তবু এখনো সবটুকু শোন নি—

মৃন্ময়। আর শুনে কাজ নেই দাদা, আমার কেমন দম্ বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

হিরণ্ময়। তবেই বোঝ, ব্যাপারটা নেহাত সোজা নয়!

মৃন্ময়। মোটেই না। আচ্ছা বন্ধু!—

হিরণ্ময়। কি বল্‌ছো?

মৃন্ময়। বল্‌ছি, দ্বিতীয় রাবণ-টাবণ জন্মালো নাকি?

হিরণ্ময়। তার তুলনায় রাবণ তো শিশু।

মৃন্ময়। এ্যাঁ, বল কি! রাবণ শিশু?

হিরণ্ময়। শুধু শিশু নয়—দুগ্ধপোষ্য শিশু!

মৃন্ময়। ওরে বাবা রে—দুগ্ধপোষ্য শিশু?

হিরণ্ময়। শুনেছি, যে দেবাদিদেব মহাদেবকে রাবণ পূজো করতো, সে নাকি সেই মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেছে।

গুরু-১৩
অভিশাপ

মৃন্ময়। এঁ্যা, বল কি!

হিরণ্ময়। শুধু লড়াই করা নয় বন্ধু, লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়ে মহাদেব বেচারীর যেটী প্রধান অস্ত্র সেখানি হাতিয়েছে।

মৃন্ময়। হাতিয়েছে! ওরে বাবা রে!

হিরণ্ময়। তিনিই আস্‌ছেন এই ত্রিদিবধামে—মর্ত্ত্যের কাজ শেষ ক'রে।

মৃন্ময়। আঃ, বাঁচা গেল!

হিরণ্ময়। বাঁচা গেল কি রকম?

মৃন্ময়। তিনি তো সেখানে দেহ রেখে পুণ্যের জোরে আস্‌ছেন এই ত্রিদিবধামে?

হিরণ্ময়। কে বল্‌লে?

মৃন্ময়। তবে?

হিরণ্ময়। আস্‌ছেন সশরীরে। তবে আর বল্‌ছি কি!

মৃন্ময়। তা হ'লে উপায়?

হিরণ্ময়। উপায়ের বাইরে; চাকরী যখন কর্‌ছো বন্ধু, হুকুম তামিল কর্‌তেই হবে, তাতে তোমাদের যত লাঞ্ছনাই হোক্—আর যত দুর্দ্দশাই হোক্।

মৃন্ময়। হায় বে চাকরী!

হিরণ্ময়। আপশোষ ক'রে ফল কি ভাই, আমরা চাকরীজীবী আমাদের পুত্র পৌত্রও অবলম্বন কর্‌বে এই পথ! এতেই আমরা অনুভব করি অপরিমেয় গৌরব—কারণ আমরা রাজার ভৃত্য।

মৃন্ময়। এই গর্ব্বটুকু অনুভব ক'রেই আমরা নিজের মস্তক নিজে চর্ব্বণ কর্‌ছি। চল দাদা, লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণাকে আবাহন ক'রে নিয়ে আসি—

কার্ত্তিকেয় প্রবেশ করিল

কার্ত্তিকেয়। তোমরাই না নগরের তোরণদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছ? আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কর্ম্মস্থানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে অযথা কালক্ষেপ কর্‌ছো?

হিরণ্ময়। কালক্ষেপ আর কর্‌ছি কৈ সেনাপতি মশায়, বরং বলা যায়, আমরা কর্‌ছি সময়ের সদ্ব্যবহার!

কার্ত্তিকেয়। মানে?

হিরণ্ময়। আজ্ঞে, আগন্তুকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে কি?

কার্ত্তিকেয়। নিশ্চয়ই; কারণ কোন দেহধারী মানবের পুরী প্রবেশের অধিকার নেই।

হিরণ্ময়। তবেই দেখুন, এইখানেই প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমরা করেছি সময়ের সদ্ব্যবহার।

কার্ত্তিকেয়। কি কর্‌ছিলে তোমরা?

হিরণ্ময়। আমরা ব্যূহ রচনার একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা কর্‌ছিলাম।

কার্ত্তিকেয়। উদ্ভাবন করেছ?

হিরণ্ময়। আজ্ঞে, তোড়জোড় কর্‌ছিলাম।

কার্ত্তিকেয়। শুধু তোড়জোড় কর্‌ছিলে? অপদার্থ!

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। আমায় ডেকেছেন?

কার্ত্তিকেয়। হ্যাঁ—যুদ্ধ-বিগ্রহে চিরদিনই আপনি আমার সহকারী। আজ নগরতোরণ রক্ষার ভার আমাদের উপর। প্রহরীরা যদি

বাধা দিতে সক্ষম না হয়, আমার অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে আপনি সে আগন্তুককে বাধা দেবেন; আপনি অকৃতকার্য্য হ'লে, সমস্ত দেবশক্তি নিয়ে আমি আপনার সহায়তা কর্‌বো। মোটকথা, এইটুকু মনে রাখ্‌বেন, যেন তুচ্ছ জরামরণশীল মানবের কাছে দেবতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়!

শনৈশ্চর। দেব-সেনাপতি,
বিস্ময় মানিনু আমি শুনিয়া বারতা!
কোন্ শক্তি বলে বলীয়ান মর্ত্ত্যের মানব
রণে হবে আগুয়ান দেবতার সনে?
আমি শনৈশ্চর, অস্ত্র না ধরিয়া
শুধু দৃষ্টি বলে বিপর্য্যয় করি প্রকৃতির!
সেই আমি—যাবো
করিবারে মল্লরণ মানবের সনে!
মৃত্যুজয়ী দেবতার
এ হ'তে মরণ ছিল ভাল।

কার্ত্তিকেয়। নহি তুমি আমি শুধু,
চিন্তিত অমরকুল দেবেন্দ্র সহিত
আগন্তুক মানবের লাগি।
সেই উৎকণ্ঠা হ'তে
মুক্তি দিতে দেবরাজে,
আমরাই হইব অগ্রণী।

শনৈশ্চর। ভাল, সেনাপতি তুমি,
আমি সহকারী—
বাধ্য আমি আজ্ঞা তব করিতে পালন!

তবে প্রতিজ্ঞা আমার—
ব'লে রাখি, শুন সেনাপতি,
মানবের সনে রণে
শনৈশ্চর কভু না ধরিবে অস্ত্র,
দৃষ্টি বলে সে হীন মানবে—
ভস্মে করি পরিণত উড়াবো পবনে ;
সেই ভস্ম ফিরে যাবে মরতে আবার।

কার্ত্তিকেয়। বলিবার নাহি কিছু।
দেবতার রাখিতে সম্মান,
কর তুমি যেবা মনে লয় !

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। কাঠের পুতুলের মত তোমরা আর দাঁড়িয়ে কেন বাপধনেরা? গুটী গুটী এগিয়ে পড়—সময়ে আমার দেখা পাবে—

[প্রস্থান।

গীত

হিরণ্ময়।— চল গুটী গুটী হাঁটি হাঁটি চাকরী বাজাতে।
মৃন্ময়।— মরণ হওয়া ছিল ভাল এতে লাঞ্ছনা যে হাতে হাতে॥
উভয়ে।— যারা জন্ম মৃত্যুর দাস,
তারাই করবে হাড়ির হাল, ড'লবে বুকে বাঁশ,
রুদ্ধশ্বাসে ফিরতে হবে ক'রে হা হুতাশ,
শুধু মানটী বাঁচাতে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিদিব—নগরতোরণ সন্নিকটস্থ পথ

গাহিতে গাহিতে জ্বরাসুর, জরা ও বাতব্যাধির প্রবেশ

গীত

সকলে।— কোন্ লগ্নে অসুরকুলে এসেছি তিনটী রতন।
ছোট জাত ছোঁয় নাকো কেউ সমান মোদের মরণ-বাঁচন॥

জ্বরাসুর।— আমি জ্বরাসুর—একাধারে কম্প, পালা, কালা,
পরশ দিলেই চক্ষু স্থির—সবাই ঝালাপালা ;

জরা।— পতিব্রতা সতী আমি,
তাই তো পতির অনুগামী,
যৌবনে দিয়ে জরা কাটাই সবার ভবের বাঁধন॥

বাতব্যাধি।— আমি এঁদের পরগাছা,
ষষ্ঠীর দাস ষেটের বাছা,
ঝাঁঝালো আমার বিষে—ঘুচিয়ে দিই গো নড়ন চড়ন॥

বাতব্যাধি। আর তো পাবা গেল না বাবা—

জ্বরাসুর। কেন বাবা বাতব্যাধি, এতখানি অসহ্য হ'লো তোমার কিসে?

বাতব্যাধি। কিসে তা কি আবার নতুন ক'রে বল্‌তে হবে বাবা? বয়েস যত বাড়্‌ছে তোমার, ততই তোমায় আশ্রয় করছে ভীমরথি! একই পিতার ঔরসে জন্ম দেবতা আর অসুর—একই জন্মভূমির কোলে লালিত পালিত, তবুও জাতি আর বর্ণ নিয়ে তাদের মধ্যে দলাদলি; কেউ কারো প্রাধান্য মান্‌তে চায় না। আমরা আবার এই দুই

পর্য্যায়ের বাইরে—অধম অস্পৃশ্য। দেবর্ষি নারদ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ব্যাপার নিয়ে দেবসমাজে একটা আন্দোলন সুরু করবেন ব'লে কথা দিলেন; হরিনামে পাগল ঋষি—সে কথা ভুলেই গেলেন! কিন্তু বাবা, তোমাদের তো উচিত ছিল কথাটা তাঁকে স্মরণ ক'রে দেওয়া? এত কষ্ট আর ক'দ্দিন সইবো বল তো?

জরা। কষ্ট নয়? স্বর্গে আমাদের ঢোক্‌বার অধিকার নেই, দৈত্যদের নিজস্ব পুরী পাতালেও আমাদের স্থান নেই। আমরা কি যাযাবরের মত পথে পথেই ঘুরে বেড়াবো?

জরাসুর। সবই সময় সাপেক্ষ গিন্নি—সবই সময় সাপেক্ষ!

বাতব্যাধি। বলি, ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে বাবা?

জরাসুর। ধৈর্য্যধারণ ভিন্ন অন্য পথ নেই বাপধন! দেব-দানবের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি যে রকম বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে একের পতন অন্যের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তখন আস্‌বে আমাদের সুযোগ। তা ব'লে আমাদের ঘুমিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না বাপধন!

বাতব্যাধি। কি কর্‌তে বল?

জরাসুর। নিজের নিজের শক্তি যে যতটুকু পার কাজে লাগাতে হবে—ওদের উপর দিয়ে।

বাতব্যাধি। ওদের বাগে পাই কই বাবা? ওদের ত্রিসীমানায় যে যাবার অধিকার নেই আমাদের!

জরা। বোঝ্ বাবা বাতব্যাধি, বোঝ্—একেই বলে ভীমরথি ধরা।

জরাসুর। সবই জানি গিন্নি, সবই বুঝি! তবু কেন বল্‌ছি জান? সুযোগ আস্‌ছে!

বাতব্যাধি। সুযোগ আস্‌ছে?

জরা। কি বল্‌ছো তুমি?

জরাসুর। বল্‌ছি ঠিক! ভুবনবিজয়ী এক মর্ত্ত্যের মানুষ আস্‌ছে এই পথে, সে চায় দেবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বুঝে দেখ, মানুষের স্পর্দ্ধা! দেহধারী মানবের দেবলোকে আগমন দেবতার মর্য্যাদায় আঘাত করবে। তাই সমস্ত দেবশক্তি নিয়োজিত হবে তাকে বাধা দিতে—আমরা সেই মানবকে সাহায্য করবো।

জরা। আমাদের সাহায্য পেলে কি সেই সামান্য দুর্ব্বল মানব ত্রিদিবধামে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে?

জরাসুর। দুর্ব্বল কি বল্‌ছো গিন্নি, ভুবনবিজয়ী সে, মহেশ্বর ভোলানাথও একদিন পরাজিত হয়েছেন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে!

বাতব্যাধি। তা হ'লে যা হয় একটা কিছু ক'রে ফেল বাবা! বিষ থাকতে ঢোঁড়ার মত মুখ লুকিয়ে আর থাকতে পারি নি বাবা।"

জরাসুর। ছোবল মারবার জন্যে তৈরি হও, সেই মহামানব আস্‌তে যা দেরী।

জরা। তোমার মতলব কিছুই বোঝা যায় না। বলি, ছোবল মারতে তো তৈরি হ'তে বল্‌ছো, বলি, ছোবলটা মারা হবে কাকে? ঐ মহামানবকে নাকি?

জরাসুর। ধ্যেৎ! নারী বুদ্ধি কিনা! তোমাদের আর বোঝ্‌বার দরকার নেই, শুধু তৈরি থাক। আগে তিনি আসুন—ঐ যে আস্‌ছেন, প্রস্তুত হও তোমরা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতাহি পরমন্তপঃ,

পিত্তরি প্রীতিমাপন্নে
প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
সখার আদেশে
পিতৃপদ করিতে বন্দনা
আসিয়াছি হেথা।
বাসনা-পুরণ-পথে
দেখিতেছি বাধা শত শত!
শুনিনু বারতা,
দৈব অস্ত্রে সুসজ্জিত দেব অনীকিনী
সমবেত তোরণ-দুয়ারে
বাধা দিতে মোরে পুরী প্রবেশিতে।
বিনা যুদ্ধে নাহি পথ পুরী প্রবেশের!

[জরা ও বাতব্যাধি অর্জ্জুনকে আক্রমণ উদ্যোগ করিল।

অর্জ্জুন। স্তব্ধ হও ঘৃণিত অধম,
পাদক্ষেপে মরণে বরিতে হবে।

[জরা ও ব্যাতব্যাধি স্তম্ভিত হইল।]

জরাসুর। বোকামীতে তোমাদের জোড়া নেই। বলি, একটু ধৈর্য্য ধর। মহাশয়, নমস্কার—

অর্জ্জুন। [প্রতি নমস্কার করিয়া] কে তুমি?

জরাসুর। ভাগ্যতাড়িত অসুর—নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছি ব'লে অসুর-সমাজে আমাদের স্থান নেই, দেবলোকের পথও বন্ধ। স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াই গৃহহীন যাযাবরের মত।

অর্জ্জুন। কি চাও?

জরাসুর। একটু সাহায্য—

অর্জ্জুন। উত্তম! এসো বন্ধু—[জরাসুরের হাত ধরিতে গেল—জরাসুর কয়েকপদ সরিয়া গেল।]

জরাসুর। স্পর্শ কর্‌বেন না—স্পর্শ কর্‌বেন না, আমরা যে অস্পৃশ্য!

অর্জ্জুন। না—না, শ্রীভগবানের সৃষ্টজীব সবাই সমান, কেউ কারো অস্পৃশ্য নয়। বল বন্ধু, আমি তোমার কি উপকার কর্‌তে পারি?

জরাসুর। ওরে, তোরা লুটিয়ে পড়্, মহামানবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্। মহানুভব, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! উপস্থিত আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবে আস্‌বে যখন সেদিন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হবো। উপস্থিত আমরা এসেছি আপনারই প্রয়োজনে—

অর্জ্জুন। আমার প্রয়োজনে?

জরাসুর। ত্রিদিব-প্রবেশে আমরা আপনার সহায়তা কর্‌বো।

অর্জ্জুন। তা যদি কর বন্ধু, আমি চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক্‌বো তোমাদের কাছে।

জরাসুর। অমরদলের সঙ্গে একেশ্বর সংগ্রাম করতে হবে আপনাকে, আমরা তিনজনে তিনটী মন্ত্রপূতঃ অস্ত্র দেবো—যার বলে যুদ্ধজয় অনিবার্য্য।

অর্জ্জুন। দেবে বন্ধু?

জরাসুর। এই নিন। এটী জরাসুরের শূল, এর একটী আঘাতে আততায়ী জরাক্রান্ত হ'য়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ কর্‌বে।

জরা। ধর মহাপ্রাণ মহামানব, এই মন্ত্রপূতঃ শৈথিলী-বাণ, এর আঘাতে আততায়ী মহাশক্তিমান্ হ'লেও, নিমেষে জরাগ্রস্ত হ'য়ে শক্তিহারা হবে।

বাতব্যাধি। শত্রুকে চলচ্ছক্তিহীন কর্‌তে এটী আমার অমোঘ শর, আসুন—গ্রহণ করুন।

[অর্জ্জুন অভিবাদনান্তর প্রত্যেকের নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিল।]

অর্জ্জুন। তোমাদেব শত সহস্র ধন্যবাদ! তা হ'লে আসি বন্ধু— [প্রস্থানোদ্যত]

জ্বরাসুর। দাঁড়ান, প্রতিষেধক মন্ত্র তো আপনাকে শেখানো হয় নি; আমাদের সঙ্গে আসুন, ঐ পাহাড়ের ঝর্‌ণার ধারে ব'সে আপনাকে শিখিয়ে দেবো প্রতিষেধক মন্ত্র।

[সকলেব প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিদিব-তোরণ

সশস্ত্র হিরণ্ময়, মৃন্ময় ও কুবলয় প্রহরায় নিযুক্ত

হিরণ্ময়। কোথায় কে তার ঠিক নেই, অথচ কড়া পাহারার বন্দোবস্ত, দেব-সেনাপতির সবই যেন বাড়াবাড়ি!

মৃন্ময়। শুন্‌লে তো তিনি আস্‌ছেন!

কুবলয়। আরে, এলে তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিল! বিরাট উৎকণ্ঠা নিয়ে ধৈর্য্য ধ'রে থাকা—বীরসমাজে একেবারে অচল!

মৃন্ময়। যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণই মঙ্গল বন্ধু, এলেই তো বাধ্‌বে একটা ফ্যাসাদ!

হিরণ্ময়। ফ্যাসাদ আবার কি? আমরা কি দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করি? আমরা কি রণকৌশলী নই? আমরা কি কাপুরুষ?

মৃন্ময়। কাপুরুষ না হ'লেও আমরা সুপুরুষ,—তা ছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহটা নেহাত গোঁয়ার গোবিন্দের কাজ, আমার তো মোটেই ভাল লাগে না।

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। একি বিসদৃশ আচরণ তোমাদের? কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে তোমরা একান্তে ব'সে খোসগল্পে ব্যাপৃত হয়েছ?

হিরণ্ময়। তিনি এলে তো আর সে সুযোগ পাবো না দেবতা! কাজেই—

মৃন্ময়। বিশেষতঃ শত্রুরই যখন দেখা নেই—

শনৈশ্চর। তাও তো বটে! কিন্তু সেনাপতির আদেশ যুদ্ধ কর্‌তে, শত্রু যেন কোন রকমে তোরণ প্রবেশ করতে না পারে।

কুবলয়। আদেশ তো যুদ্ধ কর্‌তে, কিন্তু যুদ্ধ কর্‌বো কার সঙ্গে সহকারী মশায়?

শনৈশ্চর। তাও তো বটে! এই যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারটার দেখ্‌ছি আগাগোড়াই গোলমেলে! কাটাকাটি, মারামারি, রক্তারক্তি, হানাহানি, দেহের কষ্ট—মনের কষ্ট—ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ—ভদ্রসমাজে একেবারে অচল!

হিরণ্ময়। তবেই বুঝুন সহকারী মশায়, আমাদের কোন অপরাধ নেই।

শনৈশ্চর। আচ্ছা, এবারকার মত তোমাদের মাপ কর্‌লুম। তোমরা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একেবারে তৈরি থাক—আমার সেনাদলও প্রস্তুত ঐ পর্ব্বতেব সানুদেশে, তাবা আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

কেঁদো বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা।
ঘুরিয়ে দেবে বেড়ানো তোর
দুলিয়ে লম্বা কোঁচা॥
বাঘ ছিল যে গহিন বনে,
তারে ঘাঁটালি বল কেনে,
ছুঁলে সে বাঘ আঠারো ঘা,
তোর মরা হবে বাঁচা॥
এখন সাম্‌লে ঘাঁটি পালিয়ে চল,
হেথা খাট্‌বে না তোর বুদ্ধি বল,
এখন থাক্‌তে আলো, সবা ভাল
(ওরে) বেঁধে উঁচু মাচা॥

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। পাগলাটা কি ব'লে গেল! যাক্, আমি একবার ওদিক্‌টা ঘুরে আসি; দেখো খুব সাবধান—

[প্রস্থান।

হিরণ্ময়। দেখ্‌লে বন্ধু, সহকারী মশায়ও আমাদের দলে!

মৃন্ময়। হতেই হবে—অভদ্র তো নন উনি।

কুবলয়। কে একজন আস্‌ছে না?

মৃন্ময়। সাজসজ্জা দেখে তো বীর ব'লেই মনে হ'চ্ছে!

হিরণ্ময়। তা হ'লে বার কর তলোয়ার খাপ থেকে—

অর্জ্জুনের প্রবেশ

হিরণ্ময়। ব্যস্, ঐখান থেকেই উল্টোমুখো হও—

অর্জ্জুন। মানে?

হিরণ্ময়। মানে সাম্‌নের পথ বন্ধ—

অর্জ্জুন। পথ ছাড়, কিম্বা যুদ্ধ কর,
আমি প্রবেশিব নগরতোরণে।

কুবলয়। তুমি শুধু গোঁয়ার গোবিন্দ' নও, তার উপর বেজায় নেই-আঁকড়ে আগে পরিচয় দাও কে তুমি, কোথা থেকে আস্‌ছো, কোথা যাবে, কেন যাবে, তা নয় একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দের মত বল্‌লে কিনা যুদ্ধ কর!

অর্জ্জুন। আমি আগন্তুক,
এই মাত্র পরিচয় মোর।
আসিতেছি বহুদূর হ'তে
ভেটিবারে ত্রিদিব-ঈশ্বরে।

মৃন্ময়। বন্ধু, ইনিই তিনি।

অর্জ্জুন। ছাড় পথ, বিলম্ব না সয়—

হিরণ্ময়। বেজায় বদ্‌রসিক—একটু আলাপ-আপ্যায়িতেরও ধার ধারে না!

অর্জ্জুন। কাল ব'য়ে যায়,
আপ্যায়নের নাহিক সময়।

মুক্ত কর পথ—
নহে বাহুবলে সরাইয়া বাধা
প্রবেশিব ত্রিদিব-তোরণে।

সসৈন্য শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চব। আক্রমণ কর সৈন্যগণ,
একযোগে তোমরা সকলে!
দুঃসাহসী আগন্তুক—একেশ্বর যুঝিতে বাসনা
অগণন দেবসেনা সনে,
পরিণাম যার মৃত্যু আলিঙ্গন!
বীরগণ, দিব্য অস্ত্রাঘাতে—
জর্জ্জরিত কর ততক্ষণ
যতক্ষণ নাহি হয় ভস্মে পরিণত
মোর দৃষ্টি বলে।

[হিরণ্ময় মৃন্ময় ও কুবলয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, শনৈশ্চর একান্তে দাঁড়াইয়া বক্রদৃষ্টিতে অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া রহিল। অনন্তর যুদ্ধ করিতে করিতে হিরণ্ময়, মৃন্ময় ও কুবলয় সহ অর্জ্জুনের প্রস্থান। পরক্ষণেই অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-সানুদেশস্থিত বিরাট বনস্পতি জ্বলিয়া উঠিল।]

শনৈশ্চর। কি আশ্চর্য্য! দৃষ্টিতে আমার
জ্বলিয়া উঠিল ওই বনস্পতি,

কিন্তু আততায়ী রহিল অক্ষত !
বুঝিয়াছি, অতি দৃঢ় বর্ম্মে আবরিত
দেহ তার—তাই হেন ফল বিপরীত,
ভাল, তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি দিয়া এইবার
অচিরে করিব তারে ভস্মে পরিণত।

[স্ব স্ব উষ্ণীষ-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কম্পিত কলেবরে হিরণ্ময় মৃন্ময় ও কুবলয়ের প্রবেশ, তাহাদের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল—তাঁহারা কাঁপিতে লাগিল।]

শনৈশ্চর। কি হ'লো তোমাদের? অমন কাঁপ্‌ছো কেন?

হিরণ্ময়। উহু-হু, বড় জ্বর—

মৃন্ময়। হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরেছে!

হিরণ্ময়। মর্ত্ত্যের মানুষ স্বর্গটাকেও জ্বালালে এই জ্বরের বীজ ছেড়ে দিয়ে। ওরে বাবা রে, উহু-হু—

কুবলয়। ওরে বাবা রে, গেল—গেল—গেল! [বসিয়া পড়িল।]

শনৈশ্চর। তোমার আবার কি হ'লো?

কুবলয়। ওরে বাবা রে, আমারও যে—

শনৈশ্চর। কি?

কুবলয়। বাতব্যাধি! ওরে বাবা রে, হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' ক'রে দিলে রে!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। বল এইবার—
প্রবেশের পথ দিবে কি না দিবে?

শনৈশ্চর। দুরাশা—নিতান্ত দুরাশা তব!
থাক যদি স্থির হ'য়ে মুহূর্ত্তের তরে,
নশ্বর সুন্দর দেহ ওই
ভস্মে হবে পরিণত দৃষ্টিতে আমার।
থাক—থাক স্থির হ'য়ে।

অর্জ্জুন। দাম্ভিক দেবতা, গগনস্পর্শী দম্ভ তব
এখনি টুটাবো এই শরে,
অন্য বাণ আর না ধরিব।

[শৈথিলী বাণ নিক্ষেপ]

শনৈশ্চর। একি! একি হ'লো!
কোথা হ'তে এলো হেন অবসাদ!
দুর্ব্বহ দেহের ভার, কাঁপে হস্তপদ থরথরি,
শ্বাসবায়ু হ'লো যেন গুরু!
অতি ক্ষীণ বক্ষের স্পন্দন,
চলিতে চরণ টলে;
দৃষ্টিপথে অন্ধকার আসে ঘনাইয়া!
কোথা যাবে—কে দেখাবে পথ?

[স্খলিত চরণে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অর্জ্জুন তোরণ প্রবেশের উদ্যোগ করিলে দ্রুতপদে কার্ত্তিকেয় আসিয়া উপস্থিত হইল

কার্ত্তিকেয়। সাবধান অবোধ মানব!
কেন আগুয়ান মরণ বরণে?

মনে রেখো,
মৃত্যুঞ্জয় নহ তুমি—মরণ অধীন,
কার্ত্তিকেয় সনে রণে
সুনিশ্চয় মরণে বরিতে হবে।

অর্জ্জুন। মৃত্যুঞ্জয়-জয়ী আমি,
মৃত্যুভয় কি দেখাও মোরে
দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ?
ফেরুপাল সম্মুখে রাখিয়া
ভাল দেখাইলে রণনীতি !
কালী দিলে দেবতা-সমাজে !
নিজ বলে প্রবেশিব ত্রিদিব-তোরণে,
সাধ্য থাকে, রোধ মোর গতি !

[অর্জ্জুন কার্ত্তিকেয়কে আক্রমণ করিল—উভয়ের যুদ্ধ হইল প্রবল হইতে প্রবলতর—কার্ত্তিকেয় বিশ্বধ্বংসী ঐষিক বাণ নিক্ষেপের উদ্যোগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া বাধা দিলেন।]

ইন্দ্র। হে বীরেন্দ্র,
মহা-অস্ত্র কর সম্বরণ !
ওই বাণে নাহি মৃত্যু গাণ্ডীবীর,
অকারণ অকল্যাণ হবে দেবতার।
পরাজিত—পলায়িত যবে

দেব-অনীকিনী,
একেশ্বর যুঝিয়া কি ফল ?
পার্থ মহাবীর—
অধিকারী বিজয়-গৌরবে।
বীরত্ব পরীক্ষা হেতু তার—
আজি এই রণ-আয়োজন।
প্রীত আমি বীরত্বে তাহার।
দেবতা-বিজয়ী বীরে দানিতে সম্মান,
আপনি এসেছি আমি
ইন্দ্রপুরে ল'য়ে যেতে তারে।
এসো—এসো কুন্তীর নন্দন,
দেবেন্দ্রের স্নেহের দুলাল,
দেবপুরে তুমি নবীন অতিথি।

[অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কার্ত্তিকেয়। এও দেবতার অপমান !
মরণের দাস ঘৃণিত মানবে
এইভাবে সম্মানিত করি
দেব-হৃদে দিল যে আঘাত
দেবেন্দ্র বাসব,
কভু না সহিবে তাহা দেবতামণ্ডলী।
প্রতিকার আশু প্রয়োজন ;
আহ্বানিয়া দেবতামণ্ডলী
সুযুক্তি করিতে হবে।

হিরণ্ময়। তাই একটা কিছু করুন সেনাপতি মশায়, জ্বরের ধমকে প্রাণ গেল। এই কি যুদ্ধের রীতি? মর্ত্ত্য থেকে জ্বরের বীজ এনে এখানে ছড়িয়ে দিলে—আমাদের দফা রফা কর্‌লে!

কুবলয়। শুধু জ্বর নয় সেনাপতি মশায়,—বাতব্যাধির বীজ ছেড়ে একেবারে হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' ক'রে দিয়েছে!

যষ্টিতে ভর দিয়া জরাগ্রস্ত শনৈশ্চরের প্রবেশ

কার্ত্তিকেয়। কে? শনৈশ্চর নয়?

শনৈশ্চর। চিন্‌তে পেরেছেন সেনাপতি মশায়, এখনো চেনা যায়? দফা সেরেছে সেনাপতি মশায়, একেবারে দফা সেরেছে! যৌবনে জরাগ্রস্ত ক'রে ছেড়েছে! প্রতিবিধান করুন সেনাপতি মশায়, এর একটা প্রতিবিধান করুন।

কার্ত্তিকেয়। চিন্তিত না হও সবে।
অচিরায় আহ্বানিয়া দেবতামণ্ডলী
করিব মন্ত্রণা
অপমান প্রতিবিধিৎসিতে।
এসো সাথে—

[অগ্রে কার্ত্তিকেয় তৎপশ্চাৎ যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শনৈশ্চর হিরণ্ময়, কুবলয় ও মৃন্ময়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

গাহিতে গাহিতে ঢ্যাঁর্‌রাদারগণের প্রবেশ

ঢ্যাঁর্‌বাদারগণ।—

গীত

ডাাং ড্যাং ডাাং ড্যাং!
দেবতা কর্‌বে ধর্ম্মঘট দেবরাজ হবে কুয়োর ব্যাঙ॥
সইবে না মানুষের বড়াই,
দেবসেনা কর্‌বে না লড়াই,
হবে দল ছাড়া যে তারই বিপদ ভেঙ্গে দেবে আস্ত ঠ্যাং।
যাবে না কেউ নিজের কাজে,
থাক্‌বে সবাই আপন ঝাঁজে,
দপ্তরের কাজ চল্‌বে শুধু, নিয়ে চুনো ট্যাং।
চিত্রগুপ্তের দপ্তর বন্ধ, নরকেতে চাবি,
জল না খেয়ে কর্ত্তারা সব খাবেন শুধু খাবি,
রান্নাবাটীর বন্ধ চুলী—পেটের জ্বালায় হায় হায় হায়
কর্‌বে হ্যাং হ্যাং হ্যাং হ্যাং॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

যমালয়—মন্ত্রণাকক্ষ

যম, বরুণ, পবন কার্ত্তিকেয় জরাগ্রস্ত শনৈশ্চর ও দেবগণ সমাসীন

কার্ত্তিকেয়। বলুন ধর্ম্মরাজ, আমার প্রস্তাবটা সমীচীন কি না?

যম। হীন মর্ত্ত্যের মানবকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়ে দেবতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা একেবারেই সঙ্গত হয় নি।

বরুণ। নত হ'লো দেবতার চির উচ্চশির
অতি হীন মানব সকাশে,
অপমান এ হ'তে অধিক
আর কিবা আছে কল্পনায়?
মানব-বিজিত আজি দেবতাসমাজ,
এই অপবাদ
যবে ঘোষিবে ভুবনময়
কে মানিবে দেবতা বলিয়া?
কে করিবে দেবতার পূজা?
মানব-অধম হ'য়ে দেবতা সকল
লুকায়ে রহিবে মুখ
কূপের মণ্ডুক সম।
এ হ'তে মরণ ভাল
মৃত্যুঞ্জিৎ দেবতার।

পবন। সত্য—অতি সত্য বাণী!
অপমান-কলঙ্কপসরা
নীরবে বহিয়া শিরে
চাহ কি থাকিতে দেবগণ
এই সুরপুরে?
নাহি যদি শক্তি দেবতার
লোক হ'তে উপাড়িয়া এই সুরপুরী
ইন্দ্র সহ সে ঘৃণ্য মানবে
নিক্ষেপিতে অতল সাগর জলে,
তবে সর্ব্বজয়ী দৈবশক্তি বলি
কেন বৃথা গর্ব্ব কর?
গললগ্নীকৃতবাসে মানব সকাশে
মাগিয়া মার্জ্জনা, একে একে
চ'লে যাও সুরলোক ত্যজি।
ভ্রম গিয়া কান্তারে প্রান্তরে
ভিক্ষাজীবী যাযাবর সম।

শনৈশ্চর। সুরলোক বাসের অযোগ্য হায়
এবে ধর্ম্মরাজ!
নরলোক হ'তে দুর্ব্বৃত্ত মানব
আনিয়াছে মুঠো মুঠো রোগের বীজাণু,
ছড়ায়ে দিয়াছে সব এই সুরলোকে!
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার আমি
আর দেবসেনাদল!

কারো কম্পজ্বর, কারো বাতব্যাধি,
সবার উপরে আমি
যৌবনেতে জরাগ্রস্ত !
নাহি শক্তি প্রতিবিধিৎসিতে !
তবু মন থেকে থেকে
রোষে ক্ষোভে উঠে গুমরিয়া।
কিন্তু হায়, অসহায় অকর্ম্মণ্য আমি !
কর্ত্তব্য যা কিছু—
দেবগণ করুন সকলে।

কার্ত্তিকেয়। অন্যায়ের প্রতিকার হেতু
আছে পন্থা এক—নাহিক দ্বিতীয়।
সর্ব্বক্ষেত্রে অসহযোগ মূল মন্ত্র ধরি
হও যদি অগ্রসর হে অমরকুল,
প্রতিকার হবে সুনিশ্চয়।
পরিহরি নিজ করণীয়
রহ স্থির স্থাণুর মতন,
টলিবে আসন অচিরায়
পক্ষপাতী বাসবের।

দেবগণ। ঠিক—ঠিক! আমরা ধর্ম্মঘট করবো—আমরা ধর্ম্মঘট করবো।

যম। তাই কর—তাই কর দেবগণ,
অপমান প্রতিবিধিৎসিতে
ধর্ম্মঘট বিনা নাহি পন্থা আর।

অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ধর্ম্মঘট—ধর্ম্মঘট বলি,
উতরোলি কেন ধর্ম্মরাজ ?
ঘটেছে কি অঘটন কিছু—
যে কারণ দেবগণ
সু-উচ্চ মিলিত কণ্ঠে
ধর্ম্মঘট—ধর্ম্মঘট বলি
হাঁকে অবিরাম ?
কহ দেবগণ,
করেছে কি অপরাধ দেবেন্দ্র বাসব ?
অত্যাচার উৎপীড়ন কিম্বা অপমান
কথায় অথবা কার্য্যে
করেছে কি দেবরাজ
আশ্রিত বান্ধব কোন দেবতাব প্রতি ?
কহ ধর্ম্মরাজ, কহ জলাধিপ,
কহ তুমি দেব প্রভঞ্জন,
কিসে অপরাধী আমি
আজি তোমাদের পাশে ?
মুক্তকণ্ঠে কহ প্রকাশিয়া
বাসবের ক্রটী অপরাধ,
প্রতিকার করিব অচিরে।
বল ধর্ম্মরাজ—

অভিশাপ

যম। জানালো বারতা আজি
দেবসেনাপতি—দেবসভামাঝে
ঘৃণ্য মানব হইতে
হতমান আজি দেবগণ।
সেই দুর্বৃত্ত মানবে
নাহি দিয়া শাস্তি সমুচিত
দেবরাজ দিলেন প্রশ্রয়।
এ কি রাজধর্ম্ম—
ন্যায়ধর্ম্ম-নীতি দেবরাজ ?
এতখানি অবিচার,
অন্যায়ের এতেক প্রশ্রয়
কেমনে সহিবে দেবগণ ?
তাই প্রতিবিধিৎসিতে
ধর্ম্মঘট আয়োজন।

পবন। তাতে যদি হয় নির্ব্বাসন
সৌভাগ্য মানিয়া লব।
অপমান পাদুকা বহিয়া
স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে নারিব।

কার্ত্তিকেয়। দেবতার সৈন্যাপত্য-পদ
প্রার্থী যদি থাকে কেহ,
যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব
করুন প্রদান তারে।
অনুসরি পিতার পদাঙ্ক,

ধরিব যোগীর বেশ,
শ্মশানে মশানে
ভ্রমি ভূতপ্রেত সনে
মহানন্দে যাপিব জীবন;
তথাপি—তথাপি দেবরাজ,
বহি শিরে অপমান-কলঙ্কপসরা
রবো না ত্রিদিবে কভু!

শনৈশ্চর। স্বর্গ মর্ত্ত্য হ'লো একাকার!
মর্ত্ত্য হ'তে অমরের পুরে
ছড়ায়ে পড়িল যবে রোগের বীজাণু,
অমরের মরণ এবার সুনিশ্চয়!
যমালয়ে হবে স্থানাভাব,
যমালয় শাখা—
স্থাপিতে হইবে মর্ত্ত্যধামে।
অকালবার্দ্ধক্য মোরে
করিয়াছে গ্রাস!
অকর্ম্মণ্য আমি,
কার্য্যভার বহনে অক্ষম;
মাগি অবসর তাই দেবেন্দ্রের পাশে।

ইন্দ্র। জানি সব—বুঝি সব।
শক্তিমান্ মানব অতিথি
দেবতারে জিনিয়াছে রণে,
বীরদর্পে প্রবেশিল পুরী,

তাই বীরযোগ্য দিয়াছি মর্য্যাদা—
বিচার অপক্ষপাত !
দানবের অত্যাচারে
জর্জ্জরিত দেবতা সকল
বহুবার মানিয়া লয়েছে
সব দুঃখ সব দৈন্য
সব অপমান ;
দুর্ভাগ্য বলিয়া দেবতার
আজি কি কারণ
হেন বিপরীত রীতি ?

যম তুলনা দানব সনে
মর্ত্তবাসী হীন মানবের
অসঙ্গত—অবিচার !

পবন। বিশেষতঃ যে মানব
অলৌকিক যাদুবলে জিনিল সমর !

ইন্দ্র। নহেক নগণ্য নর এ বীর যুবক।
পাণ্ডুকুল-স্নুষা কুন্তীদেবী
গর্ভে ধরি এ বীর যুবকে
বীর মাতা বলি
বরেণ্যা ধন্যা আজি এ তিন ভুবনে।
ধরে নাম গাণ্ডীবী অর্জ্জুন,—
বাসুদেব-সখা।
বল প্রভঞ্জন, বল তুমি মৃত্যুপতি,

করেছি কি অবিচার
দিয়া যোগ্য বীরে সুযোগ্য সম্মান ?

পবন। [স্বগত] কুন্তীসুত নবীন অতিথি !

যম। [স্বগত] প্রিয়তমা-গর্ভজাত এ বীর যুবক !

ইন্দ্র। বল প্রভঞ্জন, বল মৃত্যুপতি,
কি হেতু নীরব দোঁহে ?

পবন। ন্যায়বান্ দেবেন্দ্র বাসব
ভুল বুঝিয়াছি আমি,
স্নেহাস্পদ গাণ্ডীবি অর্জ্জুন
বাড়ায়েছে গৌরব মোদের
জিনিয়া অমরকুল !
এসো বৎস বীরেন্দ্র অর্জ্জুন,
করি আশীর্ব্বাদ—
চিরজয়ী হও তুমি জীবন-সংগ্রামে।

[অর্জ্জুনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

পবন। আমার আশিসে
পাবে তুমি সদাগতি বেগ
সকল সংগ্রামে
আক্রমিতে দুর্ম্মদ অরাতি !

[অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

শনৈশ্চর। "বড়'র পীরিতি বালির বাঁধ"—বুঝেছেন দেবসেনাপতি, বড়'র দল তো গা সোঁকা-সুঁকি ক'রে স'রে দাঁড়ালেন, এখন আপনাদের ধর্ম্মঘটের ঘটটী গেল ফুটো হ'য়ে, বাকী রইলো ধর্ম্মটুকু। এখন

ঐটাকে আঁকড়ে ধ'রে যে যার ঘরে ফিরে যান। আম মিশে গেল দুধের সঙ্গে, আমরা আঁটী খোসার দলে পড়্‌লুম গিয়ে আবর্জ্জনাব গাদায়, উপরি লাভ হ'লো এই অকালবার্দ্ধক্য।

জ্বরাসুরের প্রবেশ

জ্বরাসুর। ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না দেবতা, আবর্জ্জনার গাদায় যারা চির-দিন আছে, তারাই থাক্‌বে; তোমরা যে উচ্চস্তরের লোক, তোমরা থাক্‌বে কেন? কর্ম্মস্রোত তোমায় জরাগ্রস্ত করেছে আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে—আমি আর নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে থাক্‌বো না—তোমায় জ্বর-মুক্ত ক'রে আবর্জ্জনার জীব আমি আবর্জ্জনার গাদায় চ'লে যাবো।

ইন্দ্র। কে তুমি বৃদ্ধ?

অর্জ্জুন। ওর পরিচয় আমি দিচ্ছি সুরপতি! ইনি জ্বরাসুর—অসুরকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ইনি স্থান পান নি অসুর-সমাজে, দেবতার অনুগ্রহ তো দূরের কথা! এই ভাগ্যহীন হরিজনের একটা উপায় করুন দেবরাজ!

ইন্দ্র। মর্ত্ত্যের মহামানবের অনুরোধ আমি উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। হতভাগ্য অসুর, তুমি যখন দেবতার শরণাপন্ন হয়েছ, হীন অসুর হ'লেও তুমি স্থান পাবে দেবতার পর্য্যায়ে। তুমি মর্ত্ত্যধামে যাও, মর্ত্ত্যবাসী তোমায় দেবতার আসনে বসিয়ে তোমার পূজা কর্‌বে—তুমি হবে মর্ত্ত্যবাসীর অন্যতম উপাস্য দেবতা জ্বরাসুর!

জ্বরাসুর। মহাপ্রাণ দেবরাজের চরণে কোটী কোটী নমস্কার!

সকলে। জয় সুরপতি বাসবের জয়! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাতালপুরী—কলম্বাসুরের প্রাসাদ

কলম্বাসুর ও দারুক সোমরস পান করিতেছিল ;
নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

ফিরে যা মলয় হাওয়া, কেন দুলিয়ে দিলি ফুলদল।
কলিকার ঘুম টোটালি, তারে কর্‌লি যে বিহ্বল॥
বোঝে না কি ভালবাসা, বাঁধে নি প্রেম মনে বাসা,
সাদা প্রাণে রঙ ফলালি, তারে কর্‌লি রে চঞ্চল॥
আকাশে হাস্‌ছে তারা, ভোমরা বঁধু দিশেহারা।
মধুলোভে পাগলপারা, হারিয়েছে সে মনের বল॥

কলম্বাসুর। তোমরা এখন যাও, আমরা এখন আলোচনা কর্‌বো রাজনীতি নিয়ে। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।] সুখী কে? দানব না দেবতা? ভোগী কে? দানব না দেবতা? ভাগ্যবান্ কে? দানব না দেবতা? আমি বল্‌বো দেবতা। একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে—কেন দেবতারা হ'লো আজ সর্ব্ব সুখের অধিকারী—আর দুর্ভাগ্যের সহচর দানবকুল আজ সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হ'য়ে লোক-লোচনের অন্তরালে জঘন্য পাতালপুরীতে বাস কর্‌ছে?

দারুক। আজ্ঞে, কর্ম্মফল!

· · কলম্বাসুর। কর্ম্মই কর্‌লুম না—আগে থাকৃতে তাব ফলভোগ কর্‌তে হবে?

দারুক। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন মহারাজ! কম্ম কর্‌বার আর ফুর্‌সৎ হ'লো কৈ? এই মজলিসের গণ্ডী থেকে বেরুতে পার্‌লে তবে তো কর্ম্ম? তাই তো বলি, কম্ম আর কর্‌লেন কবে? আমার মতে ও কর্ম্মের দিকে যাবেন না মহারাজ, কোন্ দিন কম্ম কর্‌তে গিয়ে বেটক্করে অপকম্ম হ'য়ে বস্‌বে, ব্যস্—ফলং মারাত্মকং! কাজ কি অত ল্যাঠায়? চোখ বুজে গণ্ডীর ভেতর ব'সে থাকুন, কর্ম্মবৃক্ষ আপনি ষাঁড়া হ'য়ে যাবে, ফল আর ফল্‌বে না।

কলম্বাসুর। কিন্তু কর্ম্ম যে আমায় কর্‌তেই হবে বন্ধু, দেবতার প্রাধান্য আমি কখনো সহ্য কর্‌বো না। তা ছাড়া—

দারুক। তা ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি মহারাজ?

কলম্বাসুর। আছে ব'লে আছে, একেবারে সশরীরে পরম উল্লাসে গজগীর হ'য়ে আছে।

দারুক। এমন মহিমান্বিতটী কে মহারাজ?

কলম্বাসুর। আমার মানস-প্রতিমা—মানসী। এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকে দেখেছি বন্ধু ঐ মানস-সরোবরে—হয় তো সেখানে যাওয়া আসা কর্‌লে আরও এক আধবার দেখা শুনো হ'তো, কিন্তু সে তো হবার নয় বন্ধু!

দারুক। কেন মহারাজ?

কলম্বাসুর। ঐ মানস-সরোবর যে দেবলোকের এলাকার মধ্যে—

দিতির প্রবেশ

দিতি। নিজের বাহুবলে দেবতার এলাকাকে দানবের এলাকায় পরিণত কর পুত্র!

কলম্বাসুর। একি, দানব-মাতা!

দিতি। হ্যাঁ আমি; মনের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তুমি তোমার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নাও পুত্র! কেন অদিতির সন্তানেরা হবে সর্ব্ব সুখের—সকল সম্পদের অধিকারী? তোমাদের পিতা যদি পক্ষপাতশূন্য হতেন, তা হ'লে এক সন্তানকে গৌরবের সু-উচ্চ শিখরে তুলে দিয়ে আর এক সন্তানকে দুর্গতির নিম্নতম স্তরে ঠেলে নামিয়ে দিতে পার্‌তেন না। সেই পক্ষপাতী পিতার কাছ থেকে আদায় কর তোমাদের ন্যায্য দাবী। লজ্জা-সঙ্কোচের বাধা পদতলে দলিত ক'রে এগিয়ে যাও পুত্র, তোমার কর্ত্তব্যের পথে; দেখ্‌বে, পরিণামে নির্জ্জিত দানবকুলই তুল্‌বে তাদের মহান্ জয়-গৌরবের রক্ত নিশান।

কলম্বাসুর। আমি কি পার্‌বো মা? আমার শক্তি কৈ মা? অমিতপ্রতাপ দেবশক্তির কাছে দানবের ক্ষুদ্র শক্তি কতক্ষণ দাঁড়াবে মা?

দিতি। শক্তি না থাকে শক্তি অর্জ্জন কর। পরিপূর্ণ সাহস, অদম্য উৎসাহ, বিশ্বজয়ী অধ্যবসায় নিয়ে শক্তির আরাধনা কর, তুমি মহাশক্তির কৃপালাভে সমর্থ হবে। শুধু তাই নয়, যে পক্ষপাতী পিতা দেবতাদের আপন ক'রে নিয়েছে, তোমাদের বিনা অপরাধে অনাথের মত দূরে নিক্ষেপ করেছে, সেই পিতার কাছ থেকে আদায় ক'রে নাও তোমাদের ন্যায্য দাবী কড়ায় গণ্ডায়। দূরে নিক্ষেপ কর

এই সব বিলাসের উপকরণ, বর্জ্জন কর বিলাস-ব্যসনের সহচর কাপুরুষ সঙ্গীদের, বিশ্বের অপরাজেয় দানবীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে ঝাঁপিয়ে পড় দিতিসুত, দুর্জ্জয় দেব-সংগ্রামে।

[বেগে প্রস্থান।

কলম্বাসুর। শুন্‌লে বন্ধু, মায়ের কথা? শক্তির উপাসনার একমাত্র উপচার সুরা আর সুরঙ্গিনী। সে সব হ'লো কিনা মায়ের চোখে আবর্জ্জনা। সব ফেলে দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন কর্‌তে হবে তোমাদেরও, যেহেতু তোমরা অকর্ম্মণ্য।

দারুক। মহারাজ কি সত্যিই আমায় বর্জ্জন কর্‌লেন? তা হ'লে আমার গতি কি হবে মহারাজ, আমি যাবো কোথায়?

কলম্বাসুর। যাবে আমার সঙ্গে। যুদ্ধ কর্‌বো ব'লে কি আমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বো? রণক্ষেত্রে কঠোর রণদামামার বজ্র-নির্ঘোষের পর বেজে উঠ্‌বে কমনীয় কামিনীর মধুর নূপুরনিক্কণ। আততায়ীর রক্তস্রোতে সাঁতার দেবো, আর আমাদের পটমণ্ডপে বইবে যে সুরার স্রোত, সেই স্রোতে সাঁতার দেবো তোমার সঙ্গে আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দারুক। তা হ'লে যুদ্ধটা কখন কর্‌বেন মহারাজ?

কলম্বাসুর। এই দুইয়ের মাঝখানে যখনি একটু ফাঁক রইবে, সেই ফাঁকে যুদ্ধ কর্‌বো আমরা পরম আনন্দে। তা হ'লে তৈরি হও বন্ধু, কাল প্রভাতেই আমরা স্বর্গ আক্রমণ কর্‌বো।

দারুক। [স্বগত] এ যে দেখ্‌ছি সত্যি সত্যিই যুদ্ধের আয়োজন! তাই তো! তা হ'লে উপায়!

কলম্বাসুর। কি ভাব্‌ছো বন্ধু?

দারুক। ভাব্‌ছি শাস্ত্রবাক্য মহারাজ! তবে তলোয়ারখানা মর্‌চে ধ'রে গেছে, সেটাকে খানিকটা শান্‌ দিয়ে আনি। [জনান্তিকে] যঃ পলায়তি সঃ জীবতি—

[প্রস্থান।

কলম্বাসুর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!
ল'য়ে এই সব
অকর্ম্মণ্য ভীরু কাপুরুষ,
জীবনের এতগুলো দিন
অবহেলে করেছি যাপন।
ভাবি নাই, বুঝি নাই,
কিসে হবে
দানবের জীবন-আকাশে
সমুদিত গৌরব-ভাস্কর!
চিরদিন শক্তিমন্ত্রে
দীক্ষিত দানব
বাসব বিজয় করি
লভিয়াছে স্বর্গের আসন;
আজি সেই মহাকুলে
লভিয়া জনম
যাপিতেছি দুর্ব্বহ জীবন
কূপের মণ্ডুপ সম
ঘৃণ্য এ পাতালপুরে
অবজ্ঞেয় ত্রিজগতের!

মোহনিদ্রা গিয়াছে টুটিয়া,
খুলিয়াছে নূতন নয়ন
শক্তিময়ী মাতার ইঙ্গিতে।
পরিহরি বিলাস-ব্যসন
আমন্ত্রণ রণাঙ্গণে করি দেবতায়
দেখাইব বীরত্ব আপন!
বুঝাইব—দেখাইব
পক্ষপাতী দানব-জনকে
পরিত্যক্ত দিতির সন্তান
কত শক্তি ধরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কশ্যপের আশ্রম

কশ্যপ একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন

কশ্যপ। ঘনঘটা ঘেরিয়াছে গগনমণ্ডল
রক্তরাগ পশ্চিম আকাশে!
নীরব নিথর স্তব্ধ প্রভঞ্জন,
অনুমানি ঝড়ের লক্ষণ!

ভায়ে ভায়ে বাধিবে সমর।
নিয়তির খেলা—
একের হইবে ক্ষয়
জয় অপরের!
আপ্রাণ করেছি চেষ্টা
স্থাপিতে সৌহার্দ্দ্য উভয়ের,
ব্যর্থকাম প্রতিবার।
দেবতা-দানবে—
না হবে মিলন কভু,
চিরশত্রু একে অপরের।

অদিতির প্রবেশ

অদিতি। তার জন্য তুমিই তো দায়ী ঋষি! আমার সন্তানদের মন কখনও হীনতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। কখনও তারা বিপথগামী হয় নি, চিরদিন তারা পরকে আপন ক'রে রেখেছে, পরের জন্য তারা সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে। আজ তাদের এক পিতার ঔরসজাত সন্তান, স্নেহের ভাই আপন না হ'য়ে পর হ'লো কেন ঋষি? তার জন্য দায়ী কেউ নয়, তুমি।

কশ্যপ। আমি?

অদিতি। হ্যাঁ, তুমি। তুমি যদি না ঐ নীচকুলোদ্ভবা কামিনীকে ঘরে আন্‌তে, তা হ'লে কি এ অনর্থের সৃষ্টি হ'তো! কালনাগিনীর বিষের নিঃশ্বাসে পরিপুষ্ট শিশু, বিষধরের মতই হ'য়ে উঠেছে। সদ্‌গুণ বল্‌তে যা কিছু—সে সমস্ত হারিয়ে ঐ নাগিনীর সন্তানেরা হয়েছে

খল, মিথ্যাবাদী, অসূয়াপরায়ণ, মদ্যপ, লম্পট। তাদের সঙ্গে আমার সন্তানের মিলন অসম্ভব।

দিতির প্রবেশ

দিতি। নিজের সন্তানকে কেউ মন্দ বলে না গো, কেউ মন্দ বলে না। আমার সন্তান লম্পট, মদ্যপ, আর তোমার সন্তান বুঝি নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার? তোমার সন্তানদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই ইন্দ্রের গুণের কথা যে ত্রিভুবনে জানে! বল দেখি রত্নগর্ভা অদিতি সুন্দরী, তোমার ঐ সুযোগ্য সন্তানের সহস্রলোচন হয়েছে কোন গুণে? দিতি-সন্তানদের মধ্যে এত বড় মহাপাপী এমন দুরাচার একজনকে খুঁজে বার কর্‌তে পার?

অদিতি। থাক্—থাক্ গুণবতী, আর তোমার গুণবান্ সন্তানদের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে কাজ নেই। তাতে হবে নির্ব্বিরোধী ঋষিপ্রধান স্বামীর মনে আঘাত দেওয়া। তুই কালনাগিনী, যখন উদ্যত ফণা নিয়ে ছুটে আসিস্, তখন সম্মুখে যাকেই পাস্ তাকেই দংশন করিস্, তা সে স্বামীই হোক্ আর পুত্রই হোক্। এতখানি নীচতা আমাদের মনে স্থান পায় না।

কশ্যপ। দিতি! অদিতি! তোমাদের কলহ কি এমনি ভাবেই চল্‌বে? তা হ'লে তোমরা কলহই কর, আমি আশ্রম ছেড়ে চ'লে যাই।

অদিতি। আমার তো অপরাধ নেই প্রভু, ক্ষুদ্র পিপীলিকা যখন পদদলিত হয়, তখনি সে প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ায়, নইলে সে তো কারও অনিষ্ট করে না।

[প্রস্থান।

দিতি। স্বামী-সোহাগিনী যে চ'লে গেল, তাকে ফেরাও। আমি ঝগড়াটে, আমি সাপিনী, আমি সব, আর ওঁর যেন কোন দোষ নেই! বেশ তো ওঁকে নিয়েই রাজত্ব কর না কেন, আমি হতভাগিনী না হয় বিদেয় হ'য়েই যাচ্ছি—

[বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

কশ্যপ। ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যহীন
তুই পত্নী যার।
হোক্ রাজা অথবা ভিখারী,
শান্তি সুখ বহু দূরে তার
জ্বালাময় সংসার মাঝারে,
শুধু স'য়ে যেতে হবে জ্বালা
রুদ্ধ বাক্—বিনা প্রতিবাদে।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।

[অবনত মস্তকে কশ্যপের পদধূলি গ্রহণ]

কশ্যপ। জয়স্তু! কহ বৎস,
কুশল বারতা এবে।
প্রীত আমি পেয়ে আজি
তব দরশন!

স্বর্গের অভিশাপ

বুঝিলাম স্নেহের নন্দন
ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য লভিয়া
ভোলে নাই পিতারে তাহার !
গর্ব্ব মানি তাই পুত্রের গৌরবে ।
কহ বৎস,
কোন প্রয়োজনে—
দীন ঋষির সকাশে
আজি আগমন তব ?
বাধিল কি আবার সংগ্রাম
ভ্রাতৃদ্রোহী কদাচারী
দানবের সনে ?

ইন্দ্র। বাধে নি এখনও,
তবে সুনিশ্চয় বাধিবে সমর ।
সুরপুরে প্রেরিয়াছে দূত—
কদাচারী কলম্ব-অসুর
দাবী করি অর্দ্ধ অংশ ত্রিদিবের
কশ্যপ সন্তান বলি আপনারে ।
ত্রিদিবের সিংহাসন
হ'তো যদি পিতৃদত্ত
সম্পত্তি আমার,
মহানন্দে অর্দ্ধ অংশ তার
দিতাম কলম্বাসুরে ।
কিন্তু স্বরগের সিংহাসন

স্বোপার্জ্জিত বিত্ত বাসবের,
সূচ্যগ্র মৃত্তিকা তাহা হ'তে
নাহি দিব দানবে কখনো।
তাহে হয় হোক্ রণ।
দানব-সংহতি রণে —
যাইবার আগে
আসিয়াছি ঋষি
করিবারে চরণ বন্দনা,
শিরে ল'য়ে আশিস্ তোমার
প্রবেশিব রণাঙ্গণে ঋষি!

কশ্যপ। অদিতি-সন্ততিগণে
করিতেছি আশীর্ব্বাদ চিরদিন।
তবু যদি হে বাসব,
চাহ আশীর্ব্বাদ নবভাবে,
করিনু আশিস্—
জয়যুক্ত হও তুমি রণে।

[কশ্যপের পদধূলি লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।

কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। আমিও আশিস্-প্রার্থী
হে মহান্ ঋষি!
আত্মজের দাবী ল'য়ে

এসেছি হেথায়,
পূর্ণ কর তপোধন,
প্রার্থীর প্রার্থনা।

কশ্যপ। তুমিও আশিস্-প্রার্থী
দানব-ঈশ্বর ?
আশিস্ বচন হ'তে
শ্রেষ্ঠতর যে সম্পদ মহান্ আহবে
তোমারে তা দিব আমি।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল—

[কশ্যপ চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে একটী
ত্রিশূল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন]

কশ্যপ। লহ এই মহাশূল দিতির সন্তান
মহাশক্তিধর !
যতক্ষণ এই শূল রহিবে সকাশে,
তিনলোকে নাহি হেন বীর
যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব
জিনিতে তোমারে ;
শুধু শক্তিহীন এই শূল
শঙ্করের মহাঅস্ত্র পাশুপত পাশে।

কলম্বাসুর। প্রণাম চরণে ঋষি !

[শূল গ্রহণান্তর প্রস্থান।

কশ্যপ। জয় নারায়ণ !

[প্রস্থান।

ফুলের সাজি লইয়া গীতকণ্ঠে আশ্রম-
বালিকাগণের প্রবেশ

আশ্রম-বালিকাগণ।—

গীত

চল্ ঢেলে দিই ভোলার মাথায় বিল্বদল আর গঙ্গাজল।
তাণ্ডবের টুটবে নেশা আস্‌বে ফিরে মনের বল॥
নেশায় হ'লো পাগল ভোলা, সার করেছে বিল্বতলা,
শ্মশানের ছাই ভূষণ হ'লো, প্রিয় হ'লো ধুত্‌রো ফল॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মানস-সরোবর-তীর

দূরে দৈত্যসেনাদল জয়োল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল ;
দ্রুতপদে কলম্বাসুর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

বজ্রবাহু। এখনই রওনা হ'তে হবে সম্রাট?

কলম্বাসুর। হ্যাঁ—এখনই। তোমার সেনাদল কি এখনও প্রস্তুত হ'তে পারে নি বজ্রবাহু?

বজ্রবাহু। আমার সেনাদল প্রস্তুত সম্রাট!

কলম্বাসুর। তবে এ কথার অর্থ কি বজ্রবাহু?

বজ্রবাহু। বাচালতা মাপ কর্‌বেন সম্রাট! সম্রাটের আচরণে আমি একটু সন্দিহান হয়েছিলুম।

কলম্বাসুর। কিসের সন্দেহ সেনাপতি?

বজ্রবাহু। আমার সন্দেহ হয়েছিল, ত্রিদিব আক্রমণের জন্য সেনাদল প্রস্তুত জেনেও এমন অসময়ে সম্রাট বেরুলেন বায়ু সেবন কর্‌তে মানস-সরোবর-তীরে, এইটুকুই সন্দেহের কারণ সম্রাট!

কলম্বাসুর। অন্যায় কর নি। দায়িত্বজ্ঞান যার আছে, তার মনে এরূপ সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। শোন সেনাপতি, বায়ু সেবনকে উপলক্ষ্য ক'রে আমি এসেছিলুম এখানে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

বজ্রবাহু। উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হয় নি সম্রাট?

কলম্বাসুর। না।

দারুকের প্রবেশ

দারুক। উদ্দেশ্য পূরণের পথটা সুগম হ'য়ে এসেছে মহারাজ! আমি এইমাত্র তাকে দেখেছি। এখন কৌশল ক'রে জাল ফেল্‌তে পার্‌লেই চিড়িয়া ধরা পড়্‌বে।

কলম্বাসুর। কার কথা বল্‌ছো তুমি?

দারুক। আপনার মানস-প্রতিমা সেই মানসী-ঠাকরুণের কথা, আবার কার কথা বল্‌বো!

বজ্রবাহু। সম্রাট! একটা বিরাট সেনাদল আমার আদেশের প্রতীক্ষায় ব'সে আছে, আমি আর কালবিলম্ব কর্‌তে পার্‌ছি না।

কলম্বাসুর। আচ্ছা, তুমি যেতে পার—কিন্তু মনে রেখো, আজ নিশাযোগেই আমরা আক্রমণ কর্‌বো।

বজ্রবাহু। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। [স্বগত] এই উচ্ছৃঙ্খল আদেশ-পরিচালিত হ'য়ে আমায় দানবসেনাদলের সৈনাপত্য করতে হবে—ধিক আমাকে!

[দ্রুত প্রস্থান।

দারুক। সেনাপতি মশায়ের মুখ চোখ দেখে মনে হ'লো, তিনি যেন খুব চ'টেছেন—

কলম্বাসুর। তাতে তোমার কি?

দারুক। আজ্ঞে, তা একটু আছে বৈকি। বদ্‌রসিক গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক তলোয়ারের একটা খোঁচা দিতে কতক্ষণ!

কলম্বাসুর। সে ভয় তোমার নেই—এখন যা বল্‌ছিলে, তাই বল, আমার সময় বড় অল্প।

দারুক। তা হ'লে আর ব'লে কি হবে, অল্প সময়ের তো কাজ নয় মহারাজ!

কলম্বাসুর। তাকে তুমি দেখেছ?

দারুক। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কলম্বাসুর। কোথায় তাকে তুমি দেখেছ?

দারুক। আজ্ঞে, এই মানস-সরোবর-তীরে—

কলম্বাসুর। আমায় দেখাতে পারো?

দারুক। আজ্ঞে, যদি দেখা দেন, তবেই—

কলম্বাসুর। এই যে বল্‌লে সে ঐখানে আছে?

দারুক। আজ্ঞে, ছিলেন বটে—তবে মহারাজের সেনাসন্নিবেশের ঘটা দেখে যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন।

কলম্বাসুর। আচ্ছা, চল দেখি—

দারুক। তা হ'লে যুদ্ধটা কি এখন স্থগিত থাক্‌বে মহারাজ?

কলম্বাসুর। না।

দারুক। তবে কি যুদ্ধ আর প্রেম একসঙ্গে?

কলম্বাসুর। চল্‌ মূর্খ, সেটা কার্য্যক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাবে।

দারুক। আজ্ঞে, একটা দেখ্‌বো—অন্যটা আমার ধাতে সইবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মানসীর প্রবেশ

মানসী।—

গীত

স্বপন দেশে বাঁধ্‌বো মো'রা ঘর, এখানে নয়—এখানে নয়।
সেখানে নতুন ক'রে তোমায় আমায় হবে পরিচয়॥
নতুন ক'রে বাঁধ্‌বো বীণাখানি,
নতুন ক'রে গাঁথ্‌বো মালা বনের কুসুম আনি,
হবে নতুন চোখে দেখাদেখি নতুন ক'রে প্রাণ বিনিময়॥

[মানসীর গান আরম্ভ হইবার একটু পরেই কলম্বাসুর ও দারুক আসিয়া একটু দূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল এবং মনোনিবেশ সহকারে গান শুনিতে লাগিল।]

কলম্বাসুর। শুন্‌ছিস কি মূর্খ?

দারুক। আজ্ঞে গান।

কলম্বাসুর। গানটা কাকে লক্ষ্য ক'রে গাইছে বল দেখি?

দারুক। তার প্রেমাস্পদকে।

কলম্বাসুর। অর্থাৎ আমাকে, বুঝ্‌লি?

মানসী। নিষ্ঠুর ধরা দিয়েও কি ধরা দেবে না?

[মানসী গমনোদ্যোগ করিলে কলম্বাসুর তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।]

মানসী। কে আপনি? পথ ছাড়ুন—

দারুক। তুমি যে ওঁকে পথে বসিয়েছ সুন্দরী, এখন উনি পথ ছাড়েন কি ক'রে?

কলম্বাসুর। ঠিক্‌ই তো! [জনান্তিকে পারিষদের প্রতি] বেড়ে বলেছিস্ কিন্তু—

মানসী। তা হয় না, আমি যে বাক্‌দত্তা।

দারুক। বাক্‌রোধ কর্‌বার ব্যবস্থা করুন মহারাজ, নইলে বাক্‌দত্তা-লাভ বড় কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে।

মানসী। পথ ছাড়ুন—

কলম্বাসুর। যদি না ছাড়ি?

মানসী। যদি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে জয় ক'রে আমার পাণিপ্রার্থী হ'তে পারেন, তবেই আমায় পাবেন; নইলে কল্পনার আকাশ-কুসুমের পেছনে ছুটবেন না।

কলম্বাসুর। উত্তম, তাই হবে। স্বর্গজয়ের সঙ্কল্প নিয়ে আমার সেনাদল তোরণদ্বারে শুধু আমার আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌ছে। তা হ'লে বিদায় সুন্দরী, যুদ্ধান্তে আবার দেখা হবে। এসো বন্ধু—

দারুক। আজ্ঞে কোন্ দিকে যাবো? সম্মুখে, না পেছন দিকে?

কলম্বাসুর। সম্মুখে—আমার সঙ্গে—

দারুক। উপস্থিত আপনার কথা রেখে খানিক দূর না হয় যাবো, তারপর পেছু হাঁটতে সুরু করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

মানসী। ইনিই কি দৈত্যসম্রাট কলম্বাসুর? চলেছেন ত্রিদিব-বিজয়ে! তাই তো, তা হ'লে কি হবে! মা সতীরাণী, দেখিস্ মা, মুখ রাখিস্—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিব-তোরণ

জয়ন্ত ও দেবসৈন্যগণ

জয়ন্ত। সাবধানে রক্ষা কর নগর-তোরণ,
যেন নাহি রয় মক্ষিকার
প্রবেশের পথ।
তোমাদের এতটুকু ত্রুটী
ক্ষুণ্ণ যেন নাহি করে দেবের মর্য্যাদা।
বলদর্পী দানবের দল
আসে ধেয়ে বিপুল বিক্রমে,
সম্মুখ সংগ্রামে

সেই আততায়ীগণে
দলিয়া—মথিয়া—
নিশ্চিহ্ন করিতে হবে!
এ তিন ভুবনে কেহ যেন
কভু না শুনিতে পায় দানবের নাম।
নাম, যশঃ, মান আর মর্য্যাদা দেবের,
জেনো আজি তোমাদের হাতে।
দেবতামণ্ডলী
দানব-বিজয়ী চিরদিন!
বন্ধুগণ,
সেই মহান গৌরবে
ক'রো না—ক'রো না যেন কলঙ্ক লেপন!

দেবসৈন্যগণ। জয় দেবরাজ বাসবের জয়!

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। স্তব্ধ কর শুষ্ক জয়ধ্বনি!
অরাতি-নিধন আগে জয়ধ্বনি
অর্থহীন উন্মাদের বাণী!
বিপুল বিক্রমে
দৈত্যকুল দলিয়া মথিয়া
উড়াইবে যবে
দেবতার বিজয়-কেতন,
তখনি হইবে

অধিকারী জয়ধ্বনি করিবার,
তার আগে নয়।
শোন কুমার জয়ন্ত,
তুমি আর দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়
দুইজনে সাবধানে
আপন বাহিনী সহ
রক্ষা কর পশ্চিম-তোরণ।
দক্ষিণে রহিবে মৃত্যুপতি,
উত্তরে পার্ব্বত্য পথে
সদাগতি দেব প্রভঞ্জন,
পূর্ব্ব দ্বারে রবো আমি।
শোন পুত্র, কহি আরবার—
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ করিয়া রচনা
সাবধানে রক্ষা কর পশ্চিম-তোরণ।
জয়-পরাজয়
জেনো পুত্র তোমাদেরি হাতে।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। শুনিলে তো বন্ধুগণ পিতার আদেশ!
অবিলম্বে অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ
রচনা করিতে হবে।
দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়
রবে বামভাগে,
দক্ষিণে রহিব মোরা।

যাও সৈন্যগণ, বিলম্ব না কর ;
রচি ব্যূহ
রহ প্রতীক্ষায় অরাতির।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

মানসীর প্রবেশ

জয়ন্ত। কে? মানসী—তুমি? এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তুমি এখানে কেন এলে মানসী?

মানসী। সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত যেমন তোমারও, আমারও জীবনে এসেছে তেমনি সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত। তুমি যাচ্ছো দেবতার মান, দেবতার মর্য্যাদা, দেবতার সিংহাসন বজায় রাখ্‌তে প্রবল প্রতিপক্ষ দুর্ব্বার দানবের বিদ্বেষের কালানল থেকে, আর আমি ছুটে এসেছি—সেই অত্যাচারী লালসার দাস দুরন্ত দানবের নিষ্ঠুর কবল থেকে রক্ষা কর্‌তে নিজের মান, নিজের ধর্ম্ম, নিজের নারীত্ব। আমার প্রয়োজনটা কি উপেক্ষার বস্তু মনে কর জয়ন্ত?

জয়ন্ত। উপেক্ষার বস্তু না হ'তে পারে, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য যে আরও গুরুতর মানসী! স্বাধীনতা-সংগ্রামে আজ যে আমি সমষ্টির পক্ষ থেকে একজন নেতা, দেহ মন উৎসর্গ করেছি দেবতার সেই অমূল্যনিধি রক্ষার জন্য। ছুটেছি একটা বিরাট ঘূর্ণীবায়ুর মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে নিষ্ঠুর অসূয়াপরায়ণ দানব-বাহিনীর উপর—সমস্ত বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত ক'রে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে। নারীর কাকুতি, নারীর প্রেম নিবেদন শোন্‌বার তো এখন অবসর নেই মানসী!

মানসী। নারীর কাকুতি, নারীর প্রেম নিবেদন কি এতই অবজ্ঞার? নারী কি এতই হেয় জয়ন্ত? নারীর মর্য্যাদা, নারীর ধর্ম্ম, নারীর নারীত্বের কি কোন মূল্য নেই? বাক্‌দত্তা রমণী আর বিবাহিতা নারী কি তোমার মতে পৃথক রাজকুমার? বিপন্না পত্নীর ধর্ম্ম, মর্য্যাদা, নারীত্ব রক্ষা কি স্বামীর কর্ত্তব্যের বাইরে দেবসেনানায়ক? বাক্‌দত্তা কি তোমার বিচারে ধর্ম্মপত্নী নয় বাসবতনয়? আজ যদি তোমার মাতার কি ভগ্নির ধর্ম্ম, মর্য্যাদা, সতীত্ব দুর্দ্ধর্ষ দানবের হাতে বিপন্ন হ'তো—

জয়ন্ত। রসনা সংযত কর প্রগল্‌ভা কামিনী!
ত্রিদিব-ঈশ্বরী মহীয়সী
দেবেন্দ্র মহিষী—
তুলনার বস্তু নয়
পথের কুক্কুরী সনে!
অতি হীন অপ্সরার কুলে
লভিয়া জনম,—
তুল্য মান—সমান পর্য্যায়
দাবী কর তুমি কূপের মণ্ডুকী?
উচ্চ আশা নৃত্য করিবারে
বিষধর অজগর শিরে!
ত্রিদিবের বারবিলাসিনী
গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
স্পর্দ্ধা তার পত্নীত্বের দাবী—
বাসব-নন্দন পাশে!

মানসী। এত শঠ—এতই কপট তুমি
বাসব-নন্দন ?
প্রবঞ্চক ! এই যদি ছিল মনে,
কেন তবে
রূপ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কামনার দাস,
প্রেম ভিক্ষা ক'রে ছিলে মোর ঠাঁই ?
অবলা সরলা পেয়ে ছলায় ভুলায়ে
হরণ করিয়া মোর নারীত্ব-সম্ভ্রম
সর্ব্বহারা কেন করিলে আমায় ?
পিতার সুযোগ্য পুত্র বটে !
সহস্রলোচন যিনি গুরুপত্নীহারি,
তার পুত্র হবে লম্পট অধম—
চিরন্তন সত্যবাণী ইহা।

জয়ন্ত। সাবধান স্বৈরিণী কামিনী,
হেন হীন বাণী—বারেকের তরে
হয় যদি উচ্চারিত পাপমুখ হ'তে,
ক্ষমিব না রমণী বলিয়া।
সুতীক্ষ্ণ শায়কে এই ঘৃণিত রসনা
খণ্ড খণ্ড করি—
খাওয়াইব শৃগাল কুক্কুরে,
বাক্‌শক্তি চিরতরে করিব বিলোপ !

মানসী। জানি,—জানি ভাল মতে বাসবনন্দন,
নারী-নির্য্যাতনে শক্তিধর তুমি

দুর্ব্বল শিশুর মত আশ্রিত রক্ষণে।
শোন শঠ! শোন প্রবঞ্চক!
মিথ্যাভাষে—মিথ্যা প্ররোচনে
যে সর্ব্বনাশ করেছ আমার,
ফল তার অবশ্য ভুঞ্জিবে
মোর অভিশাপে।
যে মহান্ দম্ভভরে
আজি তুমি রণে আগুয়ান
উড়াইতে দেবতার বিজয়-কেতন,
সে দম্ভ টুটিবে তব;
হতমান হইবে দেবতা
দানবের রণে।
যে ব্যথা হৃদয়ে ল'য়ে
লাঞ্ছিতা কামিনী হ'য়ে সর্ব্বহারা
চ'লে যায় নিয়তি-চালিত পথে,
ঠিক ততখানি ব্যথা ভুঞ্জিবে যখন
তোমা সনে দেবকুল
দানবের অত্যাচারে হ'য়ে জর জর—
ল'য়ে শিরে পরাজয় কলঙ্কপসরা;
সেই ক্ষণে হইবে স্মরণ
এই গন্ধর্ব্ববালায়।
বুঝিবে তখন ভাল মতে
যে রমণী কোমলহৃদয়া

প্রেম পাগলিনী,
পুরুষের নির্য্যাতনে
সে কামিনী দলিতা ফণিনী—
ঢালে বিষ সুতীব্র দংশনে।

[বেগে প্রস্থান।

জয়ন্ত। মানসী—মানসী! না, ছুটে চ'লে গেল! তবে কি ভুল করেছি? না—না, কখনই নয়।

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

তোমার মিছে পাতা ফাঁদ!
বামন হ'য়ে হাত বাড়ানো ধর্‌তে যে গো চাঁদ॥
ক্ষণিকের সে রূপের নেশা,
নিত্যি জাগায় নতুন আশা,
যেমন তেলে জলে মেলামেশা তার ভালবাসার এমনি ছাঁদ॥
মুখের কথা বড় মিষ্টি,
বুঝি বিধির নতুন সৃষ্টি,
মোহমদির যোগের দৃষ্টি নারী ধরা ফাঁদ॥

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। না, আমি ঠিক করেছি। কর্ত্তব্যের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে রমণীর প্রেম-নিবেদন শোন্‌বার অবকাশ বাসব-নন্দন জয়ন্তের নেই। দেবতার গৌরব-পতাকা আজ যদি এতটুকু অমনোযোগিতায়,

এতটুকু অবহেলায় ভেঙ্গে পড়ে, তার মত তুরপনেয় কলঙ্ক আর কি হ'তে পারে? না, আমি ভুল করি নি—[নেপথ্যে রণকোলাহল] ঐ কর্ত্তব্যের আহ্বান! জয়ন্ত, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল—

[বেগে প্রস্থান।

অপরদিক দিয়া শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। না, আর পারা গেল না! আবার লাগ্‌লো যুদ্ধ! এক যুদ্ধে গিয়ে যৌবনে জরাগ্রস্ত হ'য়ে হাড়ির হাল হয়েছিল, নেহাত জোর বরাত—তাই আবার বিগত যৌবনটা থানকে থান ফিরে পেয়েছি। দু'দিন ভোগ করতে না করতেই আবার বেজে উঠ্‌লো রণ-দামামা! এবার কলঙ্কাসুর আবার কি চীজ্ নিয়ে যুদ্ধে আস্‌ছে কে জানে? অসুরদের বিশ্বাস নেই বাবা! ঐ জরাসুর বেটা তো ওদেরই স্বজাতি—হয় তো এমন একটা জীব সঙ্গে আন্‌বে—তিনি একটু ফুঁ দিয়ে মাথাটা বেমালুম উড়িয়ে দেবেন। দেবতার মরণ নেই—কাজেই কন্ধকাটার মত হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তা হ'লেই তো গেছিরে বাবা! জরাসুরের মত দেবরাজ যদি আমারও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতেন, তা হ'লে মর্ত্ত্যে গিয়ে পুজোর নৈবিদ্যি খেতুম্ আর গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়াতুম্—হায় রে বরাত!

যমের প্রবেশ

যম। একি, শনৈশ্চর তুমি!

শনৈশ্চর। মৃত্যুপতি কি যুদ্ধের হাঙ্গামায় চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছেন নাকি?

যম। কেন?

শনৈশ্চর। কথাটা শুনে মনে হ'লো যেন আমায় চিন্‌তে পারেন নি—

যম। তা নয় শনৈশ্চর, আমি বিস্মিত হ'লুম যে, দেববাহিনী যুদ্ধে ব্যাপৃত আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, আপনি যে রকম তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত, তা দেখে আমার আর পা উঠ্‌লো না; অবাক হ'য়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

যম। মূর্খ!

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। আজ্ঞে হাঁ। বুদ্ধিমানের মত আপনি এগিয়ে যান, মূর্খ আমি, ভেবে দেখি, যাবো কি না।

পবনের প্রবেশ

পবন। কি ভেবে দেখ্‌বে হে শনৈশ্চর?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, মূর্খেরা যা ভাবে—

পবন। তবু ভাবনাটা কি শুনি?

শনৈশ্চর। ভাবনা আর কিছুই নয়—ভাব্‌ছি যুদ্ধে যাবো কি না!

পবন। যুদ্ধে যাবে না কি রকম?

শনৈশ্চর। সেই জরাসুরের কথা মনে আছে কি আপনার? এরাও তো সেই অসুরের জাত! তাই ন্যাড়ার ভাবনা, বেলতলায় আবার যাবে কি না!

পবন। দেশের জন্য—জাতির জন্য তুমি যুদ্ধ কর্‌বে না?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে দেহের জন্য, মনের জন্য একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে হ'চ্ছে বৈকি।

পবন। তুমি কাপুরুষ!

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে সুপুরুষ!

কার্ত্তিকেয় প্রবেশ করিলেন

কার্ত্তিকেয়। কার সঙ্গে কথা কইছিলে শনৈশ্চর?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, প্রভঞ্জন দেবের সঙ্গে। উনি বল্‌লেন যুদ্ধে যেতে, সব দেবতাই তো গুটী গুটী গেলেন যুদ্ধ কর্‌তে--এখন গুপ্তশত্রুর হাত থেকে দেবাঙ্গনাদের রক্ষা করবে কে? তাই ভাবছি, আমি আর যুদ্ধে যাবো না---আমি দেবাঙ্গনাদের খবরদারী কর্‌বো। আপনি দেবসেনাপতি, আপনার অনুমতি ভিন্ন তো কিছু কর্‌তে পারি নে।

কার্ত্তিকেয়। তুমি বুদ্ধিমানের মত কথাই বলেছ---পুরী সম্পূর্ণ অরক্ষিত---পুরীরক্ষার ভার তোমার উপর রইলো শনৈশ্চর!

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে! হোঁৎকা যমরাজ তবু বলে আমি মূর্খ! তুম্‌ তানা না না দেরে না---

[ফুল্লমনে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

যুদ্ধ করিতে করিতে পবন ও কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। তুমিই পবন ?
ফুৎকারে টলাতে পারো
হিমাদ্রি অচল,
উপাড়িতে মহীরুহ
একান্ত তৎপর তুমি
অঞ্জনানন্দন,
ভুবনে অজেয় বীর
খ্যাতি চিরদিন,
তাই দেবেন্দ্র বাসব—
নির্ব্বাচন করিয়াছে তোমা
রক্ষিতে তোরণদ্বার।
কিন্তু এই শক্তি, এই ভুজবল
সহিল না একটী আঘাত।
বিচূর্ণিত গদা, পাশ,
বিঘূর্ণিত শির—
ভূমিশয্যা করিলে গ্রহণ !
পুনঃ কোন্ মায়াবলে
নববলে হ'য়ে বলীয়ান্
আসিলে যুঝিতে পুনঃ ?

দেখাইলে পরাকাষ্ঠা বীরত্বের !
ক্লান্ত যদি রণে প্রভঞ্জন,
যাও ফিরি আপন আলয়ে।
দণ্ডেকের তরে
করগে বিশ্রাম তুমি,
দিনু তোমা অবসর।

পবন। জানি তুমি বাক্যবীর
দানব-অধম !
জানি তুমি শিখিয়াছ মায়া,
মায়াধর গুরুপাশে ;
যুদ্ধবিদ্যা বিনিময়ে
মায়াবিদ্যা করিয়া অর্জ্জন,
করিতেছ রণ জয়—
অস্ত্রবল বাহুবলে নয় !
ধর অস্ত্র, মায়াবিদ্যা সহ তোমা
জিনিয়া সংগ্রামে,
পাঠাইব অচিরায়
মরণের পারে।

কলম্বাসুর। অমর বলিয়া তাই এত আড়ম্বর
এত আস্ফালন
মৃত্যু দিতে অপরেরে।
বোঝা গেছে ভুজবল তব,
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম

শুধু আস্ফালন!
ধর অস্ত্র, আত্মরক্ষা কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধরত যম ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

যম। কালান্তক মহাকালে আহ্বানিয়া রণে
উন্মুক্ত করিলি কেন মরণের পথ?
রে মূঢ় দানব, জানিস্ কি তুই—
কেবা আমি মৃত্যুদণ্ড করে?

বজ্রবাহু। জানি তুই মৃত্যুপতি যম,
আর মৃত্যুদাতা আমি সে যমের।
মানবের জীবন লইয়া
চিরদিন লীলাখেলা তোর,
শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য জীব
অসহায় যারা ধরামাঝে।
আজি তোরে পেয়েছি সম্মুখে,
সমূলে নাশিয়া মানবের মৃত্যুভয়
ঘুচাইব চিরদিন তরে।
বাঁচাইব মর্ত্তবাসী জনে
হাত হ'তে জরা-মরণের।
ধর অস্ত্র,
দণ্ড পাশ যা আছে তোমার,
এই মৃত্যুবাণ এড়িলাম আমি।

যম। মৃত্যুকামী রে দানব,
আয় তবে, মরণ বরণ কর্,
তুলিলাম যমদণ্ড দানবনিধনে।
[যম বজ্রবাহুকে আক্রমণ করিল বজ্রবাহু
পলায়নপর হইলেন।]

শূল হস্তে কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। হের মৃত্যুপতি,
ব্যর্থ তব দণ্ডের আঘাত ;
ও আঘাত শুধু মৃত্যু দেয় মর্ত্তের মানবে।
জরা ব্যাধি জীর্ণদেহে যারা
শুধু চেয়ে থাকে মরণের আশা-পথ,
ওই দণ্ড তাদেরি মরণ দিতে
অব্যর্থ—দুর্ব্বার।
ভুবনবিজয়ী বীর কলম্ব-অসুর
ভীত নয় যমদণ্ড হেরি।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে রণে ভঙ্গ দিয়া যম পলায়ন করিল এবং বরুণ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল, কিন্তু উদ্যত শূলের মুখে বরুণের পাশ হস্তচ্যুত হইল। কলম্বাসুর বরুণের হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল।]

কলস্বাসুর। মরিবে না তুমি—
মৃত্যুজয়ী তোমরা অমর,
নহিলে কি এখনও
থাকিত জীবন ওই
সুকোমল দেহে ?
শুনিয়াছি তুমি জলাধিপ,
আন স্নিগ্ধ বারি
মৃন্ময় কলস ভরি,
প্রক্ষালন করি দেহ
দানবের চরণ যুগল,
বিনিময়ে মুক্তি দিব তোমা।
কি, নিরুত্তর কেন ?
পারিবে না প্রক্ষালিতে পদ ?
তবে জলাধিপ নাম
কি হেতু ধরেছ মূঢ় ?
হয় আন বারি,
অন্যথায় দন্তে তৃণ করি
মাগি পরাজয়
চ'লে যাও নিজ বাসে।

বেগে জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। বাখানি বীরত্ব তোর
দানব অধম !

অস্ত্রহীন জনে
কহিতেছ বিদ্রূপের বাণী ?
শক্তিমান্ যদি তুই
ধর্ অস্ত্র,
আসিয়াছে কালান্তক তোর
বাসব-নন্দন ভুবন-বিজয়ী বীর,
দুষ্কৃতের যোগ্য দণ্ড দিতে।

কলম্বাসুর। তুই ? তুই বাসব-নন্দন ?
সীমাবদ্ধ যে ভুবন স্বরগ-তোরণে,
সে ভুবন মাতৃ-অঙ্ক তোর—
স্নেহের বারিধি ঘেরা !
জয় করি তাই,
ভুবনবিজয়ী আখ্যা তোর !
নহে দুগ্ধপোষ্য শিশু তুই,
বামনের চন্দ্রমা ধারণ সাধ
যথা কল্পনা-অতীত,
তোরও প্রাণে জাগিয়াছে
তেমতি অনন্ত সাধ—
অনন্ত দুরাশা
যুঝিতে কলম্ব সনে !
ফিরে যা রে শিশু
পুনরায় মাতৃ-অঙ্কে তোর,
শুষ্ক তালু ক্ষুধায় কাতর

এখনি হইবি তুই ;
রণশ্রম কেমনে সহিবি ?

জয়ন্ত। বীরশিশু মাতৃ-অঙ্ক হ'তে
আপনি ছুটিয়া যায়
মল্লক্রীড়া করিবারে
বন্য শ্বাপদের সনে।
বনের শ্বাপদ তুইও একজন,
তাই আসিয়াছি
তোর সনে করিবারে মল্লরণ।
রণ সাধ যদি,
দেখা যাক্ কার কত পরাক্রম !

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ। দেবসেনাগণ আসিয়া জয়ন্তের সহিত সমরে যোগদান করিল, কিন্তু কলম্বাসুরের প্রচণ্ডবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পলায়ন করিল ; জয়ন্ত ও বরুণ কলম্বাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাহারা পলায়ন করিল ; কলম্বাসুর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

জনৈক চরের প্রবেশ

চর। রণে ভঙ্গ দিয়া
পলায়েছে সকল দেবতা।

একা শুধু কুমার জয়ন্ত
যুঝিতেছে দানবের সনে !
তুমুল সংগ্রাম—
ভাবিতেছি কি হয়—কি হয় !
যাই ত্বরা—
দেবরাজে দানিতে সংবাদ।

[প্রস্থান

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। রমারম্ লেগেছে সমর,
শেল, শূল, গদা, ভল্ল,
মুষল, মুদ্গর,
আর ছিল যত দেব-অস্ত্র,
ভাণ্ডার করিয়া খালি
এড়িল সকল দানবনিধন তরে।
দুর্ভাগ্য অপার—
ব্যর্থ অস্ত্র যত,
স্পর্শিল না কেশাগ্র তাহার,
অজেয় অক্ষত রণে
দুরন্ত দানব।
সুনিশ্চিত দেবতার পরাজয় !
মিছামিছি তবে
আমি কেন আগুবেড়ে যাই

রণাঙ্গণে দুরন্ত রিপুর সনে
সংগ্রাম বাসনা ল'য়ে ?
উল্টামুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া—
ফিরে যাই আপন আলয়।
গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া
গুপ্ত গৃহে বসি
রসালাপ জুড়ে দিই।
রণ-উন্মাদনা নিয়ে
অযথা ঘামানো মাথা
মুর্খতার পরিচয়।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। সুকৌশলী প্রভঞ্জন বীর।
পশ্চিম তোরণ
অতীব সুগম পন্থা পুরী প্রবেশের
জানিয়া কলধাসুর,

সেই দিক হ'তে
আক্রমিল প্রচণ্ড বিক্রমে
দেব অনিকিনী।
কৌশলী পবন মৃত্যুপতি সহ
ঘেরিল দানবদলে পশ্চাৎ হইতে।
দুর্ব্বার অরাতি ভৈরব হুঙ্কার ছাড়ি
প্রমত্ত আহবে ঝাঁপায়ে পড়িল বেগে
মত্ত করী সম।
ব্যূহভঙ্গ আশে
করিতেছে অশেষ প্রয়াস।
নেহারি বিক্রম তার
সন্দ জাগে মনে,
বুঝি রণে হয় পরাজয়।

চরের প্রবেশ

ইন্দ্র। কি সংবাদ ?
চর। হে বাসব।
বাধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম,
দানব-বিক্রমে ব্যূহ ভগ্ন,
ছত্রভঙ্গ হইয়াছে দেবসেনাগণ।
দেবসেনাপতি ব্যূহ সংগঠনে
বিফল প্রয়াস হ'যে
একেশ্বর যুঝে রণে,

পশ্চাতে তাহার কুমার জয়ন্ত
নিবারে দানব-চমূ ;
পলায়িত প্রভঞ্জন,
রণাঙ্গণে মূর্চ্ছিত শমন,
উল্লসিত দানব-বাহিনী
যুঝিতেছে বিপুল বিক্রমে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। মায়াবী দানব।
নাহি জানি কোন অলক্ষ্য শকতি
হইয়াছে দানব সহায়,
তাই আজি বিপর্য্যস্ত
দেব-অনীকিনী !
তবে কি দৈববল ?
কোন্ দেবতার বরে
আজি শক্তিমান্ দুরন্ত দানব ?
দেবতার সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
কেবা হ'লো প্রসন্ন এমন
দানিয়া বিজয় বর দুরন্ত দানবে !

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। দুঃসংবাদ অতি নিদারুণ !
দেব-সেনাপতি ভঙ্গ দিল রণে।
কুমার জয়ন্ত একা

যুঝিছে দানব সনে,
পার্শ্বচর একটি দেবতা
নাহিক সহায় তার !
দৈববলে বলীয়ান্ কলম্ব-অসুর—
যুঝে একেশ্বর জয়ন্তের সনে,
পশ্চাতে সহায় তার
অগণিত দানবীয় সেনা ;
পরাজয় সুনিশ্চিত দেবরাজ !

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। পুত্র মোর একা যুঝে দানবের সনে,
নাহিক সহায় কেহ!
কাপুরুষ দেবসেনাদল
রণে ভঙ্গিয়ান !
অমর দেবতা—
তবু ভীত কিসের লাগিয়া ?
কালব্যাজ করিব না আমি,
যাবো আমি পুত্র পাশে
বারিতে দুর্ম্মদ অরি।

[বেগে প্রস্থান।

ভগ্ন অসি হস্তে জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র! কে কোথায় আত্মীয় আছ, বন্ধু আছ, আমায় একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও। একখানা অস্ত্রের

জন্য আজ দেবতার মহান্ গৌরব বুঝি হীন দানবের পদতলে দলিত হয়। এসো—দাও—একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র—

বেগে মানসীর প্রবেশ

মানসী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কেমন হ'য়েছে? গর্ব্বিত ইন্দ্রপুত্র, যে দম্ভ নিয়ে দীনা অভাগিনী নারীর কাকুতি উপেক্ষা ক'রে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে ছুটে এসেছিলে, সে কর্ত্তব্য কি তোমার সম্পন্ন হ'য়েছে জয়ন্ত?

জয়ন্ত। কে মানসী? একখানা অস্ত্র দিতে পারো আমায়? আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

মানসী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভিক্ষা চাইছো! এমনিভাবে এক অভাগিনী নারী তোমার কাছেও ভিক্ষা চেয়েছিল, এমনি আকুল আগ্রহে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদেছিল! সে দিন কি তুমি তাকে ভিক্ষা দিয়েছিলে জয়ন্ত? তাকে যে তুমি পদাঘাতে বিতাড়িত করেছিলে পথের কুক্কুরীর মত! আজ তোমার ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করে না? তুমি যে মহিমময় দেবতা, আর আমি হীনা পদসেবিকা দাসী!

জয়ন্ত। সে সব কথা ভুলে যাও মানসী! চির-উন্নত শির দেবতার মর্য্যাদা রক্ষা করতে তুমি আমায় একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

মানসী। ভোল্‌বার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ চ'লে গেছে জয়ন্ত! যে ছিল তোমার অনুকম্পাপ্রার্থিনী—প্রেম পাগলিনী নারী, তার তো অস্তিত্ব নেই জয়ন্ত! সে মরেছে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হ'য়েছে দলিতা ফণিনী। স্নেহ, দয়া, প্রেম, ভালবাসাকে অন্তর থেকে নিংড়ে ফেলে

তা পূর্ণ ক'রে রেখেছে তীব্র হলাহলে! তার নিঃশ্বাসে বিষ, তার দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কথায় ও কার্য্যে বিশ্বধ্বংসী অগ্নি-প্রস্রবণ! তার কাছে চাও তুমি অনুকম্পা? হাঃ—হাঃ—হাঃ।

ত্রিশূল হস্তে কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। ক্ষুদ্র শৃগাল শিশু, এখানে পালিয়ে এসেছ? এই বুঝি দেবতার রণনীতি?

জয়ন্ত। আমি এসেছি অস্ত্রের জন্য। দেখছো না অস্ত্র ভগ্ন? অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধ করবো—

কলম্বাসুর। আমায় জিতিয়ে দাও, আমি জয়লাভ করবো; কেমন—ভাবার্থটা এই নয় কুমার? দেহে অযথা আঘাত সহ্য করতে না চাও, বন্দীত্ব স্বীকার কর; অন্যথায় যুদ্ধ কর।

জয়ন্ত। কিন্তু অস্ত্র কৈ? তুমি নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করবে?

মানসী। নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করবেন না দানব-সম্রাট, ওকে বন্দী করুন।

জয়ন্ত। আমি কিছুতেই বন্দীত্ব স্বীকার করবো না।

কলম্বাসুর। বেশ, তা হ'লে যুদ্ধ কর।

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে তোমার লজ্জা করে না দানব? যুদ্ধ করতে চাও, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

[ইন্দ্র পূর্ণ বিক্রমে কলম্বাসুরকে আক্রমণ করিল, কলম্বাসুর কশ্যপপ্রদত্ত শূল উদ্যত করিয়া তাহার দিকে

ধাবিত হইল, শূলমুখে দীপ্তবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ইন্দ্র ও জয়ন্ত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কলম্বাসুর তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া সম্মুখে মানসীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।]

কলম্বাসুর। এ কি! মানসী, তুমি? তুমি এখানে?

মানসী। সম্রাটকে যে কথা দিয়েছিলুম। জয়ন্তের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আপনাকে আস্‌তে ব'লেছিলুম আমার কাছে, যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ছুটে যায় জলের কাছে। আজ সে নীতি উল্টে দিয়েছি সম্রাট! জলই ছুটে এসেছে তৃষ্ণার্ত্তের কাছে। দেবেন্দ্র-বিজয়ী বীর-শ্রেষ্ঠ কলম্বাসুর! বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমার বরমাল্য গ্রহণ করুন—[কলম্বাসুরের গলায় মাল্য পরাইয়া দিল।]

কলম্বাসুর। সুন্দরী! এ মিলনানন্দ উপভোগ কর্‌বো আমরা অমরার রাজাসনে ব'সে—

[মানসীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসধাম।

বিল্বমূলে নন্দী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, গীতকণ্ঠে
ভৈরবীগণের প্রবেশ

ভৈরবীগণ।—

গীত

শঙ্কর ত্রিপুরারি উমেশ ভোলা।
পিনাকি বাঘাম্বরধারী ভালে চন্দ্রকলা॥
শিরে ফন্ ফন্ ফণী গরজন,
জাহ্নবী কলকলে জটা বিলম্বন,
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ভালে ত্রিনয়ন,
বিষাণধারী গলে হাড়মালা॥
ভাঙ-ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
বহত জাহ্নবী কুলু কুলু কুলু,
ডমরু বাজত নাচত থিয়া থিয়া
প্রলয়নাচনে আপন ভোলা॥

নন্দী। ভৃঙ্গিটার মত ফাঁকিবাজ আর দেখা যায় না, আসি ব'লে কোন্ চুলোয় যে গেল, তা কি ছাই একবার ব'লেও গেল, আমি ব্যাটা সিদ্ধি ঘুঁটছি তো ঘুঁটছি!

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। বাবা নন্দীকেশ্বর, বেশ ভাল আছ?

নন্দী। কে তুই, এমন অসময় বিরক্ত কর্‌তে এলি?

শনৈশ্চর। আহা-হা, কথা তো নয় যেন মধু, নন্দীকেশ্বর না হ'লে কৈলাস মানায় না! জগতের শ্রেষ্ঠ শৈব, বাবা ভোলানাথের প্রিয়তম সেবক, এই নন্দীকেশ্বর যেখানে নেই, সেটা তো শ্মশান! ভূত-প্রেতের লীলাক্ষেত্র!

নন্দী। বচন যে থামে না দেখ্‌ছি! তুমি কে হে?

শনৈশ্চর। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু! আহা-হা কানে যেন মধুবৃষ্টি হ'লো, এইজন্যই তো লোক-লোকান্তর হ'তে অতৃপ্ত পিপাসিত জন ছুটে আসে তাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্‌তে দুর্গম পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে এই কৈলাসধামে! তাই তো আমার ইচ্ছা হয়, জন্ম-জন্মান্তর এই বিল্বমূলে ব'সে আমার অতৃপ্ত কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি বাবা নন্দীকেশ্বরের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ ক'রে!

নন্দী। বাবা ত্রিবক্রবদন, একটু ক্ষান্ত দাও বাবা, বল, তুমি কে, আর কি জন্যে এখানে এসেছ?

শনৈশ্চর। ওঁ মধুবাতা ঋতয়তে মধুখ্রন্তি সিন্ধুব মাদ্ধির্ণ—
সন্তোষধি মধুনক্তো, ওঁ মধু—ওঁ মধু—ওঁ মধু!

আবার বল, আবার বল বাবা নন্দীকেশ্বর, তোমার বচন-মধু-সমুদ্রে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে আমি মধুলোকে চ'লে যাই!

[সিদ্ধি ঘুঁটিবার দণ্ড রাখিয়া নন্দী উঠিয়া পড়িল এবং শনৈশ্চরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার হাত ধরিল]

নন্দী। [সহাস্য বদনে] থাম বাপধন, থাম, আর ব্যাখানা করতে হবে না। এখন বল তো তুমি কে, আর কি মতলবে এসেছ?

শনৈশ্চর। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু!

নন্দী। দূত্তোর মধুর নিকুচি ক'রেছে, ফের যদি 'মধু—মধু' করবি তো ঐ ডাণ্ডা দিয়ে তোর মধুর কলসী ফাটাবো। বল, তুই কি চাস্?

শনৈশ্চর। বাবা নন্দীকেশ্বর ভিন্ন আর এত দয়া কার হবে।

নন্দী। তোর ঐ ঘ্যানর ঘ্যানর বন্ধ করবি কি না? আনবো ডাণ্ডা?

শনৈশ্চর। আর ডাণ্ডায় কাজ নেই বাবা, আমি এমনি ঠাণ্ডা হ'চ্ছি।

নন্দী। তুই কি চাস্?

শনৈশ্চর। একবার বাবার দেখা।

নন্দী। এই কথা! বললেই তো হ'তো, তা নয় ঘণ্টাখানেক ধ'রে কেবল ঘ্যানর ঘ্যানর! তা তুই সঙ্গে যাবি, না আমি বাবাকে খবর দেবো?

শনৈশ্চর। আমি যাবো না বাবা, যাবেন কুমার জয়ন্ত বাবাজী। তোমার হুকুম না পেলে তো এখানে আসবার যো নেই, তাই বাবাজী আমার ঐ বটতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

নন্দী। জয়ন্ত আবার কে?

শনৈশ্চর। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। তুমি সব জান্তা হ'য়েও বাবাজীর নামটা একবারে ভুলে গেছ? বাবার প্রসাদ একটু বেশী মাত্রায় চড়িয়েছ বাবা নন্দীকেশ্বর?

নন্দী। [উপর্য্যুপরি কয়েকটী হাই তুলিয়া] প্রসাদ পাবার এখনও সময় হয় নি বাবা ত্রিবক্রবদন! হাতের কাজ আমার এখনও সারা

হয় নি, তুমি তোমার সঙ্গীকে ডাকো—আমি. ততক্ষণ সিদ্ধি ঘুঁটুতে ঘুঁটুতে এগিয়ে যাই।

শনৈশ্চর। দাঁড়াও বাবা নন্দীকেশ্বর, তোমায় একটী গড় করি।

নন্দী। থাক্, আর গড় কর্‌তে হবে না; তুই অমর হ'য়ে থাক্‌বি।

শনৈশ্চর। বাবা নন্দীকেশ্বরের কি দিল খোলা আশীর্ব্বাদ, দেবতা শনৈশ্চরকে একবারে অমর বর দিয়ে ফেল্‌লে! চল বাবা, তুমি এগিয়ে চল, আমরা তোমার পেছু পেছু যাই।

[অগ্রে নন্দী তৎপশ্চাৎ শনৈশ্চরের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া।—

গীত

দীন ভিখারী বাবা আমার রাজ্যেশ্বরী মা।
বাবা শ্মশানে মশানে ফেরে ছাই মাখা তার গা॥
বাবা ভিক্ষা করে মায়ের দোরে, হা অন্ন হা অন্ন ক'রে,
অন্ন দিতে আগুবেড়ে, আসেন অন্নপূর্ণা মা,—
দেখে মায়ের দোরে ভূতের নৃত্য, ভয়ে বেরোয় নাকো রা॥

[প্রস্থান।

জয়ন্ত ও শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। কি বাবাজী, কেমন মতলব দিয়েছি! ইস্! হাসি যে ঠোঁটের ভেতর থেকে ঝিলিক্ মেরে উঠ্‌ছে!

জয়ন্ত। আজ পেয়েছি দেবতার রক্ষামন্ত্র, কিন্তু—

শনৈশ্চর। আবার কিন্তু কেন বাবাজী?

জয়ন্ত। কিন্তু রক্ষা কর্‌বার শক্তি তো দেবতার নেই!

শনৈশ্চর। তবে আবার কি মন্ত্র শিখে এলে বাবাজী? রক্ষা কর্‌তেই যদি পার্‌বে না, তবে তো ও ফুস্ মন্তর—

জয়ন্ত। যে শক্তিতে কলম্বাসুর আজ শক্তিমান্, সে শক্তি লোপ কর্‌তে পাবে একমাত্র শিবশক্তি মহাশূল পাশুপত অস্ত্র।

শনৈশ্চর। তবেই তো অগাধ জলে পড়্‌লো দেখ্‌ছি! বলি, সে শূলগাছটা সংগ্রহ কর্‌তে পার নি তো?

জয়ন্ত। না—

শনৈশ্চর। তবে তো সবই কর্‌লে! বিশল্যকরণী মরা বাঁচায়—কিন্তু সেই বিশল্যকরণী যে কোথায় তার ঠিক নেই, অথচ মরা বাঁচাবার আনন্দে নৃত্য কর্‌ছো!

জয়ন্ত। কোন্ ভক্তকে যে কৃপা ক'রে শূলীশম্ভু পাশুপত দান করেছেন, তা তিনি স্মরণেই আন্‌তে পার্‌লেন না।

শনৈশ্চব। তা হ'লে দানব-বিজয় তো হ'য়েই গেল! পথে পথে ভ্রাম্যমান্ দেবতার দল পথে পথেই ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, আর দুর্দ্ধর্ষ কলম্বাসুর নন্দনের নাচঘরে ব'সে নর্ত্তকী-পরিবৃত হ'য়ে দু'শো মজা ওড়ান! যাক্, আমি যখন তাদের চাকরী স্বীকার করেছি, আমার ভাগ্যে আনন্দের ছিটেফোঁটা লাভ হবেই। এখন তুমি তোমার পথ দেখ বাবাজী, আমি আমার পথ দেখি।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। সমস্যা জটিল!
বুঝিতে না পারি

কে করিবে সমাধান তার।
যাইব কি বিষ্ণুলোকে ?
কিম্বা যাবো বিরিঞ্চির ঠাঁই
এই তথ্য আবিষ্কার হেতু ! [চিন্তা]

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

তুমি মিছেই ভেবে সারা।
সে যে রাঘব বোয়াল সাগর জলে,
যার নাইকো কূল-কিনারা ॥
তার শক্ত চামড়া পেছল গা,
তাবে ধব্‌তে যাবে কোন্ বোকা,
প্রাণনাশা তার ঝাপ্‌টা লেজের
থাকে অথৈ জলে দেয় না সাবা ॥
ডুবুরি তায় পায় না খুঁজে,
থাকে শ্যাওলা-দলে মাথা গুঁজে,
জালে সে পড়ে না আটক বড় শক্ত তারে ধরা ॥

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। না—না,
আগে যুক্তি করি পিতার সংহতি
কর্ত্তব্য করিব স্থির।
কাঁদে ঐ নির্জ্জিত দেবতা

দানবের ক্রুর অত্যাচারে ;
প্রয়োজন আশু প্রতিকার।
যাই আমি—
বৃথা কালব্যাজ করিব না আর।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নির্জ্জন কানন

কলম্বাসুর ও মানসীর প্রবেশ

কলম্বাসুর। যা কখনও কল্পনা করতে পারি নি, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আধার এই ত্রিদিবধামের অধীশ্বর আমি ও অধীশ্বরী তুমি। যে নন্দন-কানন অপ্সরা-কিন্নরীদের নৃত্যগীতে ও আনন্দের কলহাস্যে ত্রিসন্ধ্যা মুখরিত থাকতো, সেই নন্দন-কানন আজ দানবের বিহারভূমি—সদা মুখরিত দানববালার উল্লাসের কলহাস্যে। যে পারিজাত কুসুমের অভিনব হার একমাত্র দেবেন্দ্র আর দেবেন্দ্রানীর গলায় শোভা পেতো, এসো প্রাণেশ্বরী, সেই লোকললামসম্ভূত অপূর্ব্ব পারিজাত-হার আজ আমি স্বহস্তে তোমার গলায় পরিয়ে দিই। [হার পরাইয়া দিল।]

মানসী। এ আনন্দের অধিকারী যে একা তুমি হবে, তা নয় 'প্রিয়তম, আমিও হবো তার অংশভাগিনী এই পারিজাত-হার তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে। [আর একগাছি হার কলম্বাসুরের গলায় পরাইয়া দিল।] আজ আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে! [স্বগত] দেখে যাও জয়ন্ত, আজ আমি সৌভাগ্যের কত উর্দ্ধতম স্তরে আর তুমি ভাগ্যতাড়িত অভাগা দুর্ভাগ্যের কত নিম্নতর স্তরে নেমে গিয়েছ!

গীতকণ্ঠে সুখ ও দুঃখের প্রবেশ

গীত

উভয়ে।— আমরা সুখ দুঃখ দু'টী ভাই।
জীবনের পথে আমরা সাথী
একজন আসি একজন যাই॥
সুখ।— আমি দৃষ্টিতে দিই ঘুচায়ে আঁধার
ফুটায়ে উজল আলো,
দুঃখ।— আমি চাইলে আলো যায় গো নিভে
আসে আঁধার নিকষ কালো,
সুখ।— আমি শুক্‌নো মুখে ফুটাই হাসি,
দুঃখ।— আমি আনি অশ্রুরাশি,
মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে ডাকছেড়ে কাঁদাই,—
উভয়ে।— কান্না হাসি নিয়ে খেলা
আসা যাওয়ার ঠিক তো নাই॥

কলম্বাসুর। কে তোমরা?
সুখ। জীবের জীবন-পথের সাথী—সুখ।

দুঃখ। আমি দুঃখ—এতদিন তোমার কাছে ছিলুম, আজ বিদায় নিচ্ছি; এখন তোমার সাথী আমার ভাই সুখ।

কলম্বাসুর। তুমি কি চির-বিদায় নিচ্ছো?

দুঃখ। হয় তো আবার আস্‌বো; তবে বল্‌তে পারি না কবে—কখন্—

কলম্বাসুর। ও,—তবে যাও তুমি; এসো সুখ, এসো বন্ধু, তুমি আমার সাথী হও—

[দুঃখের প্রস্থান।

সুখ। সাথী হবো ব'লেই তো এসেছি সম্রাট!

কলম্বাসুর। তবে দেবে এসো তোমার শ্রেষ্ঠ উপহারের ডালি। এসো মানসী, আজ আমরা উঠেছি সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে—প্রতীক্ষা করি গে চল পতনের সেই ভীষণ দুর্দ্দিন—

[দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া কলম্বাসুরের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

দারুক সোমরস পান করিতেছিল, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

প্রেমনদীতে বান ডেকেছে ভক্তি কানে কান।
উদ্‌লা মলয় পবন দিয়ে প্রাণ করে আনচান্॥
আকাশে চাঁদের হাসি,
মন বলে ভালবাসি,
পরাযে প্রেমের ফাঁসি, কে দিল লো টান॥
উদাস প্রাণে খুঁজে বেড়ায়,
কোথা সে মনোচোরা হায়,
শুনেছি—দেখিনি তায় শুধুই বাঁশীর গান॥

কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। বেশ করেছ, পাশের ঘরে ব'সে বাঁশীর গানই শোন গে তোমরা। আমরা এখন নাড়াচাড়া করবো একটু রাজনীতি নিয়ে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দারুক। রাজনীতির কচকচানির স্থান তো দরবারে সম্রাট!

কলম্বাসুর। কলম্বাসুর ও সনাতন নীতির পক্ষপাতী নয় বন্ধু!

পরশুরামের অভিশাপ

যেখানে আদিরসেব ঢেউ খেল্‌বে, সেইখানেই জ'মে উঠ্‌বে বীভৎস রসেব তাণ্ডবলীলা। যেখানে হাস্যরসের ছড়াছড়ি, সেইখানেই ঝর্‌বে করুণ রসের অবিশ্রান্ত ধারা। রসেব অদলবদল নিয়েই তো জীবনেব গতি বন্ধু!

দারুক। সম্রাট রসজ্ঞ।

কলম্বাসুব। তাই আমার নীতিতে রসেব অদলবদল কর্‌তে স্থান কাল পরিবর্ত্তনেব কোন প্রয়োজন নেই বন্ধু! কে আছিস্‌? সেনাপতি বজ্রবাহু—

দারুক। সেনাপতিকে এমন সময়ে ডাক· পড়্‌লো কেন সম্রাট? আবার কি যুদ্ধ?

কলম্বাসুর। যদি তাই হয়?

দারুক। তা হ'লে আগে থেকেই আমাদের পাত্তাড়ি গুটোতে হবে। কারণ—ঐ নবরসেব মধ্যে শুধু একটী বস ছাড়া সব রসেই যে আমি বঞ্চিত সম্রাট!

কলম্বাসুর। তুমি আমার অন্তবঙ্গ বন্ধু, তোমায় আমি বঞ্চিত কর্‌বো না বন্ধু—

দারুক। আহা-হা! ভুল কর্‌ছেন কেন? বাকী রসগুলো আমার ধাতে সয় না কিনা, তাই একটু তফাতে তফাতে থাকি!

কলম্বাসুর। আমি যখন নিজে তফাতে থাকি না, তখন অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি, তোমাকেই বা তফাতে রাখ্‌বো কেন?

দারুক। আজ্ঞে, রসের আধিক্য যে আমার সয় না! আপনি না রাখ্‌লেও আমায় থাকতে হবে। যাক্‌, এখন তবে একটু তফাতে যাই—

কলম্বাসুর। ভয় নেই বন্ধু, আমি যুদ্ধের আয়োজন কর্‌ছি না।

দারুক। তবে কি নর্ত্তকীদের ডাকুবো মহারাজ?

কলম্বাসুর। বলেছি তো রাজনীতি—

বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলম্বাসুর। এই যে বজ্রবাহু! দেবরাজ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ত্রিদিব ছেড়ে চ'লে গেছেন শুনেছি, কোথায় গেছেন বল্‌তে পারো?

দারুক। যারা শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, তাদের পেছনে ছোটা পশুরাজের বীরত্বের পরিচায়ক নয় সম্রাট!

কলম্বাসুর। থাম, তা আমি জানি। বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। দিকে দিকে তাদের সন্ধানে চর পাঠিয়েছি—এখনও কেউ কোন সংবাদ আন্‌তে পাবে নি সম্রাট!

কলম্বাসুর। দেবতাদের পুবমহিলারাও কি তাদের সঙ্গে গেছে?

বজ্রবাহু। না সম্রাট!

কলম্বাসুর। কোন্ অধিকারে দেবাঙ্গনারা এখনও দৈত্যপুরীর অন্তঃপুরে?

বজ্রবাহু। আজ্ঞে—

কলম্বাসুর। ইতস্ততঃ কর্‌ছো কেন? বল, কার হুকুমে এখনো তারা অবরুদ্ধ?

মানসীর প্রবেশ

মানসী। আমার হুকুমে—আমার প্রয়োজন আছে ঐ সব দেবাঙ্গনা-দের। তারা হবে রণক্লান্ত বিজয়ী দৈত্যসেনাগণের সম্ভোগের

উপাদান। আর জয়ন্তজননী দেবেন্দ্রানী শচী হবে আমার পদসেবিকা দাসী।

কলম্বাসুর। মানসী!

মানসী। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছো কি?

কলম্বাসুর। দেখ্‌ছি তুমিও তো রমণী, রমণী হ'যে রমণীব একমাত্র গৌরব অত্যজ্য ধর্ম্ম সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে চাও?

মানসী। হ্যাঁ, তাই চাই। দেবতারা যখন নারীব নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে পারে, তখন আমি কেন পার্‌বো না সম্রাট? আমি বুঝিয়ে দিতে চাই স্বার্থপর হীন দেবতাকে, প্রতিহিংসা-পরায়ণা দলিতা ফণিনীর প্রতিহিংসা কতখানি তীব্র—কতখানি জ্বালাময়ী! আমি অপ্সরানন্দিনী হ'লেও কুলত্যাগিনী হীনা বারাঙ্গনা নই; তবুও ঐ স্বার্থপর দেবতার চক্ষে আমি হীনতার অতি নিম্নস্তরে—ত্রিভুবনেব অবজ্ঞেয় ঘৃণিতা বারবিলাসিনীর অধম। এই হীনতার, এই অবজ্ঞাব, এই অপমানের আমি প্রতিশোধ নেবো সম্রাট!

কলম্বাসুর। এমন ক'রে উদ্গীরণ করো না বিষধরী, তোমার অন্তরের হলাহল—দৈত্যকুল ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অবাতির কুলাঙ্গনা হ'লেও দেবাঙ্গনারা দৈত্যপিতা মহর্ষি কশ্যপের কুলবধূ, তাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অর্থ দৈত্যপিতার অবমাননা! যাও নারী, তোমার অভীষ্ট-পুরণ করতে আমি অপারগ। বজ্রবাহু! অবিলম্বে দেবাঙ্গনাদের মুক্ত ক'রে দাও, তারা যথেচ্ছা গমন করুক।

বজ্রবাহু। যথা আজ্ঞা সম্রাট!

[প্রস্থান।

কলম্বাসুর। যাও কালনাগিনী, তোমার জ্বালাময়ী তপ্ত বিষ-নিঃশ্বাসে তোমারই শয়ন কক্ষের পর্য্যঙ্ক উত্তপ্ত করগে।

মানসী। হ্যাঁ, তাই যাবো; তবে বিষ-নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত কর্‌বো না আমার শয়ন-পর্য্যঙ্ক, এই বিষ-নিঃশ্বাস ছড়াবো দৈত্যপতির নব বিজিত সমস্ত স্বর্গরাজ্যে—যার দুঃসহ জ্বালায় অতীষ্ঠ হ'য়ে প্রতি-মুহূর্ত্ত আকুল হ'য়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়্‌বে এক পিতার ঔরসজাত সন্তান দেবতা আর দানব; উভয়েই হবে আমার প্রতিহিংসা-বহ্নির ইন্ধন।

কলম্বাসুর। এতখানি স্বার্থপর তুমি মানসী? দারুণ অবজ্ঞায় তোমায় পদদলিত ক'রে নিক্ষেপ করেছিল নরকের আবর্জ্জনায়—সেখান থেকে তুলে এনে তোমায় বসিয়েছিলাম সম্রাজ্ঞীর আসনে অন্ধ হ'য়ে তোমার ঐ ভুবনভোলানো রূপের মোহে, তার কি এই প্রতিদান?

মানসী। প্রতিদানে দিয়েছি তোমায় এই রূপ-যৌবন, ডালি দিয়েছি তোমার পায়ে অফুরন্ত ভালবাসা, সেবা করেছি তোমার ক্রীত-দাসীর মত; বিনিময়ে তুমি কি দিয়েছ সম্রাট্‌? বল্‌বে দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর সম্মান—কেমন, এই না? সে সম্মানের মূল্য কি দৈত্যপতি? আদেশ পালন তো দূরের কথা—নগণ্য একটা বেতনভুক্‌ ভৃত্যের সম্মুখে কথায় কথায় যার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তার গৌরব রাণীত্বের নয়—দাসীত্বের। দেব-পুরাঙ্গনাদের সতীত্ব-মহিমা যদি দানব-মহিষীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হয়, তা হ'লে দিন সম্রাট তাদের মুক্তি, আমি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবো না। আমি শুধু জান্‌তে চাই, বিজিত দেবেন্দ্র-মহিষী শচীকে দাসী কর্‌বার যোগ্যতা কি দানব-সম্রাজ্ঞী মানসীর নেই?

কলম্বাসুর। কিন্তু এ অসম্ভব আশা—

মানসী। আশা! আদেশ নয় সম্রাট, শুধু আশা?

কলম্বাসুর। না হয় আদেশই হ'লো, তোমার সে আদেশ এখনই প্রতিপালিত হবে মানসী! কে আছিস্?

শনৈশ্চরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। তুমি! তুমি কে?

শনৈশ্চর। আমি শনৈশ্চর, কেউ ছিল না কিনা—তাই দ্বাররক্ষী ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমাকেই পাঠিয়ে দিলে।

কলম্বাসুর। আমি দেবাঙ্গনাদের মুক্তির আদেশ দিয়েছি।

শনৈশ্চর। আজ্ঞে বেশ করেছেন, সেইটাই তো মহত্ত্বের কাজ।

কলম্বাসুর। থাম, আগে শোন আমার কথা। তারা হয় তো এতক্ষণ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তুমি আর সকলকে যাবার সুযোগ দিয়ে শুধু দেবেন্দ্রানীকে এইখানে নিয়ে এসো।

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, টিকি বাঁধা রেখে—

কলম্বাসুর। তর্ক ক'রো না। যাও—এই দণ্ডে শচীদেবীকে এই-খানে নিয়ে এসো—

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

মানসী। শুনেছি, শনৈশ্চর দেবতাদেরই একজন, সে কি সম্রাটের আদেশ পালন করবে?

কলম্বাসুর। সে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

মানসী। স্বজাতিদ্রোহিতায় অগ্রণী ব'লে শুধু মর্ত্ত্যবাসীরই নাম শুনে এসেছি, এই মহৎ গুণটা কি স্বর্গেও সংক্রামিত হয়েছে!

কলম্বাস্থর। এ গুণের প্রথম আদর্শ স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে, তা বল্‌তে পারি নে।

শনৈশ্চর সহ শচীর প্রবেশ

শচী। কোন্ প্রয়োজনে আমাকে আহ্বান করেছ দৈত্যপতি?

কলম্বাস্থর। প্রয়োজন আমার নয়, দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর।

শচী। তা হ'লে দৈত্য-সম্রাজ্ঞীই বলুন তাঁর প্রয়োজনের কথা—

মানসী। বিজিত দেবেন্দ্র-মহিষী! আমি চাই তোমাকে আমার পদসেবিকা দাসী কর্‌তে, কেমন—সম্মত আছ?

শচী। শ্বশুরকুলের কুলবধূ আমিও যে বস্তু, তুমিও তাই; তবে জানি না, কে জ্যেষ্ঠা আর কে কনিষ্ঠা! তা জান্‌বারও আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকেই জ্যেষ্ঠার সম্মান দিয়ে কনিষ্ঠার গৌরব অর্জ্জন কর্‌বো তোমার পদসেবা ক'রে। এসো ভগ্নি, তোমাব চরণ-কমল অলক্তকরাগে রঞ্জিত ক'রে দিই।

মানসী। [স্বগত] এইখানেই আমার পরাজয়! দম্ভ, প্রভুত্ব আর প্রতিহিংসা নিয়ে কেউ কখনো বড় হ'তে পারে না—কারও হৃদয় জয় কর্‌তে পারে না। [প্রকাশ্যে] ভগ্নি, জ্যেষ্ঠা আমি নয়, জ্যেষ্ঠা আর শ্রেষ্ঠা তুমি; বাচাল প্রাগল্‌ভা ভগ্নিকে মার্জ্জনা কব—[শচীব পদধূলি গ্রহণ।] রাজনীতি আর কর্ত্তব্যের খাতিরে যা করেছি, তার জন্য কিছু মনে ক'রো না ভগ্নি! শনৈশ্চর! দেবাঙ্গনাদের রক্ষী স্বরূপ হ'য়ে তাঁদের অভিলষিত স্থানে রেখে এসো।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে! [স্বগত] আগুন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতেই নিভে গেল, জ্ব'লে উঠ্‌লো না। [প্রকাশ্যে] আসুন দেবেন্দ্রানী—

[শচীসহ প্রস্থান।

কলম্বাসুর। মানসী, আজ তুমি যথার্থই দানব-সম্রাজ্ঞী! এসো প্রিয়তমে—

[কলম্ব ও মানসীর প্রস্থান।

দারুক। সভাভঙ্গ হ'লো রাজনীতির কচ্‌কচানীতে—মধুরেণ সমাপয়েৎ আর হ'তে দিলে না! দুত্তোর্—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—রাজপথ

গীতকণ্ঠে দুর্ভিক্ষপীড়িত দানবগণের প্রবেশ

গীত

অন্ন দাও—অন্ন দাও, অন্ন দিয়ে বাঁচাও প্রাণ।
ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলে জ্বালা হ'তে কর ত্রাণ।
কালের হাওয়া সৃষ্টি ছাড়া,
ক'রলে যে গো পাগল পারা,
যা হয় নি কখন অমরধামে
কোন্ বিধাতার এই বিধান।
অন্নজল তো দূরের কথা,
গাছে নাই ফল নাইকো পাতা;
কোন্ পাপেতে স্বর্গ হ'লো
আজকে এমন মরুস্থান।

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। [স্বগত] কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ! স্বর্গের আনন্দের হাওয়া একেবারে ঘুরে গিয়ে চারিদিকে তুলেছে কান্নার রোল! কিন্তু কেমন ক'রে এমনটা হ'লো! ত্রিদিবধামে অন্নহীনের হাহাকারধ্বনি, এ যে স্বপ্নের অতীত—ধারণার অতীত!

১ম দানব। কিছু খেতে দাও বাবা, অনাহারে আমরা যে চলচ্ছক্তি হারিয়েছি!

শনৈশ্চর। ধনপতি কুবের যেখানে ভাণ্ডারী, তার কাছে না গিয়ে আমার মত ভবঘুরের কাছে ভিক্ষে চাইছো কেন বাবা? আমার কাছে ভিক্ষে চাওয়া আর শুষ্ক মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে এক-ফোঁটা জলের জন্যে কান্নাকাটি করা দুইই সমান।

১ম দানব। আমাদের সঙ্গে ছলনা ক'রো না বাবা! দানবের ঘরে কোথাও অন্ন নেই, দৈত্যপতির ভাণ্ডার শূন্য। এই হাহাকারধ্বনি শুধু পথে ঘাটে নয়—বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে রাজপুরীতেও, একটা উপায় কর বাবা! তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি দানব নও। হয় তো তুমি কোন ছদ্মবেশী দেবতা। দানবের মত তোমার প্রাণ তো কঠোর নয়, তুমি আমাদের দয়া কর।

শনৈশ্চর। তোমার চোখের যুত আছে দেখ্ছি! এক আঁচড়েই চিনে ফেলেছ আমায় দেবতা ব'লে! কিন্তু বাপধন, দেবতাদের দুর্দ্দশার কথা তোমাদের তো অজানা নয়! রাজ্যহারা, গৃহহারা, সহায়-সম্পদহীন দেবতারা আজ যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ হ'তে দেশান্তরে, বন হ'তে বনান্তরে, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে!

অন্নের সংস্থান তো দূরের কথা, মাথাগুঁজে থাক্‌বার তাদের স্থান-টুকুও নেই। এমন অসহায় সামর্থ্যহীন দেবতার কাছে কি আশা কর্‌তে পার বন্ধু?

১ম দানব। অন্ন না পাই, ভিক্ষা না পাই, পরিতৃপ্ত হ'লাম আমরা আপনার মিষ্ট কথায়—যা সহজ, সরল, প্রাণখোলা, যাতে কপটতার লেশমাত্র নেই। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর দেবতা! আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কাছে তুমিও প্রার্থনা কর দেবতাব হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধাব হোক্। অশান্তিময় ভুবনে আবার শান্তি ফিরে আসুক্।

[পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে দানবগণের প্রস্থান।

শনৈশ্চর। কেমন ক'রে এমনটা হ'লো, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

এ যে বড় শক্ত রোগ, খুঁজে আন রোজা।
নইলে বইতে হবে সাঁঝ-সকাল এম্‌নি ভূতের বোঝা॥
কত বদ্দি হ'লো হদ্দ,
ইয়া গ্যাটা-গোটা মোটা মদ্দ
ক'রে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল চোখ ঠেরে মন বোঝা,
রোগের মত চাই যে ওষুধ নয়কো ঠ্যালা সোজা॥

[প্রস্থান।

কুবেরকে শৃঙ্খলিত করিয়া দুইজন দানবসেনার প্রবেশ

শনৈশ্চর। একি যক্ষপতি, কোন্ অপরাধে তুমি আজ শৃঙ্খলিত?

কুবের। অপরাধ আমার নয় শনৈশ্চর, অপরাধ দানবের অদৃষ্টের!

শনৈশ্চর। দানবের দুরদৃষ্টের ফলে আজ যক্ষপতি অপরাধী—শৃঙ্খলিত! এর কোন যুক্তিই তো ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি নে যক্ষপতি! একের পাপে অন্যের শাস্তি, এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে?

কুবের। হয় শনৈশ্চর, হয়; কার্য্য-কারণের একটু হেরফের হ'লেই অসম্ভবটা সম্ভব হ'য়ে পরে। উৎকণ্ঠা দূর-কর্‌তে চাও? দানব-রাজদরবারে আমার কৈফিয়ৎ শুন্‌লেই তোমার সে উৎকণ্ঠা দূর হবে, তখন বুঝ্‌বে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

শনৈশ্চর। যা যুক্তির বাইরে, তেমন কৈফিয়ৎ আমায় শুন্‌তেই হবে। চলুন যক্ষপতি, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

কলম্বাসুর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলম্বাসুর। দেখিলে তো সেনাপতি,
নগরীর প্রতি গৃহ করিয়া ভ্রমণ
শুধু আর্ত্তরোল ক্ষুধিতের,
হাহাকারে ব্যাপ্ত দশদিশি!
বুঝিতে না পারি—
কেন হেন অঘটন!
চিরশত্রু দেবতা-দানব,

ন্যায় যুদ্ধে জিনিয়া অরাতি
করিয়াছি স্বর্গ অধিকার।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বীর আচরণ,
পাপ তাহে কেমনে স্পর্শিল ?
শুনিয়াছি—রাজ্যে অমঙ্গল
শুধুই রাজার পাপে,
বুঝিতে না পারি—
নাহি আসে ধারণায়—
কোন্ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত আমা হ'তে,
ফলে যার হেন অঘটন !

বজ্রবাহু। আমিও বিভ্রান্ত মহারাজ,
খুঁজিয়া না পাই হেতু—
হেন অঘটন ঘটিল যাহাতে !
মনে হয়—
দেবতার ষড়যন্ত্র পশ্চাতে ইহার।
অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডার
শূন্য তাহা হইল কেমনে ?
সন্দ হয়, কপটী দেবতা
ষড়যন্ত্র করি যক্ষপতি সনে
লুণ্ঠন ক'রেছে তারা কুবের-ভাণ্ডার।
উদ্দেশ্য তাদের—
বলে যবে পারিল না দানব-সংহতি,
করিয়াছে ছলের আশ্রয় !

কলম্বাসুর। অনুমান সত্য মনে লয়!
ত্রিভুবনে নাহি কিছু
দেবের অসাধ্য,
লুণ্ঠনে নাহিক লাজ!
ভাবিয়াছে কপটী বাসব,
অন্নাভাবে তুলি আর্ত্তরোল
বিজয়ী দানবদল
এই ভাবে তিলে তিলে সহি
মরণ যন্ত্রণা নিদারুণ—
চ'লে যাবে মরণের পারে।
কিম্বা যবে
সহ্যের অতীত হবে ক্ষুধার যাতনা,
প্রাণ ল'য়ে পলাইবে
স্বরগ ছাড়িয়া
সদলে আপন বাসে;
মুক্ত হবে দেবেন্দ্রের পথ
ত্রিদিব প্রবেশে।
আদেশ করেছি আমি—
শৃঙ্খলিত করি আনিতে কুবেরে
শুনিবারে মন্তব্য তাহার;
তারপর প্রতিকার করিব ইহার।
এসো সাথে—

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। ব্যর্থ কাম—বিফল প্রয়াস।
গোলোকের নারায়ণ,
সৃষ্টিকর্ত্তা লোক পিতামহ
কেহ নাহি জানে—
কেবা অধিকারী সে মহা-অস্ত্রের!
ওই অস্ত্র বিনা অসম্ভব দানবদলন!
যাই আমি পিতার সকাশে,
উপদেশ ল'য়ে তাঁর ঠাঁই
করিব অচিরে এর বিহিত বিধান।
আশ্চর্য্য দানবী মায়া,
যার বলে আচ্ছন্ন করিল স্মৃতি
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারীর!
জ্ঞাত হ'য়ে বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ
মায়ার প্রভাবে হ'লো স্মৃতির বিভ্রম!

[নেপথ্যে ক্ষুধিত দানবগণ "অন্ন দাও—অন্ন দাও" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

জয়ন্ত। একি! অন্ন দাও—অন্ন দাও বলি
ভাগ্যহীন কারা করে আর্ত্তনাদ?
দেবতা, না দানবের দল?
দেখে যাই পিতৃপাশে যাইবার আগে।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

দারুক সোমরস পান করিতেছিল ; নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ ।—

গীত

চোরাবালি—চোরাবালি—চোরাবালি ।
অভিনব শোভা জন-মনলোভা জীবন-মরণ নিয়ে কেলি ॥
কুলুস্বরে বয় তন্বী-তটিনী, শাখী শিরে গায় বন-বিহঙ্গিনা,
জাগে মনে আশা, কত ভালবাসা,
পিযাসা না মেটে নিরাশা খালি ॥

কলম্বাসুর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলম্বাসুর । স্তব্ধ কর সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা,
স্তব্ধ কর নূপুর-নিক্কণ,
সন্তান-প্রতিম প্রজাকুল
অন্নাভাবে করে হাহাকার ।
ভরিয়া গিয়াছে দিশি
রোদনের রোলে,
জলে স্থলে অনিলে আকাশে—
বাজিছে ব্যথার সুর
দিবা বিভাবরী,

তার মাঝে আনন্দ-উল্লাস
মনে লয়—পৈশাচিক আচরণ !
স্তব্ধ কর— স্তব্ধ কর সব !
ভেঙ্গে দাও উল্লাসের হাট,
ফেলে দাও সুরা—সুরাপাত্র সহ।
কর পণ, পার যদি কোন দিন
ঘুচাতে প্রজার দৈন্য,
মুছাতে বেদনা,
আবার খুলিও তার
নৃত্যশালা দ্বার,
নহে রুদ্ধ হোক্ চিরতরে
আনন্দ আগার দানবের নৃত্যশালা !
নির্ব্বাপিত হোক্ সব আলো
ডুবে যাক্ আনন্দ-নিলয়
সূচীভেদ্য অন্ধকারে।

[পানপাত্র প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিল। সহসা নৃত্য-গীত বন্ধ হইয়া গেল—ভীত ত্রস্ত নর্ত্তকীবৃন্দ যে যেদিকে পাইল পলাইল। দারুক নির্ব্বাক-বিস্ময়ে কলম্বাসুরের দিকে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; কলম্বাসুরের এরূপ মূর্ত্তি সে আর কখনো দেখে নাই।]

কলম্বাসুর। হাঁ ক'রে চেয়ে কি দেখ্‌ছো বন্ধু, সুখের পায়রা তোমরা—দৈত্যরাজের সুখের দিনের সঙ্গী তোমরা, এখানে তো আর তোমাদের স্থান হবে না—যাও নূতন সুখের সন্ধানে। দৈত্য-রাজের দুঃখের নিশা যদি কখনও প্রভাত হয়, তখন আবার এই আনন্দের নৃত্যশালা সরগরম ক'রে তুলবে, যাও—

দারুক। আজ্ঞে, সেই ভাল—সেই ভাল— [প্রস্থান।

কলম্বাসুর। বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। সম্রাট!

কলম্বাসুর। যক্ষপতি কুবেরকে কি তলব করা হয় নি?

বজ্রবাহু। সম্রাটের আদেশে দু'জন দৈত্যসেনাকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে বন্দী ক'রে আন্‌তে—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না এতখানি বিলম্বের কারণ কি!

কলম্বাসুর। এখানেও বোধ হয় কপট দেবতার ষড়যন্ত্র! বজ্রবাহু, আমি যে আর স্থির থাকৃতে পার্‌ছি নে—আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের এই দারুণ দুর্দ্দশা দেখে; রাজপুরীতে যা কিছু আছে, সব আমার প্রজাদের বিলিয়ে দাও। আজ হ'তে পুরীতে রাজভোগও বন্ধ। যেমন ক'রেই হোক্ আমার প্রজাদের বাঁচাতে হবে, প্রয়োজন হয়, গায়ের সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবো—দেহের মাংস একটু একটু ক'রে কেটে তাদের খাওয়াবো। তাদের বাঁচাতেই হবে—তাদের বাঁচাতেই হবে—

মলিনবসনা নিরাভরণা মানসীর প্রবেশ

মানসী। পার্‌বেন না সম্রাট, পার্‌বেন না; আমি সাধ্যমত করেছি-- পারি নি।

কলম্বাসুর। একি বেশ তোমার মানসী? কোথায় গেল তোমার অঙ্গের আভরণ? কোথায় গেল দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর সুবেশ?

মানসী। সন্তানদের সব দিয়েছি, তবু তো কিছু কর্‌তে পার্‌লুম না সম্রাট! কেমন ক'রে তারা বাঁচ্‌বে—কেমন ক'রে তাদের বাঁচাবে?

কলম্বাসুর। দৈত্য-সমাজ্ঞী! প্রিয়তমে! সত্যই তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে আর্ত্তনাদ কঠিল "অন্ন দাও— অন্ন দাও"]

কলম্বাসুর। ওই—ওই আমার অন্নহীন হতভাগ্য প্রজাদের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ! মানসী—মানসী! বজ্রবাহু—বজ্রবাহু! তোমরা বল্‌তে পারো কি উপায় কর্‌বো? ডাকো—ডাকো ঐ সব ক্ষুধিত সন্তানদের—আমি একটু একটু ক'রে কেটে দেবো আমার গায়ের মাংস,—ডাকো—ডাকো—[উত্তেজিতভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।]

দৈত্যসেনা সহ শৃঙ্খলিত কুবের ও শনৈশ্চরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। এই যে ভণ্ড প্রতারক যক্ষ—

কুবের। আমি ভণ্ডও নই—প্রতারকও নই সম্রাট! যক্ষপতি কুবের চিরদিনই প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রতারণা কাকে বলে জানে না।

কলম্বাসুর। অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডার তবে শূন্য কেন যক্ষপতি?

কুবের। সেটা সম্রাটের দুরদৃষ্ট!

কলম্বাসুর। সম্রাটের দুরদৃষ্ট না তোমাদের ষড়যন্ত্র? কপট দেবতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তুমিই ভাণ্ডারের যা কিছু সব স্থানান্তরিত করেছ, নইলে স্বর্গধামে দুর্ভিক্ষ—এ যে ধারণার অতীত!

কুবের। আমি অস্বীকার কর্‌বো না সম্রাট, এক অলক্ষ্য শক্তির

মোহিনী যাদুমন্ত্রে আজ সবই স্থানান্তরিত! কিন্তু সেজন্য দোষী আমি নই সম্রাট!

কলম্বাসুর। তবে কে?

কুবের। আপনি।

কলম্বাসুর। আমি! প্রবঞ্চক যক্ষ, শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে চাও? [দৃঢ়মুষ্টিতে কুবেরের কণ্ঠদেশ ধরিয়া উদ্যত তরবারি হস্তে] বল সত্য ক'রে—কে অপরাধী?

কুবের। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, অপরাধী আপনি—আর কেউ নয়।

কলম্বাসুর। তবুও মিথ্যাকথা!

কুবের। মিথ্যা নয় সম্রাট, আপনার আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য, জন্ম মৃত্যু যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য সম্রাট!

কলম্বাসুর। [কুবেরের কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া] তোমার কথার মর্ম্ম যে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যক্ষপতি, আমায় বুঝিয়ে দাও, কিসে আমি অপরাধী?

কুবের। আপনি সমস্ত দেবাঙ্গনাদের মুক্তি দিয়েছেন?

কলম্বাসুর। হ্যাঁ দিয়েছি।

কুবের। ঐ দেবাঙ্গনাদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা। তিনি ছিলেন দেবরাজ বাসবের গৃহ-মন্দিরে চির-বন্দিনী, তাঁকে মুক্তি দিয়ে যে আপনি সব হারিয়েছেন সম্রাট!

শনৈশ্চর। খুব খাঁটি কথা—একেবারে নির্জ্জলা সত্যি!

কলম্বাসুর। বড় ভুল করেছি! বজ্রবাহু! যক্ষপতিকে শৃঙ্খলমুক্ত

কর—[বজ্রবাহু কুবেরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিল; সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল] ভুল—ভুল, এমন মারাত্মক ভুল কেউ কখনো করে না! [কুবেরের সম্মুখে সহসা নতজানু হইয়া] আমায় মার্জ্জনা করুন যক্ষপতি, আমি মারাত্মক ভুল করেছি, ভুলের উপর ভুল ক'বে আপনাকেও অযথা কষ্ট দিয়েছি! আপনি আমায় ব'লে দিন, কেমন ক'রে আমি এ ভুল সংশোধন কর্‌বো?

কুবের। একমাত্র পন্থা আছে সম্রাট, এ ভুল সংশোধনেব—যদি পারেন।

কলম্বাসুর। আমি পার্‌বো; তাতে যদি জীবন উৎসর্গ কর্‌তে হয়, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হবো না। বলুন যক্ষপতি, কি সে পন্থা?

কুবের। ছলেই হোক্ আর বলেই হোক্, লোকপালন বিষ্ণুর কাছ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছিনিয়ে আন্‌তে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই সম্রাট!

কলম্বাসুর। তাই হবে—
তাই হবে যক্ষপতি!
জীবনে শিখি নি ছলা,
ছলনার লবো না আশ্রয়।
আবাল্য করেছি আমি শক্তির সাধনা,
পারি যদি সেই শক্তি বলে
ছিনায়ে আনিব লক্ষ্মী—
লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর নিকট হ'তে।
অন্যথায় ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন!
অসমর্থ যদি রাজা প্রজার রক্ষণে,

বিফল জীবন তার ;
রাজা নামে দেয় সে কলঙ্ক,
বৃথা ধরে রাজদণ্ড কলঙ্কী অধম।
শোন দানব-সম্রাজ্ঞী,
লক্ষ্মীরে ছিনায়ে ল'য়ে
যত দিন নাহি ফিরি
বিষ্ণুলোক হ'তে,
রাজ্যভার দিনু আমি তোমার উপর।
সেনাপতি বজ্রবাহু রহিল সহায়!
দেখো রাণী, দেখো সুবদনী,
মঙ্গলামঙ্গল সব কিছু
সমর্পিয়া তোমার উপর
লইতেছি বিদায় এক্ষণে।
দেখো রাণী, দেখো প্রজাদের,
বাঁচি যদি, স্বর্গপুরে আনিব কমলা,
দেখা হবে পুনঃ তোমায় আমায়,
অন্যথায় জানিও বিদায় চিরতরে।
এই পিতৃদত্ত মহাশূল সম্বল আমার—
জীবন-মরণ এই মহা সমস্যায়!

[বেগে প্রস্থান।

বজ্রবাহু। আনমনা হ'য়ে আর কি চিন্তা করছো মা, স্মরণ কর স্বামীর দেওয়া গুরু দায়িত্ব; আর সে দায়িত্ব তোমার সম্মুখে—

মানসী। হ্যাঁ, চল বজ্রবাহু— [বজ্রবাহু সহ প্রস্থান।

পর্ব্ব—৩৩

অভিশাপ

শনৈশ্চর। আর দাঁড়িয়ে কেন যক্ষপতি, দুর্ব্বৃত্ত দানবকে তো বাঘের খপ্পরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! এই ফাঁকে দেখি যদি দেবরাজের দেখা পাই, এদিকের যদি কিছু সুরাহা হয়!

কুবের। এতখানি দৃঢ়তা যার মনে, সে ভুবন জয় কর্‌তে পারে।

শনৈশ্চর। আপনি কি মনে করেন, সে বাঘের খপ্পর থেকে ফিরে আস্‌বে?

কুবের। শক্তিতেই হোক্ আর ভক্তিতেই হোক্, আমার বিশ্বাস জয়ী সে হবেই। ভক্তের ভগবান্ নারায়ণ ভক্তের কাছে চির পরাজিত!

শনৈশ্চর। তবে স্বর্গোদ্ধারের কি কোন আশাই নেই যক্ষপতি? দেবতার দুর্দ্দশার কি শেষ হবে না?

কুবের। অন্তর্য্যামীই জানেন। দেবতার চিরশত্রু হ'লেও কলম্বাসুর সর্ব্বগুণের আধার—তাকে জয় করা সহজ সাধ্য নয় শনৈশ্চর!

শনৈশ্চর। তবেই তো, ভাবনাটা যে আরও জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো! তা হ'লে কি করা যায় বলুন তো?

কুবের। করবার কিছু নেই শনৈশ্চর, প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌তে হবে আমাদের সেই সুদিনের—চল্‌তে হবে অদৃষ্ট-চালিত পথে দ্বিধাশূন্য মনে।

শনৈশ্চর। পাথর-চাপা কপাল বাবা, পাথর-চাপা কপাল! চলুন, আর ভেবেই বা কি হবে! ঘানির বলদ, হরদম ঘুর্‌পাক খাই—হরদম ঘুর্‌পাক খাই!

কুবের। চল; ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিষ্ণুলোক—মন্দির-প্রাঙ্গণ

গীতকণ্ঠে বৈকুণ্ঠবাসিনীগণের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠবাসিনীগণ।—

গীত

জয় পতিতপাবন ভুবনপালন কেশিনিসূদন মুরারি।
রাম রঘুনন্দন প্রজানুরঞ্জন রাবণ-নিধনকারী॥
যশোদানন্দন গোপিনীরমণ গিরিগোবর্দ্ধনধারী।
বামনরূপধর দানব-দর্পহারী বলির দুয়ারে দ্বারী॥
কূর্ম্মরূপ ধরি ধরণী পৃষ্ঠোপরি—
প্রলয়পয়োধি হ'তে জগত নিস্তারি
অনাদি অনন্ত তুমি অবতার, যুগে যুগে ভূভারহারী॥

[প্রস্থান

দ্রুতপদে নারায়ণ ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। এমন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মন্দির ত্যাগ ক'রে এলে কেন প্রভু?

নারায়ণ। শুনতে পাও নি লক্ষ্মী, ভক্তের আকুল আহ্বান? ওই—ওই মলয়ানিলে ভেসে আসে সেই আকুল স্বর,—শুনতে পাচ্ছো না তুমি?

লক্ষ্মী। কৈ, না প্রভু!

নারায়ণ। তা জানি কমলা, ভক্তের ডাক সহজে তোমার কানে পৌঁছায় না।

লক্ষ্মী। কথায় কথায় তুমি আমার দোষ দেখ, তুমিও তো বড়

কম যাও না প্রভু! কপট নিদ্রায় যখন প'ড়ে থাকো, তখন একটা কেন, সহস্র ডাকেও যে তোমার ঘুম ভাঙ্গে না!

নারায়ণ। কিন্তু এ ডাক যে সে ডাক নয় প্রিয়তমে, ভক্তের আহ্বানে আজ আমি শুধু আকুল হই নি, আমার মনের ভেতর উঠেছে তুমুল ঝড়; আশঙ্কা হ'চ্ছে, বুঝি এটা একটা মহা অনর্থের স্থচনা।

লক্ষ্মী। অনর্থের স্থচনা! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না প্রভু! আদরের ভক্ত আস্‌ছে তোমার কাছে, তার আগমন তো আনন্দের, এতে অনর্থের আশঙ্কা কেন প্রভু?

নারায়ণ। হিরণ্যকশিপুও ছিল আমার প্রিয় ভক্ত, সে কি আমায় কম উত্যক্ত করেছে—আমার পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে নির্য্যাতন ক'রে?

লক্ষ্মী। আমি আজও বুঝ্‌তে পারি নে, বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু কেমন ক'রে হ'লো তোমার ভক্ত। জীবনে একটা দিন একটীবারের জন্যও তো সে দুরন্ত দানব তোমার নাম মুখে আনে নি, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করেছে তোমার শত্রুতা—তথাপি সে হ'লো তোমার ভক্ত? তোমার লীলা-মহিমা বোঝা ভার।

নারায়ণ। সে যে শত্রুভাবেই আমার আরাধনা করেছিল লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। শত্রুভাবে আরাধনা! চমৎকার! চ'বুক মেরেও ইষ্ট-দেবতার পূজা হয় নাকি প্রভু?

নারায়ণ। ভুলে যাচ্ছো কেন লক্ষ্মী, পূজার অর্ঘ অন্তরের ভক্তি—হাতের চাবুক নয়! ভক্ত ভৃগু যে পদাঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছিল, মনে পড়ে না? সেই পরম ভক্তের পদাঘাত-চিহ্ন আমার বুকের কৌস্তুভমণি, যা বুকে ধারণ ক'রে আজ আমি ধন্য!

লক্ষ্মী। অনন্তদেব, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার! তোমার লীলার অন্ত পাওয়া ভার! যাক্ ও কথা, এখন আমার একটা সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌বে কি প্রভু?

নারায়ণ। কিসের সন্দেহ লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। তোমার এই ভক্তটীর সম্বন্ধে তোমার এতখানি আকুলতা কেন? কিসের অনর্থ আশঙ্কা কর্‌ছো তুমি?

নারায়ণ। তা আমি এখনো ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। অন্তর্য্যামী দেবতা, তুমি ধারণা কর্‌তে পার্‌ছো না?

নারায়ণ। না; মনে হ'চ্ছে, কি যেন আমি হারাবো! আমার অন্তরের ভেতরে উঠেছে একটা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার!

লক্ষ্মী। কে এ ভক্ত প্রভু?

নারায়ণ। কলম্বাসুর।

লক্ষ্মী। আর কিছু বল্‌তে হবে না, এইবার আমি বুঝেছি, কিসের আশঙ্কা কর্‌ছো তুমি। অমরাবতীর চির-বন্দিনী কমলাকে মুক্তি দিয়ে মূর্খ দানব অমরার যে সর্ব্বনাশ করেছে, সে আস্‌ছে তার সেই মহা-ভুলের সংশোধন কর্‌তে, আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে।

নারায়ণ। তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে!

কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। অবিকল! আমার আসার উদ্দেশ্যই তাই বৈকুণ্ঠপতি!

নারায়ণ। অসম্ভব! এ হ'তে পারে না।

কলম্বাসুর। কিন্তু হ'তেই হবে নারায়ণ, মা কমলাকে আমি চাই!

নারায়ণ। চাই বল্‌লেই কি অমনি পাওয়া যায়?

পুরাণের অভিশাপ

কলম্বাসুর। হ্যাঁ, চাইলেই পাওয়া যায়, আর সেটা লোকপালন বৈকুণ্ঠপতিরও অজানা নয়।

নারায়ণ। চাওয়ারও একটা সীমা আছে মূর্খ!

কলম্বাসুর। অসীমের কাছে চাওয়ার মাত্রাটা সীমাহীন হওয়া অসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ এ চাওয়া আমার নিজের জন্য নয়—আমার আশ্রিত সন্তানতুল্য প্রজাদের জন্য। যার অভাবে আজ আমরা শ্রীহীন, নিরপরাধ নিরীহ প্রজাবৃন্দ আজ দুর্দ্দশার অধস্তন স্তরে নেমে গিয়েছে, ক্ষুধার জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়্ছে, তাদের জন্যই চাই আমি কমলাকে।

নারায়ণ। তোমার প্রজারা বাঁচুক্ আর মরুক্ তাতে অমার কি? আমি কেন আমার পত্নীকে ছেড়ে দেবো?

কলম্বাসুর। তোমার কি? তোমারই তো সব। মুছে দাও তোমার ভুবন-পালন নামটা তোমার একরাশ নামের তালিকা থেকে; তার পর বিবেচনা কর লক্ষ্মীকে ছেড়ে দেবে কি না। কিন্তু শোন নারায়ণ, আমি তোমার কোন বিবেচনার ধার ধারি না, আমি কমলাকে চাই—

নারায়ণ। আমি দেবো না।

কলম্বাসুর। তা হ'লে ধর তোমার বিশ্বধ্বংসী সুদর্শন, অবরোধ কর কমলার গমনের পথ, আমার শক্তি থাকে আমি তাঁকে নিয়ে যাবো।

নারায়ণ। বিশ্ববিধ্বংসী সুদর্শনের বেগ তুমি সহ্য করতে পারবে কলম্বাসুর! তোমার এ দুঃসাহস মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা!

কলম্বাসুর। মরতে আমি ভয় করি নে নারায়ণ! হয় মরবো—নয় কমলাকে আমি নিয়ে যাবো। দুইয়ের একটা হবেই। নাও, ধর সুদর্শন।

নারায়ণ। তুমি তো ভারি নেই-আঁকড়ে দেখ্‌ছি হে! সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চাইছো?

কলম্বাসুর। ওই—ওই—

এখনো বাজিছে কানে
মর্ম্মভেদী হাহাকার
দীন প্রজাদের!
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ বৎসগণ,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মৃত্যুপণে নারায়ণে
করেছি আহ্বান সম্মুখ সমরে,
জয় পরাজয় দেখি
কাহার ললাটে কিবা!
ধর সুদর্শন হে সুদর্শনধারী,
মরণের ক্ষণ ব'য়ে যায়!

নারায়ণ। মৃত্যুকামী পতঙ্গ যেমতি
মরিবারে ধায় বহ্নিমুখে,
মরণ কামনা তোর
তেমতি দানব!

[নারায়ণ সুদর্শন লইয়া আক্রমণ করিলেন, কলম্বাসুর পিতৃদত্ত মহাশূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর নারায়ণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন; কলম্বাসুর শূলহস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

লক্ষ্মী। তাই তো, তুমুল সংগ্রাম বেধে উঠ্‌লো! কে জানে জয় পরাজয় এখন কোন্ দিকে!

রিক্তহস্তে ব্যস্তভাবে নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। কমলা!
লক্ষ্মী। একি প্রভু, রিক্ত ফিরে এলে?
কোথা গেল সুদর্শন তব?
নারায়ণ। দুর্ব্বার দানব রণে
মহাঋষি কশ্যপ প্রদত্ত মহাশূল
গতিহীন নিমেষে করিল
বিশ্বধ্বংসী সুদর্শনে।
শম্ভু-শূল পাশুপত বিনা
নাহি কোন অস্ত্র ত্রিভুবনে
নিবারিতে পারে কালানল
কশ্যপ শূলের!
কি করি?
কি হবে উপায় প্রিয়তমে?
দানবকবল হ'তে
কেমনে রক্ষিব তোমা বরাননে?
লক্ষ্মী। ইচ্ছা তব বিদায়িতে ভক্তের কারণ,
তাই এই স্বেচ্ছাকৃত হীন পরাজয়!
জগত কারণ তুমি ইচ্ছাময়,
ত্রিভুবনে কাহার শকতি—

বাধা দিতে তোমার ইচ্ছায় !
যথা ইচ্ছা কর তুমি,
অবলা রমণী আমি—
সর্ব্বদা চালিত ইঙ্গিতে তোমার ।

নারায়ণ । না—না, ভুল বুঝিও না
মোরে বরাননী !
জ্ঞানহারা দিশেহারা আমি
এই হীন পরাজয়ে !
তুমি বুদ্ধিমতী—
ছলাকলা নিপুণা কামিনী,
কর তুমি সদুপায়
যাহে লক্ষ্মীহারা নাহি হয়
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ।

লক্ষ্মী । নির্লজ্জ কপটী,
কপটতা আমা সনে কেন ?
রমণী সহায়হীনা চিরদিন,
স্বামীই রক্ষক তার—
আজি একি বিপরীত রীতি ?
অসমর্থ যদ্যপি রক্ষিতে
আপন বনিতা,
দাও অনুমতি, যাই ফিরি
স্বর্গপুরে দানবের সনে ।

নারায়ণ । দানব-বিজিত আমি,

সাধ্য কি আমার
বৈকুণ্ঠে বাঁধিয়া রাখি!

কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। কোথা গেল বিশ্বধ্বংসী সুদর্শন,
ফেলি যাহা রণে ভঙ্গ দিয়ে
এলে পলাইয়ে রমণী অঞ্চল আড়ে
লইতে আশ্রয়?
আর কেন, মিটেছে তো সমরের সাধ?
দাও এইবার লক্ষ্মীরে তোমার,
ল'য়ে যাই স্বর্গপুরে।

লক্ষ্মী। আমার কারণ বুঝি এ মহাসমর?
আমারে লইয়া যাবে স্বর্গপুরে?

কলম্বাসুর। হ্যাঁ মা, রণ অবসান,
পরাজিত নারায়ণ;
তুমি মা বিজয়-লক্ষ্মী এ মহা-আহবে,
তোমাকেই নিয়ে যাবো স্বর্গধামে।

লক্ষ্মী। এনেছ কি সুযোগ্য বাহন
কিম্বা উপযুক্ত যান নারায়ণী তরে,
যাহে গৌরব তাহার
ক্ষুণ্ণ নাহি হবে?

কলম্বাসুর। ঠিক এই ছল একদিন
ক'রে ছিল তোমার কপটী স্বামী

দৈত্যদ্বারে ভিক্ষার্থীর বেশে
মাগিয়া ত্রিপাদ ভূমি
দৈত্যরাজে ফেলিয়া বিপাকে
চাহি স্থান তৃতীয় পদের।
মাথা পাতি বলিরাজ
স্থান দিল তৃতীয় পদের।
সেই দৈত্যকুলে জনম আমার,
আমারে ছলিবে মাতা তুমি ?
অকৃতি সন্তান আমি,
কোথা পাবো সুযোগ্য বাহন ?
কমলার উপযুক্ত যান—
মুক্ত শির পেতে দিনু চরণের তলে ;
রাঙ্গা পা দু'খানি তুলে দে মাথায়,
মহানন্দে শিরে ধরি
কমলারে ল'য়ে যাই ত্রিদিব-নগরী।

লক্ষ্মী। ভক্ত কলম্বাসুর! বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আজ হ'তে তোমার চির বন্দিনী—

কলম্বাসুর। ভক্তের ভগবান্, তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার!

[লক্ষ্মীকে লইয়া কলম্বাসুরের প্রস্থান।

নারায়ণ। ভক্ত! তোমারি জয়—ভক্তের কাছে আমি চির পরাজিত—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ

ইন্দ্র, যম, বরুণ ও শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র। দুর্ব্বার নিয়তি!
ভাগ্যহীন দেবতার দল;
তাই স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত বার বার।
এত যদি সহিতে হইবে,
কেন অমরত্ব লভিল দেবতা!
বার বার হতমান দানবসকাশে,
বহি শিরে হিম বর্ষা তাপ,
বন হ'তে বনান্তরে নিয়ত ভ্রমণ
তাড়িত শ্বাপদ সম,
ভাল ছিল এ হ'তে মরণ!
ভুঞ্জিতে হ'তো না এত দুঃখ তাপ জ্বালা!

যম। অসহ্য—অসহ্য এই অপমান!
বুঝিতে না পারি
কোন্ শক্তি
শক্তিমান্ করিল দানবে।
মনে হয়, সুনিশ্চয়

লঘুচেতা দুর্ব্বল দেবতা কোন
দিয়া বর—
শক্তিমান্ করেছে দানবে
নির্য্যাতিতে দেবকুল !
ইচ্ছা হয়,
এই দণ্ডে ছিঁড়ি মুণ্ড তার
পর্ব্বতশিখর হ'তে নিক্ষেপি ভূতলে ;
ঘুরুক ভুবনময় কবন্ধের মত !

ইন্দ্র। বৃথা রোষ কর তুমি দেবতার প্রতি।
কি দোষ তাহার ?
প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ
মহান্ কর্ত্তব্য দেবতার
আত্মপর শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি।
এই গুণে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ভুবনে।
দেবতার দ্বার হ'তে প্রার্থী যদি
ফিরে যায় ব্যর্থ মনোরথে,
দেবের কলঙ্ক তবে
রটিবে ভুবনময় !
কেহ না লইবে মুখে দেবতার নাম।
মানি লও অদৃষ্টের ফল,
তাই মোরা ভুঞ্জি এ যাতনা।

বরুণ। এই বদান্যতা
দেবতার সর্ব্বনাশ হেতু

নাহিক সংশয়।
বুদ্ধি দোষে আপনি হানিযা
কুঠাব আপন পায়
অদৃষ্টের পবে
চাপায়ে সকল দোষ
হয় যদি নিশ্চিন্ত দেবতা,
বলিবার কিছু নাহি আব।

শচী। সর্ব্বথা মানিতে হবে
অদৃষ্টেব লেখা।
দৈববল লাভ সুকৃতিব ফল,
এই সে আশ্বাসবাণী চিবন্তন
নির্য্যাতিত দেবতার।
সুখে দুঃখে সঙ্গিনী তোমার
আমি সর্ব্বকালে,
উপদেশ তব সম্বল আমার
জীবন-কর্ত্তব্য-পথে,
তাই কিছু নাই বলিবার।

ইন্দ্র। বুঝিয়াছি দেবেন্দ্রাণী,
কি বেদনা অন্তরে তোমার!
কিন্তু নাহিকো উপায়;
একমাত্র ব্যথাহারী বিনা
নাহি কেহ নিবারিতে ব্যথা।

যম। চমৎকার অনুযোগ,

প্রতিকার আরও চমৎকার !
ব্যথাহারী বিনা
নাহি কেহ নিবারিতে ব্যথা !
বুঝিতে না পারি কেবা সেই ব্যথাহারী,
যার ঠাঁই শরণ লইতে হবে !
দেবকুল এতই দুর্ব্বল যদি,
কেন বৃথা গর্ব্ব আস্ফালন,
কেন দেবত্বের অহমিকা তাহাদের ?
এতই দুর্ভোগ যদি প্রাক্তনের লেখা,
ত্রিদিবের সুখ-সম্ভোগের আশা
ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ চিরতরে।

ইন্দ্র। বৃথা অনুযোগ,
বৃথা অভিমান তব মৃত্যুপতি !
বলিয়াছি আগে দুর্ব্বার নিয়তি—
কেহ না বারিতে পারে।
ইঙ্গিতে তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ,
তুমি আমি এ তিন ভুবন
চালিত সবাই ওই নিয়তি-নির্দ্দেশে।

জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। পিতা !—

ইন্দ্র। এই যে কুমার !

কি সংবাদ পুত্র ?
পেয়েছ উপায় কিছু ?

জয়ন্ত। মৃত্যুঞ্জয় ভোলানাথে ভেটি
লয়েছি সংবাদ—
শিবশক্তি মহাশূল পাশুপত বিনা
কলম্বের নাহি পরাজয়,
যতক্ষণ রবে করে তার
ঋষিদত্ত শূল ভয়ঙ্কর।
কিন্তু বিস্ময় মানিনু পিতা,
শুনি বাণী মহেশের।

ইন্দ্র। কি হেতু বিস্ময় পুত্র ?

জয়ন্ত। মহাশূল পাশুপত অধিকারী
নন ভোলানাথ,
কোন্ জন—স্মরণে না আসে তাঁর—
তুষ্ট করি তাঁরে
লভিয়াছে মহাশূল পুরস্কাররূপে !

ইন্দ্র। পশুপতি পাশুপত দিলেন যাহারে
বিস্মৃত তাহার নাম ?

যম। ভাঙ্গড়ের সকলি সম্ভব !
দিবানিশি বিভোর নেশায়
হারা হ'য়ে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান !
স্মৃতির জঞ্জাল ভার
কেন অকারণ বহিবেন তিনি ?

ইন্দ্র। পাশুপত অস্ত্রের সন্ধান
ঐখানেই হইল কি শেষ ?

জয়ন্ত। না পিতা,
ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক ভ্রমিয়া আসিনু,
না পাইনু অস্ত্রের সন্ধান ;
লোক পিতামহ কিম্বা নারায়ণ
কেহ নাহি জানে
অধিকারী কেবা সে অস্ত্রের।

যম। লোক পিতামহ আর নারায়ণ
এঁরাও কি ত্রিলোচন সম
হয়েছেন নেশার সেবক ?
তাই বুঝি সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েও
বিভ্রান্তি মনের এত !

ইন্দ্র। ধর্ম্মরাজ !
হেন বাণী তোমারে না সাজে।
কহি নিন্দাবাণী অকারণ
ধর্ম্ম যদি নিজে অধর্ম্মে প্রশ্রয় দেয়,
নাহি ক্ষোভ ইহা হ'তে আর।

শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে দেবরাজ, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে।

ইন্দ্র। তুমি কি বল্‌ছো শনৈশ্চর ?

শনৈশ্চর। বেটা দানব নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে—ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়্‌ছে!

যম। কি রকম—কি রকম?

শনৈশ্চর। রকম খুবই ভাল—বেটা গর্দ্দভরাজ দেবাঙ্গনাদের সঙ্গে মুক্তি দিয়েছে দেবমন্দিরের অচলা লক্ষী-ঠাকুরুণকে; ব্যস্—আর যায় কোথা! কুবেরের ভাণ্ডার ফাঁক—অন্নাভাবে স্বর্গরাজ্যে উঠেছে হাহাকার—পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানেই যাবেন, শুন্‌বেন শুধু দানবদলের "অন্নদাও—অন্নদাও" রব! ভারি মজা হয়েছে দেবরাজ! বাছাধনদের আর বেশীদিন স্বর্গধামে টেঁকে থাক্‌তে হ'চ্ছে না! পাত্তাড়ি গুটিয়ে সুরু সুরু পাতালপুরে ফিরে যেতে্‌ হবে। সেইজন্যেই তো বল্‌ছি দেবরাজ, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে!

ইন্দ্র। কিন্তু—

শনৈশ্চর। এতে আর কিন্তু নেই দেবরাজ, রাক্ষুসে ক্ষিদে যাদের, তারা জঠরের জ্বালা সইবে ক'দিন? পালাতেই হবে, এ আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি।

ইন্দ্র। তাতেই কি স্বর্গ-সিংহাসন নিরাপদ হবে মনে কর শনৈশ্চর? ঝটিকাবর্ত্তের মত কখন্ এসে নূতন ভাবে অত্যাচার সুরু করবে কে জানে? তা ছাড়া কমলার আবাহন আমাদেরও প্রয়োজন হবে শনৈশ্চর! লক্ষ্মীহীনা স্বর্গপুরী যে শ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক!

শনৈশ্চর। তবেই তো! তা হ'লে হাতে পেয়েও বেটাদের কায়দায় আনা গেল না যে!

জয়ন্ত। তা হ'লে উপায় কি পিতা?

অদিতির প্রবেশ

অদিতি। তোমাদের হাতের কাছে উপায় থাক্‌তে তোমরা ত্রিভুবন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছো উপায়ের সন্ধানে?

ইন্দ্র। এ কি দেবমাতা! কি উপায় আছে মা? হাতের কাছে বল্‌ছো—কি সে উপায় জননী?

অদিতি। তুমি তো ছুটে বেড়াচ্ছো পাশুপত অস্ত্রের সন্ধানে? তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ—পাশুপত অস্ত্রের অধিকারী তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!

ইন্দ্র। ঠিকই তো—ঠিকই তো! এতখানি ভুল—এতখানি ভুল শুধু আমার নয়, সমগ্র দেবতামণ্ডলীর! ধিক দেবতামণ্ডলীর স্মৃতি-শক্তিকে! দেবগণ, আমরা যাঁর অপার্থিব কৃপায় আজ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি, এসো, আমরা সেই পরমপূজ্যা দেবমাতার চরণস্পর্শ ক'রে ধন্য হই।

[সকলে অদিতিকে প্রণাম করিল।]

অদিতি। জয়যুক্ত হও বৎসগণ! [প্রস্থান।

ইন্দ্র। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন নিমন্ত্রিত হ'য়ে গন্ধর্ব্বরাজের গৃহে অবস্থান করছে, তাকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা কর জয়ন্ত!

জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা পিতা!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এসো দেবগণ, আমরা আবার যুদ্ধের আয়োজন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গন্ধর্ব্বলোক—পথ

গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব্বকুমারীগণের প্রবেশ

গন্ধর্ব্বকুমারীগণ।—

গীত

গগনের ললাটখানি সোনার রঙে রাঙিয়ে দিলে কে।
তটিনীর কালো জলে সোনা ছড়িয়েছে॥
সোনার ঐ লহরগুলি,
গায়ে গায়ে ঢলাঢলি,
শাখী'পরে সোনার পাখী পাখা মেলেছে॥
সোনালী রঙ ফলানো বসনে অঙ্গ ঢাকা,
রূপসী জলকে চলে মু'খানি চারু বাকা,
পথে বঁধু চাউনি বাঁকা চেয়ে রয়েছে॥

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন ও গন্ধর্ব্বরাজের প্রবেশ

অর্জ্জুন। এত আদর, এত যত্ন, এমন আতিথেয়তা—আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে গন্ধর্ব্বরাজ! এই গুণেই আপনি মহিমা-মণ্ডিত গন্ধর্ব্বলোকের সম্রাট।

গন্ধর্ব্বরাজ। বড়ই বাড়িয়ে বল্‌ছো বাবাজী, বড়ই বাড়িয়ে বল্‌ছো। যতখানি বাড়িয়ে বল্‌ছো তুমি, ততখানি গুণ আমার নেই। তোমার মত সঙ্গী পেয়ে দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটে গেল, আজ তোমাকে বিদায় দিয়ে প্রাণটার ভেতর যেন খাঁ-খাঁ কর্‌ছে।

অর্জ্জুন। স্নেহের চোখে দেখেছেন পুত্রের মত, তাই এ ব্যথা। বিদায়ের ব্যথা আপনারও যতখানি, আমারও তার চেয়ে কম হবে না।

গন্ধর্ব্বরাজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা তুমি বল্‌তে পারো বাবাজী! মনে করেছিলাম, না—থাক্, তুমি কি শীঘ্রই মর্ত্ত্যে ফিরে যাবে?

অর্জ্জুন। সেটা দেবরাজের অনুমতি সাপেক্ষ। কিন্তু কেন বলুন তো?

গন্ধর্ব্বরাজ। আমায়ও একবার মর্ত্ত্যে যেতে হবে কিনা তাই।

অর্জ্জুন। প্রয়োজন?

গন্ধর্ব্বরাজ। তা একটু আছে বৈকি। তবে আসল কথাটা বলি শোন বাবাজী! তোমাদের মর্ত্ত্যধামে বিরাটরাজ তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গোধন সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, আমি তার কাছে কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী চেয়েছিলাম। হাজার হোক্ রাজা আমি—গন্ধর্ব্বলোকের একচ্ছত্র সম্রাট—মর্ত্ত্যবাসী মানবের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের—দাম্ভিক নৃপতি আমার সম্মান রাখ্‌লে না; আমি সে অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

অর্জ্জুন। এ যে আপনার অন্যায় মহারাজ!

গন্ধর্ব্বরাজ। অন্যায় কিসে?

অর্জ্জুন। আপনি প্রার্থী, আর সে দাতা; দান দাতারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—প্রার্থীর ইচ্ছার উপর নয়। দাতা যদি বিমুখ হন্, তাতে প্রার্থীর অপমান হয় না, হয় তো একটু দুঃখ হ'তে পারে; আমার মতে সে দুঃখ হওয়াটাও অন্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ। অন্যায় নয়—অপমান নয়?

অর্জ্জুন। না।

গন্ধর্ব্বরাজ। তুমি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে বিচার কর্‌ছো না, মর্ত্ত্য-বাসী মানব তুমি, তাই তোমার টান স্বজাতির দিকে। অমরায় প্রথম যে দিন তোমায় দেখেছিলাম, তোমার কথা—তোমার বীরত্বের কাহিনী শুনেছিলাম—আমার ধারণা হয়ে ছিল অন্যরূপ, তাই পরম আগ্রহে তোমায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম এই গন্ধর্ব্বপুরে। মনে করে-ছিলাম যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে দাম্ভিক বিরাটরাজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমায় আমন্ত্রণ কর্‌বো বন্ধুভাবে আমার সহায়তা কর্‌তে। কিন্তু—না, যাও অকৃতজ্ঞ মানব, তুমি অবিলম্বে আমার রাজধানী ত্যাগ কর, নইলে—

অর্জ্জুন। নইলে, না—থাক, যান গন্ধর্ব্বরাজ, আপনার রাজ্যে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌বো না, তবে যাবার সময় ব'লে যাই, শুনে যান গন্ধর্ব্বপতি, আমার জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য আমি, কখনও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিই নি—দেবো না। আপনার এই দুরভিসন্ধির কথা আমি বিরাটরাজকে জানিয়ে দেবো, আর যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁর গোধনরক্ষায় আমি তাঁকে সাহায্য কর্‌বো।

গন্ধর্ব্বরাজ। বটে অকৃতজ্ঞ! আচ্ছা, দেখে নেবো—[স্বগত] ইস্, কেঁচো খুঁড়্‌তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো যে!

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এমন জঘন্য প্রবৃত্তি এই গন্ধর্ব্বরাজের! এরাই আবার গর্ব্ব ক'রে বলে, এরা মানবজাতির উচ্চস্তরে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এ কি, কুমার জয়ন্ত?

জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। আমি আপনাকে নিতে এসেছি দেবতাকে সাহায্য করতে; দুর্ভাগ্যবশতঃ দেবতারা আজ স্বর্গহারা।

অর্জ্জুন। দেবতারা স্বর্গহারা!

জয়ন্ত। হ্যাঁ তৃতীয় পাণ্ডব, দুর্ব্বৃত্ত কলম্বাসুর স্বর্গ অধিকার করেছে। দৈববলে বলীয়ান সে, একমাত্র পাশুপত অস্ত্র ভিন্ন সে ত্রিভুবনে অজেয়।

অর্জ্জুন। পাশুপত—পাশুপত? হাঃ-হাঃ-হাঃ! চল কুমার, আমায় দেখিয়ে দেবে চল কোথায় সে দুর্জ্জয় অসুর। পাশুপত—পাশুপত—কলম্বাসুরের মৃত্যুবাণ পাশুপত—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[জয়ন্তসহ বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

অগ্রে পূর্ণকুম্ভ মস্তকে লইয়া কলম্বাসুর ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। আব কত দূব যেতে হবে কলম্ব?

কলম্বাসুব। আব দূব কোথায় মা, ঐ দেখা যাচ্ছে প্রাসাদ-শিখব—ঐ যে, ঐ তোমাব মন্দিবেব শিখবদেশে সুবর্ণ কলস বালারুণ-বাগে বঞ্জিত হ'যে উঠেছে।

লক্ষ্মী। আমি যে বড ক্লান্ত হ'যে পড়েছি—

কলম্বাসুব। তোমাব ক্লান্তি। এ যে কল্পনাব অতীত। জীবেব শ্রান্তি ক্লান্তি জীবনেব সমস্ত অবসাদ, সকল ব্যথা-বেদনাব শান্তি হয যাঁব কোমল কবেব স্নেহপবশ পেযে, আজ তাঁব ক্লান্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ক্ষীবোদ-তনযা,
ক্লান্তি অবসাদ ভানে
চাহ তুমি মোবে ভুলাইতে?
বুঝিয়াছি, ইচ্ছা তব
লোকালয় হ'তে দূবে
লভিবাবে চিব-বিশ্রামেব স্থান—
দানবেব পুবী
কমলার বাসেব অযোগ্য বলি।
মূর্খ নহে কলম্ব-অসুব,

...রের অভিশাপ

স্বামী তব ছলাময় জানে সর্ব্বজন,
তুমি ছলাময়ী,
পতির পদাঙ্ক ধরি গতিবিধি তব।
শোন ছলাময়ী দেবী,
ছলনায় না ভুলিব তব।
সত্য যদি শ্রান্তি ক্লান্তি
অবসন্ন করিয়াছে তোমা,
অসমর্থ যদি পাদক্ষেপে,
এই শির দিলাম পাতিয়া
ও রাজীব চরণের তলে।
রাখ ও চরণ যুগল শিরোপরি মোর,
ল'য়ে যাবো তোমা
কক্ষে ল'য়ে পূর্ণ কুম্ভ
অতি সযতনে।

লক্ষ্মী। ভক্তিতে জিনিলে তুমি
দানব-ঈশ্বর,
বৈকুণ্ঠপতিরে আজি কমলার সহ।
এই ভক্তি গুণে
একদিন দানব-ঈশ্বর বলি
জিনেছিল ছলাময় নারায়ণে,
বামন রূপেতে যিনি
ভিক্ষার্থী সাজিয়া
গেলেন বলির দ্বারে

মাগিতে ত্রিপাদ ভূমি।
সেই বংশে লভিয়া জনম,
ভক্তি গুণে তুমি পুত্র,
আমায় বাঁধিলে আজি।
যতদিন রবে তুমি ত্রিদিব-ঈশ্বর,
অচলা হইয়া রবো মন্দিরে তোমার।

কলম্বাসুর। তবে ছাড়ি ছলা
আয় মা কমলা,
নবভাবে নবরূপে সাজি
পূরাতে ভক্তের সাধ
ভক্তের মন্দিরে।

[নেপথ্যে মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি]

গীতকণ্ঠে পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে
দৈত্যবালাগণের প্রবেশ

দৈত্যবালাগণ।—

গীত

ওগো ক্ষীরোদ তনয়া, আয় মা আয়।
শূন্য র'য়েছে মন্দির তোর পূর্ণ করিতে তায়।
অমরার পুরী হয়েছে আঁধার,
হা অন্ন হা অন্ন ওঠে হাহাকার,
দানবের চোখে ঝরে শতধার,
কে আছে নিভাতে যাতনায়।

শুষ্ক শাখী শাখা নাহি পুষ্প ফল,
স্রোতস্বিনী মরু নাহি তাতে জল,
আজি নূপুরধ্বনিতে পুষ্পিত ফলিত
পুলক নাচিছে মন্দ হাওয়ায় ॥

কলম্বাসুর। আরও জোরে—আরও জোরে শঙ্খধ্বনি কর। তোমাদের এই উল্লাস-আবাহনের গীতধ্বনি ছুটে যাক্ দিক হ'তে দিগন্ত—লোক হ'তে লোকান্তর! ত্রিভুবনবাসী দেখুক্ ভুবনবিজয়ী কলম্বাসুর আজ শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণকে জয় ক'রে কমলাকে ছিনিয়ে এনেছে দানবের পূজা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে। আয় মা কমলা, তোর শূন্য মন্দিরে তোকে প্রতিষ্ঠা ক'রে আজ আমি ধন্য হই।

লক্ষ্মী। বৎস! আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—

[অগ্রে শঙ্খধ্বনি সহ ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে দৈত্য-বালাগণ যাইতে লাগিল—তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ণকুম্ভ শিরে হস্ত প্রসারিত করিয়া লক্ষ্মীকে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রে কলম্বাসুর ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রস্থান]

———

চতুর্থ দৃশ্য

অমরাবতী—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

মানসী ও বজ্রবাহু কথোপকথন করিতেছিলেন। নেপথ্যে নগরবাসী পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকাগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল—"অন্ন দাও—অন্ন দাও"।

মানসী। আর যে শুন্‌তে পারি না বজ্রবাহু! রাজভাণ্ডারে কি আর কিছুই নেই?

বজ্রবাহু। না মা, ভাণ্ডারে আর খাদ্যের একটী দানাও নেই; যা কিছু ছিল, সবই বিলিয়ে দিয়েছি। পর্ব্বতপ্রমাণ খাদ্যের যেখানে প্রয়োজন, নগণ্য দু'টী দানায় কার ক্ষুন্নিবারণ হবে মা?

মানসী। তবে কি হবে বজ্রবাহু? ভাণ্ডারের একটী কণাও আমি স্পর্শ করি নি—তিন দিন অনাহারে কাটাচ্ছি—তবুও তো কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না বজ্রবাহু! রাজ্যের ভার, প্রজারক্ষার ভার স্বামী আমার উপর দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি যে কিছুই কর্‌তে পার্‌ছি না! ওঃ, কি করি! কি করি!

চাবুকহস্তে শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। অনুমতি দিন মহারাণী, আমি ঐ হা-ঘ'রে বেটাদের সায়েস্তা ক'রে দিই—

মানসী। কি কর্‌বে তুমি?

শনৈশ্চর। সায়েস্তা ক'রে দেবো, যাতে আর ট্যাঁ-ফোঁ কর্‌তে না পারে।

মানসী। তার মানে? তুমি কি কিছু আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে এনেছ?

শনৈশ্চর। এনেছি বৈকি, একেবারে পাকা মাল—একবার খেলে আর খাবার নামটি কর্‌বে না।

বজ্রবাহু। শনৈশ্চর! মনে রেখো এ বিদ্রূপের সময় নয়।

শনৈশ্চর। বিদ্রূপ কেন, আমি স্বরূপ বল্‌ছি। [চাবুক উদ্যত করিয়া] এর এক একটা ঘা খেলে আর খেতে চাইবে না—যে যার ঘরে পালাবে। বলি, প্রাণ বড় না ক্ষিধে বড়?

মানসী। দেবতার আবরণে দেহ ঢেকে মূর্ত্তিমান্ পিশাচ তুমি কোথা থেকে এলে? বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শনৈশ্চর। ওরে বাপ রে! [স্বগত] কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছি, তাই কোন ব্যাটা এদিকে ঘেঁস্‌তে পারে নি। আমিও যাবো আর দিয়ে যাবো বেটাদের লেলিয়ে। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে ঘন ঘন আর্ত্তধ্বনি "অন্নদাও—অন্নদাও"।]

মানসী। কি করি—কি করি! ব'লে দাও না বজ্রবাহু একটা উপায়! তুমিও কি আজ শত্রুতা কর্‌ছো? বল—বল।

বজ্রবাহু। কোন উপায়ই তো ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে মা!

মানসী। তাই তো! তবে কি হবে? কি কর্‌বো?

[ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল "অন্ন দাও—অন্ন দাও"]

মানসী। অন্ন নেই—কিছু নেই; মহারাণী আজ নিঃস্ব। তোমরা যাও—কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাও—অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে

যাও, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি। যেমন শুন্‌ছি তোমাদের আর্ত্তস্বর, তেমনি শুন্‌বো তোমাদের অভিশাপবাণী! না—না, দাঁড়াও তোমরা—যেয়ো না, পেয়েছি—উপায় খুঁজে পেয়েছি। বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। মা!

মানসী। তোমার তরবারিতে তীক্ষ্ণ ধার আছে তো?

বজ্রবাহু। আছে বৈকি মা!

মানসী। কৈ দেখি।

বজ্রবাহু। [তরবারি দিল।]

মানসী। [তরবারি লইয়া] এসো, তোমরা এগিয়ে এসো; ভয় নেই, কাকেও হত্যা কর্‌বো না। হাত পাত, যে রক্তপান কর্‌বে—অঞ্জলি-বদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াও, যে মাংস খেতে চাও—হাত পাত, আমি আমার গায়ের মাংস কেটে দিচ্ছি।

সকলে। মা—মা!

মানসী। মায়ের রক্ত একদিন যখন দুগ্ধের আকারে মুখে গিয়ে পড়েছিল, পান করেছিলে তো? মনে কর, এও সেই মায়ের রক্ত! নাও, প্রস্তুত হও।

[মানসী আপন দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, সমবেত সকলে 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে কুবের ছুটিয়া আসিল।]

কুবের। মা! মা! জানি না, কোন্ মায়াপ্রভাবে আমার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে!

মানসী। কি বল্‌লে কুবের, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? তবে

তো আমার স্বামী ফিরে এসেছেন মা কমলাকে নিয়ে। ধূপ জ্বেলে দাও—মঙ্গলশঙ্খ বাজাও আজ দেবী কমলার আবাহনে। আর বজ্রবাহু! অমরার গৃহে গৃহে খুলে দাও অন্নসত্র—জলসত্র। আর্ত্তগণ! মা সকল! বাবা সকল! উল্লাস কর তোমরা—উল্লাস কর তোমরা, দুঃখের নিশি তোমাদের আজ অবসান হ'লো!

সকলে। জয় রাজাধিরাজ কলম্বাসুরের জয়!

মানসী। চল বজ্রবাহু, এদের সঙ্গে আমরা এগিয়ে গিয়ে মা কমলাকে আবাহন ক'রে গৃহে আনি—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

কলম্বাসুর ও দারুক মদ্যপান করিতেছিল, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

এই রাঙা দু'টী ঠোঁটে হাসিটি।
রমণীর মুখে কে রেখেছে বল পুরুষের গলার ফাঁসিটি॥
চটুল নয়নে কুটিল বাণ, লুকানো রয়েছে খরশাণ,
নিটোল গড়ন এ রূপ-যৌবন জীবন-মরণ কাটিটি॥

দারুক। একি! তোমরা থাম্‌লে যে?

কলম্বাসুর। একটু বিশ্রাম কর্‌বে না ওরা?

দারুক। একটি যুগ ধ'রে বিশ্রাম ক'রে যে পায়ে ওদের বাত ধ'রে গেছে!

কলম্বাসুর। যাও, তোমরা বিশ্রাম কর গে—[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] কিছু বুঝ্‌লে বন্ধু?

দারুক। বুঝ্‌লাম কবন্ধ—

কলম্বাসুর। মানে?

দারুক। মাথা ছিল না।

কলম্বাসুর। কার?

দারুক। রাজ্যের, অর্থাৎ রাজা ছিল না।

কলম্বাসুর। এখন কি মনে হ'চ্ছে?

দারুক। এখন মনে হ'চ্ছে রাজা আছে।

কলম্বাসুর। দৈত্যরাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এসেছে বন্ধু!

দারুক। আস্‌তেই হবে, এমন সুখের রাজ্য ছেড়ে যাবে কোথায়?

কলম্বাসুর। এইবার একটু রাজনীতির আলোচনা—তাতে তোমার কি আপত্তি আছে বন্ধু?

দারুক। আপত্তি নেই, তবে বস্তুটা নিতান্ত নীরস।

কলম্বাসুর। সেইজন্যেই তো আলোচনার ব্যবস্থাটা করেছি নাচ-ঘরে—ছোঁয়াচ লেগে একটু সরস হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

দারুক। তা হ'লে হোক্ আলোচনা—

কলম্বাসুর। কে আছিস্? বজ্রবাহু—[দারুক চমকাইয়া উঠিল।] ওকি, আঁৎকে উঠ্‌লে কেন বন্ধু?

দারুক। আঁৎকে ওঠ্‌বারই কথা সম্রাট, যে যাই বলুক, আসলে এটা ইন্দ্রপুরী—ঘরের আনাচে কানাচে মায় দেওয়ালের ফাটলে পর্য্যন্ত দু'পাঁচখানা বজ্র লুকানো আছেই আছে, কে কখন ছেড়ে দেয়, কে জানে!

নেপথ্যে। জয় সুরপতি বাসবের জয়!

দারুক। ওই হয়েছে!

কলম্বাসুর। কি হয়েছে?

দারুক। শুন্‌তে পাচ্ছেন না বজ্রধরের জয়ধ্বনি? আর বাজ ছাড়্‌তেই বা কতক্ষণ?

কলম্বাসুর। সে আশঙ্কা তোমার নেই বন্ধু, ভুবনজয়ী কলম্বাসুরের শক্তির পরীক্ষা তো হ'য়েই গেছে, তাই তো আমি বসেছি বাসবের সিংহাসনে!

নেপথ্যে। [পূর্ব্ববৎ জয়ধ্বনি হইল।]

দারুক। ওই আবার! ছোঁয়াচ লেগেছে মহারাজ, নামের ছোঁয়াচ লেগেছে, বাজ এইবার ছাড়্‌লে ব'লে!

বেগে বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলম্বাসুর। কি সংবাদ বজ্রবাহু?

বজ্রবাহু। অগণন দেবসৈন্য নগর-তোরণ সম্মুখে সমবেত হয়েছে, মনে হয়, নববলে বলীয়ান হ'য়ে দেবতারা স্বর্গ আক্রমণ করবে।

কলম্বাসুর। আক্রমণ করবে? করুক,—কলম্বাসুর দুর্ব্বল নয়। বল্‌তে পারো বজ্রবাহু, এ সৈন্যদলের নেতা কে? স্বয়ং ত্রিদিবেশ্বর বাসব বুঝি?

বজ্রবাহু। না সম্রাট!

কলম্বাসুর। তবে?

বজ্রবাহু। এ সেনাদলের নেতা একজন মর্ত্ত্যবাসী মানব-নাম অর্জ্জুন।

কলম্বাসুর। মানব অর্জ্জুন!
কোন্ বলে বলীয়ান
মর্ত্ত্যের মানব
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চায় মোর?
জানে না সে মূঢ়,
কলম্ব-অসুর
ঋষির প্রসাদে ভুবনে অজেয়?
মরণ-অধীন জীব
হইয়াছে মৃত্যুকামী আজ,
তাই ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়
বাসনা তাহার
দীপ্ত বহ্নিমুখে ঝাঁপায়ে পড়িতে!
যাতুবলে প্রবেশিয়া স্বর্গপুরে
ভাবিয়াছে ভুবন-বিজয়ী আপনারে;
হাস্যকর—হাস্যকর—
কল্পনা তাহার!
যাও বজ্রবাহু, বিলম্ব না করি
সুসজ্জিত কর ত্বরা
দানব-বাহিনী,

অর্দ্ধ সেনা রহিবে অধীনে তব,
অর্দ্ধ সেনা আমি নিজ করিব চালনা।

বজ্রবাহু। যথা আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

দারুক। দেখ্‌লেন মহারাজ, নামের ছোঁয়াচ লাগার ফল হাতে হাতে! বাধ্‌লো আবার যুদ্ধ।

কলম্বাসুর। এবার শুধু যুদ্ধ নয় বন্ধু, তুমুল যুদ্ধ!

দারুক। এঁ্যা, বলেন কি মহারাজ! যুদ্ধ একা নয়, তার সঙ্গে আবার তুমুল! মহারাজ!—

কলম্বাসুর। প্রস্তুত হও বন্ধু, এ যুদ্ধ সে যুদ্ধ নয়—এ জীবন-মরণ যুদ্ধ!

দারুক। আমি তা হ'লে জীবনের দিকে থাক্‌বো মহারাজ!

কলম্বাসুর। এ যুদ্ধে হয় জয়, নয় মৃত্যু।

দারুক। আজ্ঞে, তা হ'লে জয়টাই হোক্ না মহারাজ!

কলম্বাসুর। শুনেছি সে মানব অর্জ্জুন
প্রবেশিল স্বর্গপুরে,
বাহুবলে কিম্বা যাদুবলে
তাহারে জিনিতে হবে রণে।

দারুক। মর্ত্ত্যের মানব! তবে আর কি! দানবের কাছে সে তো একটা ফড়িং মহারাজ!

কলম্বাসুর। তা হ'লে বীরদাপে রণক্ষেত্রে এগিয়ে চল বন্ধু, প্রমোদ-উল্লাস আমাদের শেষ হ'য়ে গেছে!

দারুক। তা কি হয়, ফিরে এসে আবার কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে সুরু করা যাবে। এখন তা হ'লে যুদ্ধং দেহি, কি বলেন মহারাজ?

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

বাঁচবি যদি ওরে অবুঝ আগে পালিয়ে চ'
নইলে যৌবনেতে ধর্‌বে জরা হ'বি হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ'।
মর্‌বি কেঁপে কম্পজ্বরে,
বাতের কামড় হাড়ে হাড়ে,
সরষের ফুল দেখ্‌বি চোখে হ'য়ে যাবি 'থ'॥

[প্রস্থান।

দারুক। এঁ্যা, তাই না কি! তা হ'লে তো খুব সমস্যার কথা! কার্য্যক্ষেত্রে তখন শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করা যাবে।

[প্রস্থান।

কলম্বাসুর। জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করগে বন্ধু, যদি দানবের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চাও। একি! মানসী, তুমি এখানে?

মানসীর প্রবেশ

মানসী। সম্রাট কি যুদ্ধে যাবেন?

কলম্বাসুর। যাবো নয় মানসী, যাচ্ছি—

মানসী। দৈববলে বলীয়ান দানবের সঙ্গে মানবের সংগ্রাম এক অভিনব দৃষ্টান্ত! আমার সাধ হ'চ্ছে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

কলম্বাসুর। তুমি যুদ্ধে যাবে? মৃত্যু নিয়ে খেলা যেখানে, সেই বীভৎসতার আবহাওয়া কি তুমি সইতে পার্‌বে মানসী?

মানসী। ভুলে যাচ্ছো কেন স্বামী, আমি যে তোমার সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী?

কলস্বাসুর। তা হ'লে এসো প্রিয়তমে, আজ জীবন-মরণের মহা-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আবার গাই আমাদের সেই প্রথম মিলন গীতি— তেমনি ক'রে করে কর, বাহুতে বাহু, বক্ষে বক্ষঃ মিলিয়ে মত্ত হই মিলনানন্দে, ছুটে যাই দানবীয় উল্লাসে একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলে মরণকে জয় কর্‌তে। অধরের হাসির দীপ্তিতে, নয়নের বিলোল কটাক্ষ-ঈক্ষণে সৃষ্টি কর প্রিয়তমে এক অভিনব উত্তেজনা, যার তাড়িতপ্রবাহ দেহের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে বহাবে তপ্ত শোণিত তরঙ্গ—এক হ'য়ে যাবে জীবনের সঙ্গে মরণ; সাজাও সুন্দরী, তোমার বরবপুখানি অভিনব সাজে, যেমন সাজিয়েছিলে সেই প্রথম মিলনের আনন্দময় মুহূর্ত্তে। শান্ত প্রমত্ত হুঙ্কার তুলে চল ছুটে যাই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, যা দেখে চমকে উঠ্‌বে ত্রিভুবনবাসী, সভয় উল্লাসে চীৎকার ক'রে বল্‌বে এ প্রেমসাজ কি রণসাজ! [মানসীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বীর পাদক্ষেপে গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে সুখের প্রবেশ

সুখ।— **গীত**

সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসে আমি এখন যাই।
রবে না শূন্য আসন, পূর্ণ কর্‌বে ভাই॥
তোমার জীবন-নদীর শান্ত বুকে,
প্রলয় তুফান আস্‌ছে রুখে,
সামলানো দায় তরী এবার হাল ধরেছে ভাই;—

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দুঃখের প্রবেশ

দুঃখ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

তোমার জীবন এখন মরণ-পথে আমি তোমার সাথী তাই।

কলম্বাসুর। এসেছো—এসেছো বন্ধু, তবে তুমিও হাত ধর আমার, নিয়ে চল আমায় অন্ধকারে—আরও গাঢ়—আরও গাঢ় মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে—যেখানে দৃষ্টি চলে না—সেইখানে—

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ত্রিদিব-তোরণ-সন্নিহিত রণস্থল

অর্জ্জুন ও জয়ন্তের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কুমার জয়ন্ত,
অর্দ্ধ সেনাদল ল'য়ে
রচিয়া শকট-ব্যূহ
পূর্ব্ব দিক হ'তে হও অগ্রসর।
দক্ষিণে রহিবে মৃত্যুপতি
মৃত্যু দিতে অরাতিরে ভীমদণ্ড করে—

বেড়িয়া পার্ব্বত্য পথ
উত্তর তোরণে মত্ত ঘূর্ণীসম
আক্রমিবে দানবের চমূ!
জানি আমি পশ্চিম তোরণ
অতীব সুগম পথ পুরী প্রবেশের,
সেই পথ রবে আগুলিয়া
আপনি দানবপতি সুনিশ্চয়;
সেই পথে আক্রমিব আমি।
বাসনা কলম্ব সনে দ্বৈরথ-সমর।

জয়ন্ত। জানি সবিশেষ—
পূর্ব্বদিক রক্ষা করে
সেনাপতি বজ্রবাহু
সঙ্গে ল'য়ে দশ সহস্র সেনা—
সমরে দুর্দ্ধর্ষ যারা!
তবু আশা মনে,
নিমেষে জিনিব আমি দানব-বাহিনী

অর্জ্জুন। সাবাস্—সাবাস্ বীর!
বীরত্ব বাখানি তব!
যাও বীর, বীরদর্পে হও আগুয়ান
অত্যাচারী দানব-দলনে।

[জয়ন্তের প্রস্থান।

পিতার সুযোগ্য পুত্র—
বীরশ্রেষ্ঠ কুমার জয়ন্ত!

উর্বশীর অভিশাপ

ইন্দ্রের প্রবেশ

অর্জ্জুন। এ কি দেবেন্দ্র !
লহ দেব, দাসের প্রণতি।
ল'য়ে শিরে চরণের ধূলি
বিজয়-কবচ,
ঝাঁপ দিই দুরন্ত আহবে।

ইন্দ্র জয়যুক্ত হও বৎস, করি আশীর্ব্বাদ !
মনেতে বিস্ময় মানি
হে বীর ফাল্গুনী,
একা তুমি যাবে পশ্চিম তোরণে,
রক্ষা করে যে তোরণ
অগণিত সেনা সহ
দৈত্যবীর কলম্ব-অসুর ?
স্ব-ইচ্ছায় আপনারে
নিক্ষেপিতে বিপদ-পাথারে ?
নহে ইহা সুবুদ্ধির পরিচয়
বৎস ধনঞ্জয় !

অর্জ্জুন আশঙ্কা নাহিক কিছু
দেবেন্দ্র বাসব,
শূলীশম্ভু দত্ত মহাশূল
এই পাশুপত মহাঅস্ত্র
করে যতক্ষণ,

ত্রিভুবনে অজেয় অর্জ্জুন ।
নগণ্য দানবদল
অতি ক্ষুদ্র মূষিকের প্রায়
ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের পাশে ।
যান প্রভু বিশ্রাম আগারে,
থাকুন প্রফুল্ল মনে প্রতীক্ষা করিয়া
সুসংবাদ দানব-নাশের ।

[নেপথ্যে দৈত্যসেনাগণের জয়োল্লাস-ধ্বনি]

ইন্দ্র এ কি ! অকস্মাৎ আসে কেন
দানবের জয়োল্লাস ধ্বনি
ওই দিক হ'তে ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন । নহে প্রভু আশঙ্কার হেতু ;
শুষ্ক জয়োল্লাস-ধ্বনি
শুধু আত্মতৃপ্তি হেতু !
মূর্খ দানবের দল সন্দিহান মনে,
বুঝি ডরে না করিবে আক্রমণ
দেবসেনাদল পশ্চিম তোরণ হ'তে ;
তাই এ উল্লাসধ্বনি !
যান প্রভু—যাই আমি,
কালব্যাজ না করিব আর !
অচিরাৎ সন্দেহ ভঞ্জন করি
মূর্খ দানবের প্রবেশিব পশ্চিম তোরণে ।

[অর্জ্জুন ও ইন্দ্রের প্রস্থান ।

সসৈন্য কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর। সাবধান সৈন্যগণ!
রক্ষা কর পশ্চিম তোরণ—
রচি ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে।
আসিতেছে পাণ্ডব ফাল্গুনী
সাথে তার দেব-অনীকিনী।
শুনিয়াছি সমরে দুর্ব্বার বীর,
তথাপি সে মর্ত্ত্যের মানব
জরা-মরণের দাস!
আসিতেছে নির্ব্বোধ অধম
স্ব ইচ্ছায় আলিঙ্গিতে নিশ্চিত মরণ!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কার কথা কহিতেছ দৈত্যবীর?
কে করিবে আলিঙ্গন নিশ্চিত মরণে?
তুমি না আমি?

কলম্বাসুর। তুমি—তুমি নির্ব্বোধ মানব!
ভুবনে অজেয়
দৈত্যপতি কলম্ব-অসুর
সাথে যার—
অগণন দানব সেনানী।
তার সনে একেশ্বর যুঝিতে বাসনা

উন্মাদ কল্পনা মানবের।
উন্মত্ততা করি পরিহার
যাও ফিরি বুদ্ধিহীন নর,
ঢাকি মুখ চুপিসারে
আপন আলয়ে।

অর্জ্জুন। দম্ভ দেখি আকাশ প্রমাণ
মদমত্ত দানবের!
উন্মত্ততা কার—
প্রমাণিত হইবে এখনি
অস্ত্র ধরি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে
মানবের সনে।

কলম্বাসুর আত্মরক্ষা কর্ তবে
প্রগল্‌ভ মানব!
[আক্রমণ করিল।]

অর্জ্জুন। সাবধানতার ওই বাণী—
কহিতেছি আমিও দানবরাজ!
[আক্রমণ করিল।]

[কলম্বাসুর ও দানবসেনাগণ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্র যোজনা করিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। পাশুপতের মুখে দীপ্তবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। দানবসেনাগণ সভয়ে পলায়ন করিল। কলম্বাসুরের

শূলের মুখে আর বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল না।
কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দানবরাজ কলম্বাসুর
পলায়ন করিল ; অর্জ্জুন তাহার
পশ্চাদ্ধাবিত হইল।]

বেগে মানসীর প্রবেশ

মানসী। কি আশ্চর্য্য! একক অর্জ্জুন
বিমুখিল দানব-বাহিনী!
ব্যর্থ হ'লো সম্রাটের ঋষিদত্ত শূল!
হেন অলৌকিক যাদুমন্ত্র
কে দিল অর্জ্জুনে?
নাহি পথ—
সুনিশ্চিত অর্জ্জুনের জয়!
পতন অবশ্যম্ভাবী দানবের!
মা কপালিনী,
কি করিলি—কি করিলি—
পাষাণী জননী!

সশঙ্কিত পাদক্ষেপে অস্ত্রহীন বিবর্ণ মুখে
কলম্বাসুরের প্রবেশ

মানসী। একি, তুমি!
কলম্বাসুর। চিন্‌তে পেরেছ আমায়? এখনো আমায় চেনা যায়?

তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি অর্জ্জুনের চর—আমায় ধরিয়ে দেবে! আমার মুণ্ডটা যে দেবরাজের প্রয়োজন—অনেক মূল্য দেবে। দোহাই তোমার—দোহাই তোমার—আমায় ধরিয়ে দিও না, আমি মর্‌তে পার্‌বো না—আমি মর্‌তে পারবো না।

মানসী। চিন্‌তে পার্‌ছো না আমায়? তুমি কি হয়েছ বল তো? আমি যে—

কলম্বাসুর। তুমি যে—তুমি—তুমি—এঁ্যা মানসী! আমায় লুকিয়ে রাখ মানসী, মৃত্যু আমার পেছনে ধেয়ে আস্‌ছে! ওই—ওই বিশ্বগ্রাসী কালানল! ওঃ, জ্ব'লে মলুম্—পুড়ে মলুম্। মানসী! মানসী! আমায় বাঁচাও—[সম্বিতহারার মত ভূপতিত হইল।]

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলের প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

তোর খেলাঘরের সাধের খেলা আজকে ভেঙ্গেছে।
কপাল ভাঙ্গা মন্দ হাওয়া বইতে লেগেছে।
তোর এতদিনের সাজানো ঘর,
ভেঙ্গে দিতে আস্‌ছে যে ঝড়,
আকাশ কোণে কালো মেঘ আপনি জমেছে—
ঝিলিক-মারা বিজলী রেখা দেখা দিয়েছে।

[প্রস্থান।

অদূরে অর্জ্জুনের প্রবেশ

মানসী। কে? কোথা যাও?

অর্জ্জুন। পথ ছাড কল্যাণী! কলম্বাসুব যুদ্ধে পবাজিত তাকে বন্দী ক'বে দেববাজেব কাছে নিযে যাবো।

মানসী। তা হবে না। ইনি আমাব আশ্রিত—শবণাগত! আমায বধ না ক'বে এঁব অঙ্গ স্পশ কব্‌তে পাববেন না।

অর্জ্জুন। আমি যে দেববাজ কতৃক আদিষ্ট হযেছি কল্যাণী। এ আমাব কর্ত্তব্য। ওকে পবিহাব কব।

মানসী। আশ্রিতবক্ষণ আমাবও কর্ত্তব্য। আশ্রিত পবিহাব মহাপাপ, তা কি আপনি জানেন না?

অর্জ্জুন। জানি, কিন্তু—

মানসী। এতে আব কিন্তু নেই বিজযী অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। তা হ'লে তুমি ওকে পবিত্যাগ কব্‌বে না?

মানসী। না—আমাকে হত্যা না ক'বে তোমাব এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না।

অর্জ্জুন। না—এইখানেই আমাব পবাজয। বমণীব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কব্‌তে আমি পাব্‌বো না। মা, তুমি তোমাব স্বামীকে নিয়ে কোন নিবাপদ স্থানে চ'লে যাও, কেউ তোমাব স্বামীব গায়ে হাত দেবে না।

মানসী। আসুন সম্রাট, আমবা পাতালপুবে চ'লে যাই—

কলম্বাসুব। তাই চল, গাঢ অন্ধকাবে মুখ লুকিয়ে চোবেব মত আমবা পাতালপুবীতে পালিয়ে যাই চল।

[কলম্বাসুব ও মানসীব প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বমণী হত্যা ক'বে দেববাজেব আদেশ পালন কব্‌তে আমি পাব্‌বো না, তাতে আমার দণ্ড হয়, মাথা পেতে নেবো।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। সাধু কুন্তীপুত্র, সাধু; এ আমার আদেশ নয় বৎস, পরীক্ষা, আর সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ। জয়ন্ত!

জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। পিতা!—

ইন্দ্র। আগামী পূর্ণিমায় আমাদের হবে বিজয়-উৎসব। উৎসবের প্রধান অতিথি আমার পরম স্নেহাস্পদ বিজয়ী বীর অর্জ্জুন, তার চিত্ত-বিনোদন করতে ঐ দিন নন্দনের নৃত্যশালায় নৃত্যকলা দেখাবে অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশী। বুঝেছ? যাও, তার আয়োজন কর গে।

জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দনকানন—নৃত্যশালা

[ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন, জয়ন্ত ও অর্জ্জুন যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ; অভিনব ছন্দে অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশী নৃত্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল অর্জ্জুনের দিকে। সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে আর একবার সে অর্জ্জুনের দিকে চাহিল। এবার যেন তার দৃষ্টি অপলক! কোনরূপে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে তাহার নৃত্যকলা দেখাইতে লাগিল। তারপর তার চঞ্চল দৃষ্টি ঘন ঘন নিপতিত হইতে লাগিল অর্জ্জুনের দিকে! শেষে ঐ দৃষ্টি হ'লো পলকহীন—সে হারিয়ে ফেল্‌লে তার নৃত্যের ছন্দ! সহসা হ'লো তাল ভঙ্গ! সভাস্থ সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।]

ইন্দ্র। একি উর্ব্বশী, হঠাৎ তাল ভঙ্গ হ'লো যে!

[লজ্জাবনত উর্ব্বশীর মুখে কথা ফুট্‌লো না, সে আবার নৃত্য আরম্ভ কর্‌লো নূতন ক'রে। তারপর সেই দৃষ্টি—প্রথমে ভয়চকিত—তারপর ঘন ঘন—তারপর হ'লো পলকহীন। আবার হ'লো সে ছন্দহারা—শেষকালে হ'লো তাল ভঙ্গ।]

ইন্দ্র। [ভৎ'সনা সূচক স্বরে] উর্ব্বশী, আজ তুমি সংযম হারিয়েছ, আবার তুমি তাল ভঙ্গ করলে। মনে রেখো, এ তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

[পুনরায় উর্ব্বশী নৃত্য আরম্ভ করিল, এবারেও উর্ব্বশীর অবস্থা
হ'লো আগের মত—এবারেও হ'লো তার তাল ভঙ্গ। সে
লজ্জাবনত বদনে বসিয়া পড়িল।]

ইন্দ্র। [রোষকষায়িত নেত্রে উর্ব্বশীর দিকে চাহিয়া পরুষকণ্ঠে] দুর্ব্বিনীতে! তোমার এ অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে। তোমার শাস্তি—

অর্জ্জুন। [চকিতে আসন ত্যাগ করিয়া দেবরাজের সম্মুখে নতজানু হইল।] আমি নতজানু হ'য়ে যুক্তকরে অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশীর জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি দেবরাজ, আজ বিজয়-উৎসবের মহা আনন্দের দিনে হতভাগিনীকে শাস্তি দিয়ে এমন অনাবিল আনন্দ-সুধাকে নিরানন্দের তীব্র হলাহলে পরিণত করবেন না সুরপতি! পরম স্নেহাস্পদ ব'লে চরণের তলে যাকে স্থান দিয়েছেন, তার এ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। বৎস অর্জ্জুন, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কিন্তু তুমি মনে রেখো উর্ব্বশী, আর একদিন তোমায় এ ত্রুটী সংশোধন করতেই হবে।

উর্ব্বশী। সুরপতির আদেশ শিরোধার্য্য!

[সভা ভাঙ্গিয়া গেল, দেবতাদের সঙ্গে অর্জ্জুন
ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।]

উর্ব্বশী। [ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] ভুবনবিজয়ী অর্জ্জুন

মর্ত্তবাসী, হীন মানব! কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! দেবসভায় আজ আমি অপমানিত—লজ্জিত, কেমন ক'রে দেবসমাজে দেখাবো এই অপমান-মসিলিপ্ত মুখ? এ অপমান, এ লজ্জা কার জন্য? জরা মৃত্যুর দাস মর্ত্ত্যবাসী একজন হীন মানবের জন্য। আমি প্রতিশোধ নেবো? কিন্তু কেন? কি অপরাধে? সে তো কোন অপরাধ করে নি—অপরাধিনী আমি। কেন আমি তাকে দেখ্‌লুম্‌? কেন তার রূপ দেখে আত্মহারা হলুম্‌? মান খুইয়ে প্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেন আমার মন ছুটে গেল সেই মানব-অতিথিব দিকে? আমি যে নিজের অজ্ঞাতে আমাব সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলেছি সেই মানব-অতিথির পায়ে। ফির্‌বে না—ফেরাতে পার্‌বো না; সে যে অতি সুন্দব—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর—

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ

অর্জ্জুন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিল

অর্জ্জুন। শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ,
তবু তন্দ্রা নাহি আসে!
অকারণ মনের উদ্বেগ,
চিন্তা রাশি রাশি

বিভ্রান্ত করিছে মোরে !
মনে পড়ে নন্দনের নৃত্যশালা,
ভুবনমোহন নৃত্য উর্ব্বশীর !
হেতু না খুঁজিয়া পাই—
কেন হ'লো তাল ভঙ্গ তার !
পেতো শাস্তি অভাগিনী,
আমা লাগি শুধু
দেবরাজ করিলেন ক্ষমা।
মনে পড়ে সেই ক্ষণে
সকরুণ দৃষ্টি উর্ব্বশীর !
যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা
দৃষ্টিতে জানালো !
সেই সে সলজ্জ কাতর দৃষ্টি তার
ভুলিবার নয়।
ফুরায়েছে স্বর্গবাস কাল,
যেতে হবে মরতে ফিরিয়া।
কে ?

ধীরে ধীরে উর্ব্বশীর প্রবেশ

উর্ব্বশী। আমি—উর্ব্বশী।
আসিয়াছি হৃদয়ের
কৃতজ্ঞতা জানাতে তোমায়।
দেবেন্দ্রের রোষ-বহ্নি হ'তে

পরের অভিশাপ

তুমি করিয়াছ ত্রাণ
অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে,
সে কারণ কৃতজ্ঞতা—

অর্জ্জুন। এই গুণে
মহীয়সী তুমি ত্রিভুবনে।
তথাপি গো দেবারাধ্যা দেবী,
করেছ অন্যায়
এই ঘোর নিশাকালে
একাকী রমণী
প্রবেশি আমার কক্ষে।
তোমা সনে নিভৃত আলাপ
লোকচক্ষে হবে নিন্দনীয় ;
দুর্নাম রটিবে,
লাজে মুখ লোকের সমাজে
দেখাবো কেমনে বল
অপ্সরাকুলের রাণী উর্ব্বশী সুন্দরী ?

উর্ব্বশী। কেন লজ্জা—কিসের ভাবনা ?
দেবের অতিথি তুমি
দু'দিনের তরে,
চ'লে যাবে নিজালয়ে
দুদিনের পর,
তব নাম স্মৃতিপথে
রহিবে না কারো !

কেন তবে অলীক ভাবনা ?
কেন লজ্জা মিথ্যা দুর্নামের।
বীরেন্দ্র পুরুষ তুমি
রমণীর কামনার নিধি,
ভরিয়া প্রেমের ডালা
নবীন সম্ভারে
আজি তব দ্বারে প্রেম-পাগলিনী—
লোকললামভূতা উর্ব্বশী সুন্দরী।
কেন হেন উদাসীন
পুরুষ প্রধান ওগো বীরেন্দ্র কেশরী,
রমণীর প্রেম-অর্ঘ করিতে গ্রহণ ?
তুচ্ছ কৃতজ্ঞতা হ'তে
আরো বড়—আরো বড় যাহা ?
দেব-অর্ঘ স্বেচ্ছায় অর্পিত আজি
মানব-চরণতলে,
সমাদরে তাহা
হে মানব, করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। দেবভোগ্যা—দেবেন্দ্র বাঞ্ছিতা
তুমি উর্ব্বশী সুন্দরী!
আমি দেবতার দাস,
জন্মদাতা পিতা মোর
দেবেন্দ্র বাসব।
পিতৃভোগ্যা নারী তুমি

জননী সমান,
তব মুখে হেন হীন বাণী!
অশোভন—
অতি অশোভন দেবী !
ভুল করিয়াছ তুমি আসিয়া হেথায়,
ভুল করিয়াছ দুর্ব্বাক্য বলিয়া,
ফিরে যাও অনুতপ্ত-হ'য়ে,
কর গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত এ মহা ভুলের ।

উর্ব্বশী । তুমি ভুল করিতেছ বীরেন্দ্র ফাল্গুনী !
স্বর্গের গণিকা আমি
কামের বেসাতি করি,
প্রেমভাব নাহি আসে মনে,
দেবতার সনে
প্রেমহীন কামচর্চ্চা শুধু ।
আজি নেহারি তোমায়
জর জর কন্দর্পের বাণে,
উছলিত প্রেমসিন্ধু
হিয়ার মাঝারে—
গণিকার জীবনে নূতন !
তাই কহি বীরবর পুরুষ সুন্দর,
নাহি দোষ প্রেমের পূজায় ।
এসো প্রিয়ে,
এসো ওগো কামনার নিধি,

তুলে নাও বক্ষোপরে
প্রেম-পাগলিনী দাসীরে তোমার।

[অর্জ্জুনের পদতলে পতন।]

অর্জ্জুন। স'রে যা স্বৈরিণী—কামান্ধ কুক্কুরী!
চিরপূতঃ মাতৃ-সম্ভাষণ
অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া
কামনার দাসী তুই নির্লজ্জা অপ্সরী
কামচক্ষে চাস্ সন্তানের প্রতি?
এত হীন
এতই জঘন্য প্রবৃত্তি তোর?
ধিক্—শতধিক্ তোরে লজ্জাহীনা,
দূর হ'য়ে যাও সম্মুখ হইতে।

উর্ব্বশী। এত ঘৃণা—এত অপমান! দেবভোগ্যা মহিমময়ী উর্ব্বশীর অযাচিত প্রেমে এত অবজ্ঞা! অস্পৃশ্য ঘৃণিত মানবের এতখানি দর্প! অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য! বলদর্পী অর্জ্জুন, অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশীর অযাচিত প্রেম উপেক্ষা ক'রে আজ তুই নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আন্‌লি, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

অর্জ্জুন। [আকুলস্বরে] মা—মা!

উর্ব্বশী। আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে পুরুষ মদনবাণ-জর্জ্জরিতা কামিনীর কামনা পূর্ণ কর্‌তে অসমর্থ, সে পুরুষ নয় ক্লীব, আমি আভিশাপ দিচ্ছি, তুই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হবি।

অর্জ্জুন। ওঃ—বিনাদোষে অভিশাপ! রাক্ষসী! পিশাচী! কামান্ধ কুক্কুরী! আজ তুই স্নেহময়ী জননীর মর্য্যাদা পেয়েও—জগন্মাতার

নটীর অভিশাপ

অংশসম্ভূতা কামিনী হ'য়েও মাতৃত্বের অবমাননা ক'রে যে পাশবিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলি, আমার অভিশাপে তুইও পশুত্ব প্রাপ্ত হবি। কামুকী অশ্বিনী হ'য়ে কামতৃষ্ণা মেটাবি ঐ জাতীয় কামোন্মত্ত বিচার বিবেচনাহীন পশুর সঙ্গে!

উর্ব্বশী। [একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইল।]

অর্জ্জুন। নিষ্ঠুর প্রাক্তন! ভুবনজয়ী অর্জ্জুনের আজন্ম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কি এই পরিণাম! জীবনব্যাপী ধর্ম্মনিষ্ঠার কি এই প্রতিদান? অমরার মহান্ গৌরব অনুষ্ঠানের সুফল স্বরূপ শিরে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে নটীর অভিশাপ!

দৈববাণী। আক্ষেপ ক'রো না কুন্তীপুত্র, এটা তোমার শাপে বর। বৎসরেক কালের জন্য যখন বিরাট আলয়ে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসের প্রয়োজন হবে, তখন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তোমার উপকারে আস্‌বে এই "**নটীর অভিশাপ**"।

যবনিকা

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

চণ্ডীদাস (ফণী) ২৲ বাসুদেব (ফণী) ২৷৷০ বামন অবতার (ভোলানাথ ১৷৷০ চন্দ্রহাস ২৲ সৌরিন্দ্র—আত্মাহুতি ২৲ ধর্ম্মবল ২৲ গ্রহশান্তি ২৲ শাপ মুক্তি ২৲ ব্যাথার পূজা ২৲ পলাশীর পরে ২৲ আগুন নিয়ে খেলা ১৷৷০। ব্রজেন বাবুর চণ্ড-মুকুল ২৲ (বিনয়)—বাংলার কেশরী ২৲ জাতীয় পতাকা ২৲ সোনার বাংলা ২৲ যজ্ঞাহুতি (ভোলানাথ) ২৷৷০ ভ্রান্তিবিলাস (পাঁচকড়ি) ২৲ মুক্তিযজ্ঞ ২৲ উমাতারা ২৲ মায়াশক্তি ২৲।

পৃথিবী (ভোলানাথ) ২৲ উর্ব্বশী (কেদারনাথ) ২৲ প্রমীলার্জ্জুন (সুরেশ) ১।০ সমুদ্র মন্থন (অঘোর) ২৲ মাল্যবান (অভয় দত্ত) ২৲ তুলসীদাস (ভূপতি) ২৲ রাজ্যশ্রী (ভূপাত) ২৲ পঞ্চনদ (ভোলানাথ) ২৲ পাষাণী (ফণীবাবু) ২৲ তাম্রধ্বজ (হারাধন) ·৲ জাহ্নবী (ভোলানাথ) ১।০ নরকাসুর (ভোলানাথ) ২৲ রামানুজ (ফণীবাবু) ২৲ ত্রিশক্তি (বিনয়) ২৲ স্বদেশ (বিনয়) ২৲ অসবর্ণা (শশাঙ্ক) ২৲ রাখাবন্ধান (পাঁচকড়ি) ২৲ রাজা সীতারাম (শশাঙ্ক) ২৲ নবাব সিরাজদ্দৌলা (শশাঙ্ক) ২৲ শ্রীবৎস-চিন্তা (নিতাই) ২৲ নারী ঋষি (পঙ্কজ) ২৲ মায়ের দেশ (ফণীবাবু) ২৲ দময়ন্তী (অঘোর) ২৲ রামকৃষ্ণ (ফণীবাবু) ২৲ ভাগ্যদেবী (ফণীবাবু) ২৲ রক্তমুকুট (বিনয়) ২৲ অনার্য্য-নন্দিনী (পাঁচকড়ি) ২৲ বজ্রনাভ (ব্রজেন বাবু) ২৲ যদুপতি (মণীন্দ্র) ২৲ পার্থ-বিজয় (পঙ্কজ) ২৲ দক্ষিণা (মন্মথ) ২৲ পুষ্প-সমাধি (বিনয়) ২৲ তিলোত্তমা (পঙ্কজ) ২৲ প্রেমের পূজা (বেণী) ২৲ বিদর্ভ-নন্দিনী (গোবর্দ্ধন) ২৲ শতাশ্বমেধ (অঘোর) ২ অভিনয় শিক্ষা (বিনয়) ৸০ দুষ্মন্তকীর্ত্তি (ভবতারণ) ২৲ চন্দ্রধর (ফণীবাবু) ২৲ ধর্ম্মের জয় (হারাধন) ২৲ পিয়ারে নজর (পাঁচকড়ি) ৸০ যুগান্তর (বেণীমাধব) ২৲, মণিপুর গৌরব ১৷৷০, মনোজবের মহামুক্তি ১৷৷০, দাশরথি মুখোপাধ্যায়—কণ্ঠহার ১৸০, রণভেরী ১৷৷০, সেলিনা ৷৷০, হীরার নথ ৷৷০। জাহ্নবী (ভোলানাথ) ১।০। (প্রহসন) আলিবাবা ।৵০ শিবসুন্দর ।৵০ চোরের দাবী ।৵০ আবুহোসেন ।৵০ আলাদিন ।৵০ দায় উদ্ধার ।৵০ বস্ত্রহরণ ।৵০ মুক্তির মন্ত্র ।৵০ গুপ্ত গয়ায় পিণ্ডদান ।৵০।

ধর্ম্মগ্রন্থ—পবলোক তত্ত্ব ২৲, মোক্ষতত্ত্ব ২৲, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন ২৲, সাধক-জীবনী ৩৲, সশিষ্য শ্রীচৈতন্য ২৲, কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব ২।০, মেয়েদেব ব্রতকথা ২৲, বাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ২॥০, শ্রীশ্রীচৈতন্য চবিতামৃত ৫॥০, তুলসী দাসেব জীবনী ৩॥০। কামাখ্যা তন্ত্র ১৲, বড চণ্ডী ১৸০, বাধাতন্ত্র ২৲। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ২৲, শ্রীশ্রীকীর্ত্তন গীতবত্নাবলী ৪৲, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ৪৲, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৭৲, মেয়েদেব ব্রতকথা (সাধাবণ) ১।০, গীতামৃত ৸০, চণ্ডী বত্নামৃত (পদ্য) ৸০।

গুপ্তবিষয়ক—গুপ্তগৃহ ২॥০, কামসূত্র ১।০, কামকলা ২৲, যৌবন পথে ২॥০, গুপ্তচিঠি ১৲।

জ্যোতিষশাস্ত্র—জ্যোতিষকল্পদ্রুম ১॥০, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বহস্য ৪৲, অদৃষ্ট পবীক্ষা ।০, ফলিত জ্যোতিষ দর্পণ ১॥০, সিদ্ধান্ত বহস্য ২॥০।

বিবিধ—কামবত্ন তন্ত্র ১॥০, গুপ্তসাধন বহস্য ৩৲, লক্ষ্মীমঙ্গল ১৲, অদ্ভুত যাদুবিদ্যা ১॥০, পাকপ্রণালী (বড) ১॥০, প্রভাসখণ্ড ২৲, বৃহৎ বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি ১৲, বৃহৎ বতিশাস্ত্র ১॥০, ছোট বতিশাস্ত্র ৸০, সংসাবতরু বা শান্তিকুঞ্জ ৩৲ আববা উপন্যাস ২৲, পদ্যচণ্ডী ৸০, পদ্মপুবাণ (দ্বিজবংশী) ২॥০, পকেট গীতা ১৲, ভৈষজ্য বত্নাবলী ৪৲, ছেলেদেব রূপকথা ১৲, বামকৃষ্ণ উপদেশামৃত ॥০, গোপাল ভাঁড বহস্য ১৲।

কামকলা—ডাক্তাব বি, বি, পাত্র, (এম, ডি U. S A.) কৃত যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিনব গ্রন্থ, যৌন নির্ব্বাচন, বিবাহেব উদ্দেশ্য যৌন চর্চ্চা প্রভৃতি গুপ্তবিষয়ে পূর্ণ মূল্য ২৲।

উপন্যাস—বোধন বাডী ২।০, যুঁইমহল ৩৲, অনন্তপুবেব গুপ্তকথা ২।০, দত্ত গৃহিনী ২৲, বেগম মহল ২॥০, খুনি কে খুন ১।০, খাতাব শেষ পাতা ২।০, সেনাপতিব গুপ্তবহস্য ৩৲, প্রেমেব বাঁধন ১৸, বিধিব নির্ব্বন্ধ ২।০, হেমচন্দ্র ২৲, ওমাব পাশা ৪৲, পঞ্চবত্ন ২৲, সোনাব সংসাব ২৲, স্বামী স্ত্রী ২।০, বাংলাব মেয়ে ২৲, বান্ধবী ২।০, স্ত্রী ১॥০, একালের মেয়ে ২, জীবন নদীর তীবে ২৲, বিজনে বন্দিনী ১॥, বাজবালাব গুপ্ত কথা ১৸, নির্ব্বাণ ২৲, ফবাসী বাজ্যে আঠাবো মাস ১৲, মা ১॥০। ফুলশয্যা ২৲। বঙ্‌মহল ২৲, বাঙ্গালী মেয়েব আকাশ যুদ্ধ ১॥০।

সিনেমায় প্রদর্শিত উপন্যাস সমূহ—শহব থেকে দূবে ২॥০, মানে না মানা ২॥০, অভিনয় নয় ২।০, বন্দী ২৲, সন্ধি ১৸০, নন্দিতা ২৲, ডাক্তাব ২৲, প্রতিশোধ ২।০, দাবী ২৲, আহুতি ২৲, সমাধান ২৲, কলঙ্কিনী ১॥০, এই ত জীবন ২॥০, সাত নম্বব বাড়ী ২।০